আইন ও বিচার বিভাগ

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বার্ষিক

প্রতিবেদন

২০১৯-২০২০

আইন ও বিচার বিভাগ

প্রতিবেদন ২০১৯-২০২০

-মুখবন্ধঃ-

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের ২০১৯-২০২০ পর্যন্ত অর্থ বছরের অর্জিত সাফল্য ১(এক) বছরের প্রতিবেদন আকারে প্রকাশ করা হলো। প্রকাশনাটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আইন ও বিচার বিভাগের মূখ্য কর্মকান্ড সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে যথাযথভাবে অবহিত করা। প্রতিবেদনে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে আইন ও বিচার বিভাগের বিভিন্ন অনুবিভাগ; মহাপ্রশাসক, সরকারী অছি এবং সরকারী রিসিভার; নিবন্ধন অধিদপ্তর; বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন; বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট; জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা; আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এবং উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন সংস্কার সম্পর্কে প্রতিবেদনে আলোকপাত করা হয়েছে।

সরকারের কর্মবন্টন বিধিমালা অনুযায়ী আইন ও বিচার বিভাগ অধঃস্তন আদালত ও ট্রাইব্যুনালসমূহের প্রশাসন সম্পর্কিত কার্যাদি, অধঃস্তন আদালতে বিচারক নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি ও তাদের কর্মের শর্তাবলী নির্ধারণ, অ্যাটর্নি জেনারেল, অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল, ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল, সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল, সরকারী কৌসুলী, পাবলিক প্রসিকিউটর নিয়োগ এবং সংবিধিবদ্ধ সংস্থাসমূহের আইন উপদেষ্টাগণের নিয়োগ ও তাদের কর্মের শর্তাবলী নির্ধারণ, আদালত ও ট্রাইব্যুনালসমূহের জুডিসিয়াল স্ট্যাম্প, কোর্ট ফি ও স্ট্যাম্প ডিউটি আদায়, এডমিনিস্ট্রেটর জেনারেল এন্ড অফিসিয়াল ট্রাস্টি এবং অফিসিয়াল রিসিভার নিয়োগ ও তাদের কর্মের শর্তাবলী নির্ধারণ, আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়-সম্বলহীন বিচার প্রার্থীকে আইনগত পরামর্শ প্রদান করে থাকে। সরকার পক্ষে বা সরকারের বিপক্ষে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট বা প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনালে যে কোন আপীল দায়ের/দায়েরকৃত আপীলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ, বিচার ও আইনগত বিষয়ে অন্যান্য দেশের সাথে সম্পাদিত কনভেনশনসহ আন্তর্জাতিক আদালত সংক্রান্ত বিষয়াদি এবং নারী ও শিশু পাচার রোধ, অশ্লীল প্রকাশনা বন্ধ, অপরাধ দমন ও অপরাধীদের সঙ্গে আচরণ ইত্যাদি বিষয়ে জাতিসংঘ কর্তৃক প্রেরিত রেফারেন্স সম্পর্কিত ব্যবস্থা গ্রহণ, আইনগত ও সাংবিধানিক এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইনের যে কোন ব্যাখ্যার বিষয়ে যে কোন প্রশ্ন সম্পর্কে মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও দপ্তরসমূহকে আইনগত পরামর্শ প্রদান করা এ বিভাগের কর্মপরিধির অন্তর্ভূক্ত।

দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আইন ও বিচার বিভাগ জন-প্রশংসিত কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে স্বাধীন নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে অধস্তন আদালতে বিচারক নিয়োগ প্রদান করে বিচারাধীন মামলার জট কমানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ সময়ের মধ্যে আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিচার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে এবং কয়েকটি মামলার রায় কার্যকর করা হয়েছে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশ বিচারহীনতার সংস্কৃতি (culture of impunity) হতে বের হতে শুরু করেছে। উচ্চ আদালতে বিচারাধীন মামলার জট কমানোর লক্ষ্যে যোগ্যতাসম্পন্ন বিচারক নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। আইনজীবী সমিতি ভবন, চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালত ভবন, সাব-রেজিষ্ট্রারের কার্যালয় নির্মাণ করে অবকাঠামোগত ব্যাপক উন্নয়ন সাধন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার গতিশীল কার্যক্রমের মাধ্যমে দরিদ্র ও অসহায় ব্যক্তিদের আইনগত সহায়তা প্রদান করে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর আইনে সমান সুযোগ লাভের সক্ষমতা সৃষ্টি করা হয়েছে। আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় পূর্বের ধারাবাহিকতায় আইন ও বিচার বিভাগের ২০১৯-২০২০ সালের সংস্কার ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড ও অর্জিত সাফল্যের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র উপস্থাপন করা হলো।

(মোঃ গোলাম সারওয়ার)
সচিব
আইন ও বিচার বিভাগ
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	র্নিবাহী সার-সংক্ষেপ	
২.	আইন ও বিচার বিভাগের প্রতিষ্ঠা	
৩.	আইন ও বিচার বিভাগের কার্যাবলী	
৪	আইন ও বিচার বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো	
৪.১	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী	
	৪.২ আইন ও বিচার বিভাগের জনবল	
	৪.৩ আইন ও বিচার বিভাগের সংযুক্ত/ অধিনস্থ অধিদপ্তর/ পরিদপ্তর/ সংস্থাসমূহ	
৫	আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত কাজের বিরবণ	
	৫.১ প্রশাসন-১, অনুবিভাগের কার্যাবলী	
	(ক) উচ্চ আদালতে বিচারক নিয়োগ	
	(খ) অধঃস্তন আদালত পর্যায়ে আদালত (গঠন) ও পদ সৃজন	
	(গ) নিয়োগ ও পদোন্নতি	
	(ঘ) মানব সম্পদ উন্নয়ন	
	(I) অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	
	(II) বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	
	(ঙ) ছুটি ও অন্যান্য আবেদন মঞ্জুর	
	(চ) অভিযোগ ও তদন্ত	
	(ছ) উন্নয়নমূলক প্রকল্পসমূহ	
	৫.২ বাজেট অনুবিভাগের কার্যাবলী	
	(ক) বাজেট বরাদ্দ	
	(খ) প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন	
	৫.৩ প্রশাসন-২, অনুবিভাগের কার্যাবলী	
	(ক) নিবন্ধন অধিদপ্তর সংক্রান্ত প্রশাসনিক কার্যাবলী	
	(খ) নিকাহ্ রেজিস্ট্রার ও হিন্দু বিবাহ নিবন্ধক সংক্রান্ত কার্যাবলী	
	(গ) বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে গৃহীত ব্যবস্থা	
	(ঘ) নোটারী পাবলিক নিয়োগ সংক্রান্ত কার্যাবলী	
	(ঙ) চাকরি ও সুশাসন সংক্রান্ত ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ	
	৫.৪ মতামত অনুবিভাগের কার্যাবলী	
	৫.৫ সলিসিটর অনুবিভাগের কার্যাবলী	
	৫.৬ টেকসই উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যাবলী	
	৫.৭ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি	
	৫.৮ শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা	
	৫.৯ বঙ্গবন্ধু জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে গৃহিত কার্যক্রম	
	৫.১০ আইসিটি সেল	
৬.	নিবন্ধন অধিদপ্তর	
৭.	বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন	
৮.	বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট	
৯.	মহাপ্রশাসক, সরকারী অছি এবং সরকারী রিসিভার	
১০.	জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা	
১১.	আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল	
১২.	অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়	
১৩.	বাংলাদেশ বার কাউন্সিল	

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

আইন ও বিচার বিভাগের ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের এক বছরের প্রতিবেদনে আইন ও বিচার বিভাগের প্রতিষ্ঠা, কার্যাবলী, সাংগঠনিক কাঠামো, বিদ্যমান জনবল, এ বিভাগের সংযুক্ত এবং অধিনস্থ দপ্তর/অধিদপ্তর/ পরিদপ্তর/সংস্থা/ অনুবিভাগ এর কার্যাবলী এবং এ বিভাগের আওতাধীন বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্যাদি উপস্থাপিত হয়েছে।

২। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের Rules of Bussiness, 1996 এর Schedule-I (Allocation of Bussiess Among the Different Ministries and Divisions)-এ আইন ও বিচার বিভাগ এর দায়িত্ব ও কার্যাবলী বিবৃত হয়েছে। আইন ও বিচার বিভাগের সার্বিক কার্যক্রমের মূল লক্ষ্যসমূহ হলো : (ক) দেশে ন্যায়বিচার ও আইনের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করা; (খ) বিচার প্রার্থী জনগণের দুর্ভোগ লাঘবের লক্ষ্যে এবং বিদ্যমান মামলাজট নিরসনে পর্যাপ্ত সংখ্যক বিচারক নিয়োগ, পদ সৃজন, পদোন্নতি ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা; (গ) জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার কার্যক্রমের মাধ্যমে অসহায়, দরিদ্র এবং অসচ্ছল বিচার প্রার্থী জনগণ-কে আইনগত সহায়তা প্রদান; (ঘ) অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে বিচারিক সেবা সুনিশ্চিত করা; (ঙ) এই বিভাগের আইসিটি সেলের মাধ্যমে যাবতীয় কার্যক্রম তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির আওতাধীন করা; (চ) মতামত অনুবিভাগের কার্যক্রমের মাধ্যমে সকল মন্ত্রনালয়/বিভাগ/সরকারী সংস্থা-কে আইনগত মতামত প্রদান এবং (ছ) সলিসিটর অনুবিভাগের কার্যক্রমের মাধ্যমে মোকদ্দমায় সরকার পক্ষে মোকদ্দমা পরিচালনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর বা স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক প্রেরিত মোকদ্দমা থেকে উদ্ভূত আইনগত বিষয়ে পরামর্শ প্রদান এবং সরকারী আইন কর্মকর্তা নিয়োগ।

৩। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট ও রংপুর বিভাগে ৭টি মানবপাচার ট্রাইব্যুনাল বিগত ২৮/০১/২০২০ খ্রিঃ তারিখে সৃজন করা হয়। বিগত ০৯/০২/২০২০ খ্রিঃ তারিখে গাজীপুর ও রংপুর মহানগরীতে ২(দুই) টি মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত সৃজন করা হয়েছে। বিগত ০৩/০৩/২০২০ খ্রিঃ তারিখে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট ও রংপুর বিভাগে ৭টি সাইবার ট্রাইব্যুনাল সৃজন করা হয়েছে। বিগত ১৮/৩/২০২০ খ্রিঃ তারিখে চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নড়াইল, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, ঝালকাঠি ও পঞ্চগড় জেলায় ৬টি নারী শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল সৃজন করা হয়েছে। বিগত ০২/০৭/২০২০ খ্রিঃ তারিখে পটুয়াখালী জেলার রাঙ্গাবালীতে ১টি সহকারী জজ আদালত সৃজন করা হয়েছে। বিগত ৩০/৬/২০২০ খ্রিঃ তারিখে জাতীয় আইনগত সহায়তা সংস্থার কল সেন্টারের জন্য ৬ (ছয়)টি আইন কর্মকর্তার পদসহ ৮(আট)টি পদ সৃজন করা হয়েছে।

৪। বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন কর্তৃক বিজেএস পরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যাচে ধারাবাহিকভাবে সহকারী জজ নিয়োগ, বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস নিয়োগ বিধিমালার সংশ্লিষ্ট বিধি ও বয়সসীমা শিথিল করে অতিরিক্ত জেলা জজ ও যুগ্ম জেলা জজ পদে পদোন্নতির মাধ্যমে শুন্য পদ পূরণ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীর পদ সৃজন এবং বিভিন্ন ক্যাটাগরির পদ স্থায়ী করা হয়েছে। তাছাড়া বিগত ২০১৯-২০২০ সালে সারা দেশের বিভিন্ন পর্যায়ে আদালতসমূহে কর্মকর্তা-কর্মচারীর পদ সৃজন করা হয়েছে। ২০১৯-২০২০অর্থ বছরে সর্বমোট ১০২ জন সহকারী জজকে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের সুপারিশ মতে চূড়ান্ত নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

৫। আদালতের অবকাঠামোগত উন্নয়ন নিশ্চিত করার স্বার্থে সারাদেশে বহুতল বিশিষ্ট চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ এবং ২৮টি জেলা জজ আদালত ভবনের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণের কাজ এগিয়ে চলছে। উল্লেখ্য যে, এ প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ২৬টি জেলায় সিজেএম আদালত ভবন উদ্বোধন করা হয়েছে। প্রকল্পটিতে মোট ৪২টি জেলায় সিজেএম আদালত ভবন নির্মাণ করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। দ্রুত অবকাঠামো নির্মাণপূর্বক স্থান সংকুলান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত এই বিভাগের পক্ষে প্রকল্পের অগ্রগতি মনিটরিং করা হচ্ছে।

৬। বাজেট ও উন্নয়ন অনুবিভাগ এই বিভাগ এবং এর অধীনস্থ দপ্তর/পরিদপ্তর/আদালত/ ট্রাইব্যুনালের বাজেট প্রস্তুত ও বাজেট ছাড়করণ করে থাকে। বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট এর হাইকোর্ট বিভাগ ও আপীল বিভাগ, অ্যাটর্নি জেনারেল অফিস, বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন এর পদ সৃজন, পদের মেয়াদ বৃদ্ধি, পদ স্থায়ীকরণ এবং অনুন্নয়ন কর্মসূচি এর আওতায় অবকাঠামোগত উন্নয়ন এই শাখা হতে সম্পন্ন হয়ে থাকে।

৭। সলিসিটর অনুবিভাগ এই বিভাগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অনুবিভাগ। এই অনুবিভাগের কার্যক্রমের মাধ্যমে মোকদ্দমায় সরকার পক্ষে মোকদ্দমা পরিচালনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর বা স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক প্রেরিত মোকদ্দমা থেকে উদ্ভূত আইনগত বিষয়ে পরামর্শ প্রদান এবং সরকার পক্ষে মোকদ্দমা পরিচালনার জন্য সরকারী আইন কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করা হয়ে থাকে।

৮। বাংলাদেশ তথা উপমহাদেশে হস্তান্তরিত সম্পত্তির মালিকানা নিরুপিত হয় নিবন্ধীকৃত দলিলের ভিত্তিতে। স্বত্বের মামলার বিচারের ক্ষেত্রে দেশের নিম্ন আদালত হতে উচ্চতর আদালত পর্যন্ত নিবন্ধীকৃত দলিলকে প্রামাণ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। দলিল রেজিষ্ট্রেশনের কার্যক্রম আইন ও বিচার বিভাগের অধীন নিবন্ধন পরিদপ্তর কর্তৃক ১৯০৮খ্রিঃ সালের রেজিষ্ট্রেশন আইনের বিধিবিধান অনুসরণ করে নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে থাকে। বর্তমানে ৬১টি জেলায় (৩টি পার্বত্য জেলা ব্যতীত) নিবন্ধন অধিদপ্তরের অধীন ৬১টি জেলা রেজিস্ট্রারের পদ অনুমোদিত আছে। সমগ্র দেশে উপজেলা ভিত্তিক সাব- রেজিস্ট্রী অফিসের জন্য অনুমোদিত সাব-রেজিস্ট্রার পদের সংখ্যা ৪৯৩ টি। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের সময়ে ভূমি রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া সহজীকরণ এবং এ প্রক্রিয়ায় ব্যয়িত সময় ও রেজিস্ট্রেশন ব্যয় হ্রাস ও সকল প্রকার কর ও ফি একই পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বিগত ২৬/১২/২০১৯ খ্রিঃ তারিখ হতে স্ট্যাম্প শুল্ক ৩% হতে হ্রাস করে ১.৫% এবং রেজিষ্ট্রেশন ফি ২% হতে হ্রাস করে ১% করে প্রজ্ঞাপন জারী করা হয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ২৫,৫৩,২৭৫ (পঁচিশ লক্ষ তেপান্ন হাজার দুইশত পঁচাত্তুর) টি দলিল নিবন্ধন কার্য সম্পন্ন হয়েছে এবং ৭৮ ৪৮ ১২ ০৩ ৫৯১ (সাত হাজার আটশত আটচল্লিশ কোটি বার লক্ষ তিনহাজার পাঁচশত একানব্বই টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছে। তাছাড়া দেশের বিভিন্ন জেলায় জেলা রেজিস্ট্রার ও সাব-রেজিস্ট্রি অফিস ভবন নির্মাণ। ২য় পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১৪টি জেলা রেজিস্ট্রার ভবন, ৫৬টি সাব-রেজিস্ট্রার নির্মাণ ও ৪০টি সাব-রেজিস্ট্রার ভবনের জন্য ভূমি অফিস করা হবে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ১২টি সাব-রেজিস্ট্রার অফিস ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।

৯। The International Crimes (Tribunals) Act, 1973 (Act No. XIX of 1973) এর ৬ ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকার গত ২৫/০৩/২০১০ ইং তারিখে একজন চেয়ারম্যান ও দুইজন সদস্যের সমন্বয়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করে। পরবর্তীতে ২২/০৩/২০১২ ইং তারিখে আরও একটি ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত (৩১/১২/২০১৫ইং তারিখ পর্যন্ত) ২৬টি মামলা নিস্পত্তি করা হয়েছে এবং বর্তমানে ৩৫(বিডি কেস ২৯টি, মিস কেস ৬টি) মামলা বিচারাধীন রয়েছে। এ পর্যন্ত ৬টি মামলায় প্রদত্ত মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হয়েছে।

১০। জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের আওতাধীন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। এ সংস্থার মূল কাজ হলো আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়-সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার পেতে অসমর্থ বিচারপ্রার্থী জনগণকে আইনগত সহায়তা প্রদান করা। কেন্দ্রীয়ভাবে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা ছাড়াও প্রতিটি জেলায় জেলা আইনগত সহায়তা প্রদান কমিটি, প্রতিটি উপজেলায় উপজেলা আইনগত সহায়তা প্রদান কমিটি এবং প্রতিটি ইউনিয়নে ইউনিয়ন আইনগত সহায়তা প্রদান কমিটি গঠন করা হয়েছে। বর্ণিত কমিটিসমূহ আইনগত সহায়তা প্রাপ্তির জন্য দরখাস্তকারীগণের নিকট হতে প্রাপ্ত আবেদনপত্রসমূহ যাচাই-বাছাই পূর্বক উপযুক্ত আবেদনকারীগণকে আইনগত সহায়তা প্রাপ্তির উপযুক্ত হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন। তাছাড়া জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা সরকারি আইনি সেবা সহ হটলাইন সার্ভিস ও শ্রমিক আইন সহায়তা সেলের মাধ্যমে সর্বাত্মক আইনগত সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে। ২০০৯ সাল হতে এ সংস্থার মাধ্যমে সর্বমোট ৫,৩২,২০০ (পাঁচ লক্ষ বত্রিশ হাজার দুইতশ) জন বিচারপ্রার্থীকে আইনগত সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

১১। বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ১৯৯৫ সনে প্রতিষ্ঠিত আইন,বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি বিধিবদ্ধ সরকারী প্রতিষ্ঠান। এই ইনস্টিটিউট বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সরকারী কৌশুলীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের পেশাগত মানোন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। অধিকন্তু, ইনস্টিটিউট-কে আরো আধুনিক ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

১২। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের Rules of Bussiness, 1996 অনুযায়ী আইন ও বিচার বিভাগ তার উপর ন্যস্ত দায়িত্ব ও কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য ক্রমাগত কাজ করে যাচ্ছে। বিশ্বায়ন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং আধুনিক বিচার ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আইন ও বিচার বিভাগ ভবিষ্যতে তার গঠন ও কার্যাবলী যুগোপযোগী করে সহজে ও সুলভে বিচার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে জনগণের প্রত্যাশা পূরণে সক্ষম হবে।

২. আইন ও বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা

বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য নেতৃত্বে দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের জনগণ স্বাধীনতা লাভ করে। অতঃপর একটি কল্যাণকর রাষ্ট্র কাঠামো গঠন ও আইনের শাসন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সাথে বিচার প্রশাসনের কল্যাণার্থে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়।

১৯৯০ পরবর্তী গণতান্ত্রিক অভিযাত্রায় একটি যোগ্য ও দক্ষ বিচার প্রশাসন প্রতিষ্ঠা এবং তা স্থায়ীকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে ক্ষমতায় থাকাকালে তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক ইচ্ছায় আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক উইং গঠন করা হয় এবং উক্ত উইংকে বিচার প্রশাসন হতে পৃথক করা হয়।

সময়ের সাথে সাথে বিচার প্রশাসনের পরিধি ও কার্যক্ষেত্র বৃদ্ধি পাওয়ায় সুশাসন ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ আইন ও বিচার বিভাগ গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। বিগত ২০০৮-২০১৩ মেয়াদের মহাজোট সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর আইনের শাসন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার সুবিধার্থে বিগত ২৭ মে ২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সভায় আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো পুনঃবিন্যস্ত করে আইন ও বিচার বিভাগ (Law and Justice Division) এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ (Legislative and Parliamentary Affairs Division) সৃজনের প্রস্তাবে সর্বসম্মত সুপারিশ গৃহিত হয়। উক্ত সুপারিশের প্রেক্ষিতে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রস্তাবিত আইন ও বিচার বিভাগ এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ২৩ ডিসেম্বর ২০০৯ তারিখে Rules of Business ও Allocation of Business Among the Different Ministries and Divisions সংশোধন ও পুর্নগঠন করে আইন ও বিচার বিভাগ এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ নামে এ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ০২ (দুই) টি পূর্ণাঙ্গ বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়।

এ বিভাগ প্রতিষ্ঠার পর এর কর্মকান্ড ও দায়িত্ব ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়ায় এর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবল সৃষ্টির ধারাবাহিকতা অনস্বীকার্য। সে লক্ষ্যে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার আইন ও বিচার বিভাগের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে।

৩. আইন ও বিচার বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো ঃ

৩.১ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী

জনাব আনিসুল হক, এম.পি, মাননীয় মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

৩.২ আইন ও বিচার বিভাগের জনবল

এ বিভাগের সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন জনাব মোঃ গোলাম সারওয়ার। তাছাড়া এ বিভাগের মোট অনুমোদিত জনবল ২২০ জন যার মধ্যে প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা ৪০ জন, দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা ৫০ জন, তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী ৪৮ জন এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী ৩৮ জন।

৩.৩ আইন ও বিচার বিভাগের সংযুক্ত/অধিনস্থ অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, সংস্থাসমূহের নামঃ

১. বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট।
২. নিবন্ধন অধিদপ্তর, ১৪ আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।
৩. সরকারী অছি ও সরকারী রিসিভার, ৭৯/১, কাকরাইল, ঢাকা।
৪. বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়, ১৫ কলেজ রোড, ঢাকা।
৫. বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ১৫ কলেজ রোড, ঢাকা।
৬. আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল, পুরাতন হাইকোর্ট ভবন, ঢাকা।
৭. জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা, ১৪৫ নিউ বেইলী রোড, ঢাকা
৮. অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়, সুপ্রীম কোর্ট প্রাঙ্গণ, ঢাকা।
৯. বাংলাদেশ বার কাউন্সিল।
১০. রাজস্ব আদালত ব্যতীত বাংলাদেশের সকল আদালত ও ট্রাইব্যুনাল।

৪. আইন ও বিচার বিভাগের কার্যাবলীঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের Rules of Business, 1996 এর তফসিল-১ (Allocation of Business Among the Different Ministries and Divisions) অনুযায়ী আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে বন্টনকৃত দায়িত্বাবলীর মধ্যে আইন ও বিচার বিভাগকে যে সকল দায়িত্ব পালন করতে হয় তা সংক্ষেপে নিম্নরূপ-

- বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট এবং অধঃস্তন আদালত ও ট্রাইব্যুনালসমূহের প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পাদন।
- বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের বিচারকদের নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলী নির্ধারণ।
- অধঃস্তন আদালতে বিচারক নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি ও তাদের কর্মের শর্তাবলী নির্ধারণ।
- অ্যাটর্নি জেনারেল, অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল, ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল, সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল, সরকারী কৌসুলী, পাবলিক প্রসিকিউটর নিয়োগ এবং সংবিধিবদ্ধ সংস্থাসমূহের আইন উপদেষ্টাগণের নিয়োগ ও তাদের কর্মের শর্তাবলী নির্ধারণ।
- বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, অ্যাটর্নি জেনারেলের দপ্তর, রেজিস্ট্রেশন অধিদপ্তর এবং এডমিনিস্ট্রেটর জেনারেল এন্ড অফিসিয়াল ট্রাস্টি দপ্তরসমূহের প্রশাসন সম্পৃক্ত কার্যাদি সম্পাদন।
- নোটারী পাবলিক এবং নিকাহ্ রেজিস্ট্রার নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ।
- আদালত ও ট্রাইব্যুনালসমূহের জুডিসিয়াল স্ট্যাম্প, কোর্ট ফি ও স্ট্যাম্প ডিউটি আদায়।
- এডমিনিস্ট্রেটর জেনারেল এন্ড অফিসিয়াল ট্রাস্টি ও অফিসিয়াল রিসিভার নিয়োগ এবং তাদের কর্মের শর্তাবলী নির্ধারণ।
- অ্যাটর্নি জেনারেলের দপ্তরের সাথে প্রশাসনিক সম্পৃক্ততা।
- আইন ও বিচার বিভাগের প্রশাসনাধীন সকল আইন নিয়ন্ত্রণ।
- বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস সংক্রান্ত বিষয়াদি।
- রাজস্ব আদালত ব্যতিত সকল আদালত ও ট্রাইব্যুনাল সৃষ্টি এবং আদালতসমূহের এখতিয়ার ও ক্ষমতা সংক্রান্ত বিষয়াদি।
- বিচার প্রশাসন।
- আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়-সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার প্রাপ্তিতে অসমর্থ বিচার প্রার্থীকে আইনগত পরামর্শ প্রদান, আইজীবীদের ফিস প্রদান ও মামলার খরচ প্রদানসহ অন্য যে কোন সহায়তা প্রদান।
- সরকার পক্ষে বা সরকারের বিপক্ষে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট বা প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনালে যে কোন আপীল দায়ের/দায়েরকৃত আপীলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।
- এই বিভাগের সাথে সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ এবং অন্যান্য দেশের সাথে সম্পাদিত আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং আন্তর্জাতিক আইনগত বিষয়াদি সংক্রান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ।
- বিচার ও আইনগত বিষয়ে অন্যান্য দেশের সাথে সম্পাদিত কনভেনশনসহ আন্তর্জাতিক আদালত সংক্রান্ত বিষয়াদি এবং নারী ও শিশু পাচার রোধ, অশ্লীল প্রকাশনা বন্ধ, অপরাধ দমন ও অপরাধীদের সঙ্গে আচরণ ইত্যাদি বিষয়ে জাতিসংঘ কর্তৃক প্রেরিত রেফারেন্স সম্পর্কিত ব্যবস্থা গ্রহণ।
- আইনগত ও সাংবিধানিক এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইনের যে কোন ব্যাখ্যার বিষয়ে যে কোন প্রশ্ন সম্পর্কে মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও দপ্তরসমূহকে আইনগত পরামর্শ প্রদান।
- অন্যান্য রাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে বিচার বিভাগীয় ও আইনগত বিষয়ে চুক্তি সম্পাদন ও যোগাযোগ রক্ষা।
- দেওয়ানী মামলার সমন ও ডিক্রি জারী, ভরণ-পোষণের আদেশ বলবৎকরণ এবং বাংলাদেশে মৃত বিদেশী নাগরিকগণের সম্পত্তি পরিচালনার জন্য বৈদেশিক রাষ্ট্রসমূহের সাথে পারস্পরিক চুক্তি সম্পাদন।
- বিচার ও আইনগত বিষয়ে তদন্ত সম্পাদন এবং পরিসংখ্যান সংরক্ষণ।
- আইন মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ এবং স্থায়ী কমিটির চাহিতমতে মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কর্মকান্ড সংক্রান্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন।

,

৫. আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত কাজের বিবরণঃ

৫.১ প্রশাসন-১ অনুবিভাগের কার্যাবলী ঃ

(ক) উচ্চ আদালতে বিচারক নিয়োগঃ

এ বিভাগের বিচার শাখা-৪ হতে উচ্চ আদালতে বিচারক নিয়োগ, তাঁদের ছুটি মঞ্জুর, পেনশন আনুতোষিক ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধাদি মঞ্জুর সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পন্ন হয়ে থাকে। ২০১৯-২০২০ সালে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে নিয়োগকৃত বিচারপতিগণঃ

ক্রমিক নং	প্রজ্ঞাপনের তারিখ	বিচারপতির বিবরণ	বিচারপতির সংখ্যা	হাইকোর্ট বিভাগ/আপীল বিভাগ
১	২০ অক্টোবর, ২০১৯	অতিরিক্ত বিচারক	৯ (নয়) জন	হাইকোর্ট বিভাগ
২	২৯ মে, ২০২০	স্থায়ী বিচারক	১৮ (আঠার)জন	হাইকোর্ট বিভাগ

(খ) অধঃস্তন আদালত পর্যায়ে আদালত (গঠন) ও পদ সৃজন ঃ

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট ও রংপুর বিভাগে ৭(সাত) টি গাড়ী টিওএন্ডইভুক্তসহ ৭টি মানবপাচার ট্রাইব্যুনাল বিগত ২৮/০১/২০২০ খ্রিঃ তারিখে সৃজন করা হয়। বিগত ০৯/০২/২০২০ খ্রিঃ তারিখে গাজীপুর ও রংপুর মহানগরীতে ২(দুই) টি গাড়ী ও ২টি মাইক্রোবাস টিওএন্ডইভুক্তসহ ২(দুই) টি মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত সৃজন করা হয়েছে। বিগত ০৩/০৩/২০২০ খ্রিঃ তারিখে ০৭(সাত) টি গাড়ী টিওএন্ডইভুক্তসহ ঢাকা, চট্ট গ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট ও রংপুর বিভাগে ৭টি সাইবার ট্রাইব্যুনাল সৃজন করা হয়েছে। বিগত ১৮/৩/২০২০ খ্রিঃ তারিখে ৬(ছয়)টি গাড়ী টিওএন্ডইভুক্তসহ চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নড়াইল, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, ঝালকাঠি ও পঞ্চগড় জেলায় ৬টি নারী শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল সৃজন করা হয়েছে। বিগত ০২/০৭/২০২০ খ্রিঃ তারিখে পটুয়াখালী জেলার রাঙ্গাবালীতে ১টি সহকারী জজ আদালত সৃজন করা হয়েছে। তাছাড়া, বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের ৩(তিন)টি পরিচালকের পদের বিপরীতে ৩(তিন)টি টিওএন্ডইভুক্তসহ ৩(তিন)টি গাড়ী চালকের পদ ও বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনে ১(এক)টি গাড়ীচালকের পদ রাজস্বখাতে সৃজন করা হয়েছে। বিগত ৩০/৬/২০২০ খ্রিঃ তারিখে জাতীয় আইনগত সহায়তা সংস্থার কল সেন্টারের জন্য ৬ (ছয়)টি আইন কর্মকর্তার পদসহ ৮(আট)টি পদ সৃজন করা হয়েছে।

(গ) নিয়োগ ও পদোন্নতি ঃ

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে মোট ১০২ (একশত দুই) জন সহকারী জজকে চূড়ান্তভাবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তাছাড়া, অধঃস্তন আদালতের বিচারকদের মধ্য হতে নিম্নে উল্লিখিত মতে বিভিন্ন পর্যায়ের বিচারকগণকে পদোন্নতি প্রদান করা হয় ঃ

ক্রমিক নং	পদোন্নতিকৃত পদ	সংখ্যা
১।	সিনিয়র সহকারী জজ/সমপর্যায়ের পদ	৭৭ জন
২।	যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ	২০৯ জন
৩।	অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ	৮৩ জন
৪।	জেলা ও দায়রা জজ	৩৪ জন
	সর্বমোট=	৪০৩ জন

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে মোট ৮৬জন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তার চাকরি স্থায়ী করা হয়।

(ঘ) মানবসম্পদ উন্নয়ন ঃ-

দেশে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং আইনের শাসন বলবৎ করার লক্ষ্যে দক্ষ এবং যোগ্য বিচারিক কর্মকর্তার চাহিদা অনস্বীকার্য। সে লক্ষ্যে বিচার প্রশাসনে দক্ষ জনবল সৃষ্টির জন্য ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে সরকার বিচারকর্মে নিয়োজিত বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের সকল বিচারকগণকে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। উক্ত

কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে সকল পর্যায়ের বিচারকদের জন্য আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ মডিউল প্রণয়ন করা হয়েছে। তাছাড়া, **"অধঃস্তন আদালত ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণে আইন ও বিচার বিভাগে সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ"** প্রকল্পের আওতায় অষ্ট্রেলিয়ার সিডনী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগে সমঝোতা চুক্তির মাধ্যমে বিচারকগণকে উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশাপাশি বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি ও মামলাজট নিরসনের জন্য জাইকার অর্থায়নে জাপানে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। একই সাথে সুশাসন ও চাকরি সংক্রান্ত বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আইন ও বিচার বিভাগের সকল পর্যায়ের প্রত্যেক কর্মকর্তা কর্মচারীর জন্য ৬০ (ষাট) জনঘন্টা করে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে এ বিভাগ হতে বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের সংখ্যা ও প্রশিক্ষণের বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

I. অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

বিচার প্রশাসন ইন্সটিটিউটের মাধ্যমে নিম্নে উল্লিখিত বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস- এর বিভিন্ন পর্যায়ের ৩০৯জন সদস্য এবং ৫৯জন বিজ্ঞ পাবলিক প্রসিকিউটর/সরকারী কৌশুলীকে বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণসমূহের মধ্যে ৪০তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সটির কিছু অংশ বিদ্যমান কোভিড মহামারীজনিত পরিস্থিতির কারণে অন-লাইনে জুম ভার্চুয়াল ট্রেনিং পদ্ধতি ব্যবহার করে পরিচালিত হয়েছে। যা আইন ও বিচার বিভাগ ও বিচার প্রশাসন ইন্সটিটিউটের জন্য প্রথম অন-লাইন প্রশিক্ষণ।

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণার্থীদের বিবরণ	প্রশিক্ষণের বিষয়	সংখ্যা	তারিখ
১।	যুগ্ম-জেলা ও দায়রা জজ (সমপর্যায়ের কর্মকর্তা)	১৪২তম রিফ্রেসার কোর্স	৪০ জন	৩০/৬/২০১৯-০৪/০৭/২০১৯
২।	বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা	টিওটি কোর্স	২৪ জন	০২/০৭/২০১৯-০৩/০৭/২০১৯
৩।	সিনিয়র সহকারী জজ ও যুগ্ম-জেলা জজ	মেডিয়েশন (এডিআর) বিষয়ক	৩০ জন	১৪/৭/২০১৯-১৮/৭/২০১৯
৪।	পাবলিক প্রসিকিউটর	সন্ত্রাস দমন ও মানি লন্ডারিং সংক্রান্ত আইন	২৩ জন	০৬/০৯/২০১৯-০৭/০৯/২০১৯
৫।	সহকারী জজ ও সমমর্যাদা সম্পন্ন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা	মেডিয়েশন (এডিআর) বিষয়ক	৪৫ জন	০৩/১১/২০১৯-০৫/১১/২০১৯
৬।	জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার	রেস্টোরেটিভ জাস্টিস	২৮ জন	২৯/১০/২০১৯-৩০/১০/২০১৯
৭।	জেলা জজ ও সমমর্যাদা সম্পন্ন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা	বেঞ্চবুক বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২৫জন	২৩/১১/২০১৯
৮।	পাবলিক প্রসিকিউটর/সরকারী কৌশুলী	২১তম বিশেষ প্রশিক্ষণ	৩৬জন	০৩/০১/২০১৯-০৫/০১/২০১৯
৯।	সহকারী জজ ও সমমর্যাদা সম্পন্ন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা	৪০তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ	৪৪জন	০১/০১/২০২০-৩০/০৪/২০২০
১০।	বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা	সন্ত্রাসে অর্থায়ন, মানিলন্ডারিং ও সাইবার ক্রাইম	৪০জন	২০/০২/২০২০
১১।	বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা	১১৯তম, ১২০তম, ১২১ তম ও ১২২তম সার্ভে এন্ড সেটেলম্যান্ট প্রশিক্ষণ কোর্স	৭৯ জন	
১২।	বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা	৭৪তম ও ৭৫তম মিলিটারী ও ওরিয়েন্টেশন ট্রেনিং কোর্স	৩৪জন	
১৩।	বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা	অন্যান্য অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ/সেমিনার/ওয়ার্কশপ	৫০জন	

II. বৈদেশিক প্রশিক্ষণ

বিচার ও বিচার বিভাগ হতে "অধঃস্তন আদালত ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণে আইন ও বিচার বিভাগে সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ" প্রকল্পের আওতায় ০৩টি কোর্সে মোট ৭৩জন, জাইকার অর্থায়নে জাপানে ১৫জন, চীন রিপাবলিকে ০২জন এবং এনসিএসসি- এর সহযোগীতায় ১০জন কর্মকর্তা বিভিন্ন বৈদেশিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণার্থীদের বিবরণ	প্রশিক্ষণের বিষয়	সংখ্যা	স্থান
১।	বিভিন্ন পর্যায়ের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা	"অধঃস্তন আদালত ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণে আইন ও বিচার বিভাগে সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ"	৭৩ জন	সিডনী, অষ্ট্রেলিয়া
২।	বিভিন্ন পর্যায়ের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা	মামলা ব্যবস্থাপনা	৭৮ জন	ভারত
৩।	বিভিন্ন পর্যায়ের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা	মামলা ব্যবস্থাপনা ও এডিআর	১৫ জন	টোকিও, জাপান
৪।	জেলা জজ পর্যায়ের কর্মকর্তা	স্ট্র্যান্দেনিং রুল অব ল প্রোগ্রাম, এনসিএসসি	৬জন	প্রাগ, চেকোস্লোভাকিয়া
৫।	বিভিন্ন পর্যায়ের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা	ইন্টারন্যাশনাল অরগানাইজেশন অব জুডিসিয়াল ট্রেনিং	৪জন	কেপটাউন, দক্ষিণ আফ্রিকা

(ঙ) ছুটি মঞ্জুর ঃ

২০১৯-২০ অর্থ বছরে নিম্নে বর্ণিত বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা ও এ বিভাগে কর্মরত/কর্মচারীদের বিভিন্ন প্রকার ছুটি মঞ্জুর করা হয়েছে। অ্যাটর্ণি জেনারেল অফিস এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে কর্মরত আইন কর্মকর্তাগণের বহিঃবাংলাদেশ ছুটিও এ বিভাগ হতে মঞ্জুর করা হয়। এ অর্থ বছরে মঞ্জুরকৃত ছুটির বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

ক্রমিক নং	ছুটির বিবরণ	সংখ্যা
১।	বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের অবকাশ ছুটি/ভাতা মঞ্জুর	৪৫০ জন
২।	বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের শ্রান্তি বিনোদন ছুটি/ভাতা মঞ্জুর	৩০৯ জন
৩।	বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের অর্জিত ছুটি মঞ্জুর	২৬৩ জন
৪।	বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের শিক্ষা ছুটি/ প্রেষন মঞ্জুর	২০ জন
৫।	মাতৃত্বকালীন ছুটি মঞ্জুর	৪৩ জন
৬।	বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের বহিঃবাংলাদেশ ছুটি মঞ্জুর	২৪২ জন
৭।	আদালত অবকাশকালীন সময়ে বিদেশ ভ্রমণের অনুমতি প্রদান	১৮০ জন
৮।	অবসর-উত্তর ছুটি মঞ্জুর	৩১ জন
৯।	এ বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারী বহিঃবাংলাদেশ ছুটি মঞ্জুর	২২ জন
১০	অ্যাটর্ণি জেনারেল অফিস/আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে কর্মরত আইন কর্মকর্তাগণের বহিঃবাংলাদেশ ছুটি মঞ্জুর	১০৭ জন

অন্যান্য আবেদন মঞ্জুর ঃ-

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ২০৪ জন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের পাসপোর্ট গ্রহণ/নবায়নে অনাপত্তি প্রদান করা হয়। বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের জমি/গাড়ী ক্রয় সংক্রান্ত ১৯ টি আবেদন মঞ্জুর করা হয়। বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে উচ্চ শিক্ষার আবেদন/বই প্রকাশ/বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে শিক্ষকতা, পরীক্ষার ভাতা মূল্যায়ণের অনুমতি প্রদান করা হয় ১৮টি। বিভিন্ন নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল ও নির্বাচনী আপিল ট্রাইব্যুনালে কর্মকর্তা হিসেবে ১৬জনকে মনোনয়ন দেয়া হয়। নির্বাচনী তদন্ত কমিটিতে ০৬জন কর্মকর্তাকে মনোনয়ন দেয়া হয়। দেওয়ানী আদালত অবকাশকালীন সময়ে ৬৯ জন ভেকেশন জজ নিয়োগ করা হয়েছে এবং ১১৯ জন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তার অবকাশ ভাতা মঞ্জুর করা হয়েছে।

(চ) অভিযোগ ও তদন্ত ঃ

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিচার বিভাগ-কে দূর্নীতি মুক্ত এবং জনগণের ন্যায় বিচার নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে এবং বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ সমূহ দ্রুত ও সঠিকভাবে তদন্ত করে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ব্যবস্থাসমূহ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	গৃহিত ব্যবস্থা	সংখ্যা
১।	বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি	৬টি
২।	অভিযোগ নিষ্পত্তি	২৬টি
৩।	অভিযোগের প্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা তলব	১০টি
৪।	সুপ্রীমকোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা নিয়োগ	৮জন
৫।	সুপ্রীমকোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ	৫জন

(ছ)) আইন ও বিচার বিভাগের উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ ঃ

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে আইন ও বিচার বিভাগের বিভিন্ন প্রকল্পের অর্জিত সাফল্যের কার্যক্রম নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ-

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম, মেয়াদকাল ও ব্যয়	বিবরণ	সাফল্যের/অগ্রগতির হার
১।	‘‘বাংলাদেশের ৬৪ জেলা সদরে চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন সমূহের নির্মাণ (১ম পর্যায়) দ্বিতীয় সংশোধিত’’ প্রকল্প। প্রকল্প ব্যয় ২৪৬৫৭৭.৮১ প্রকল্প মেয়াদ কাল ঃ জুলাই, ২০০৯ হতে জুন, ২০১২	এ প্রকল্প ৪২টি জেলায় সিজেএম আদালত ভবন নির্মিত হবে এবং ২২টি জেলায় সিজেএম আদালত ভবন নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ করা হবে। ২৬ জেলায় ভবন সিজেএম উদ্বোধন করা হয়েছে। নেত্রকোনা জেলায় বিএডিসির সাথে ভূমি এওয়াজ বদলসম্পন্ন না হওয়ায় ভবন নির্মাণ শুরু করা যায়নি। পিরোজপুর জেলায় দরপত্র সংক্রান্ত রিট থাকায় ভবন নির্মাণ শুরু করতে বিলম্ব হয়েছে।	সমগ্র প্রকল্পের প্রায় ৮৫%
২।	‘‘দেশের বিভিন্ন জেলায় জেলা রেজিষ্ট্রি ও সাব-রেজিষ্ট্রি অফিস ভবন নির্মাণ (২য় পর্যায়)’’ শীর্ষক প্রকল্প। প্রকল্প ব্যয় ৩২৬০৭.০৪ প্রকল্প মেয়াদকাল ঃ জানুয়ারী ২০১৭ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত	এ প্রকল্পের আওতায় ১৪টি জেলা রেজিস্ট্রি অফিস ভবন, ৫৮টি সাব-রেজিস্ট্রি অফিস ভবন নির্মাণ এবং ৪০টি সাব-রেজিস্ট্রি অফিস ভবন নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণ করা হবে। ২০১৯-২০২০ পর্যন্ত ১২টি সাব-রেজিস্ট্রি অফিস ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। নির্মাণ কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক।	সমগ্র প্রকল্পের ব্যয় ৭০%
৩।	‘‘অধঃস্তন আদালত ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণের আইন ও বিচার বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ’’ শীর্ষক প্রকল্প। প্রকল্প ব্যয় ঃ ৪৫৯৭.০০ লক্ষ টাকা	সুষ্ঠু দ্রুততা এবং দক্ষতার সাথে বিচার কার্য এবং বিচার ব্যবস্থাপনা পরিচালনাকে লক্ষ্য করে অধঃস্তন আদালতের বিচারগণকে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ এবং উচ্চ শিক্ষা প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। অধঃস্তন আদালত ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণে আইন ও বিচার বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকলপের মাধ্যমে এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে আগামী জুন ২০১২ সময়ের	সমগ্র প্রকল্পের ব্যয় ৬৫%

	প্রকল্প মেয়াদকাল ঃ জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০১২ পর্যন্ত	মধ্যে ৫৪০ জন বিচারককে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ও উচ্চ শিদা প্রদানের জন্য অষ্ট্রেলিয়ায় ওয়েস্টাণ সিডনী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হবে। ইতোমধ্যে ৩৮৩ জন কর্মকর্তাকে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।	
৪।	বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্টের সম্প্রসারণের লক্ষ্যে আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ নতুন ১২ তলা ভবন নির্মাণ) প্রকল্প। প্রকল্প ব্যয় ঃ ১৩৮০৪.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্প মেয়াদকাল ঃ আগষ্ট ২০১৭ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত	সুপ্রীমকোর্ট ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলে বিচারকদের এজলাসসহ অন্যান্য অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পাবে। ভবন নির্মিত হলে বিচারকগণকে পর্যাপ্ত পরিমাণ এজলাস প্রদান করা সম্ভ হবে। প্রকল্পের আওতায় সুপ্রীমকোর্টের সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১২ তলা ভবনের নির্মাণ কাজ দ্রুত গতিতে চলছে।	সমগ্র প্রকল্পের ব্যয় ৬০%
৫।	"বাংলাদেশ বার কাউন্সিল ভবনের বর্তমান জায়গায় ১৫ তলা ভবন নির্মাণ" প্রকল্প। প্রকল্প ব্যয় ঃ ১১৭৬৬.৩২ লক্ষ টাকা। প্রকল্প মেয়াদকাল ঃ জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত	প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ বার কাউন্সিল সম্প্রসাণের লক্ষ্যে ১৫ তলা ভবনের নির্মাণ কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। এ প্রকেল্পর মাধ্যমে দেশের আইনজীবিগণের লাইসেন্সিং এবং নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের জন্য একটি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় স্থান সংকুলান করা। আইনজীবীগণের বিচারের জন্য গঠিত পাঁচটি ট্রাইব্যুনালে সুষ্ঠুভাবে বিচারকার্য পরিচালনার জন্য দাপ্তরিক স্থান সংস্থানকরণ। বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের আইনজীবী এবং বিজ্ঞ বিচারকবৃন্দের জন্য সহায়ক কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ।	সমগ্র প্রকল্পের ব্যয় ৬০%
৬।	"স্ট্রেন্দেনিং ক্যাপাসিটি অব জুডিসিয়াল সিস্টেম ফর চাইল্ড প্রটেকসন ইন বাংলাদেশ " প্রকল্প। প্রকল্প ব্যয় ঃ ৯০৯.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্প মেয়াদকাল ঃ জানুযায়ী ২০১৮ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত	শিশু আইন, ২০১৩ সংশোধন করার কারণে প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করতে বিলম্ব হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৮টি বিভাগীয় শহরে প্রতিষ্ঠিত ১৬টি শিশু আদালতকে পরীক্ষামূলকভাবে শিশু আইন, ২০১৩ এর আদলে চালুকরণ। অধঃস্তন আদালতের বিচারক এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর সাথে সংশ্লিষ্টদের শিশু আইন, ২০১৩ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন ও বিধি এবং এতদ্বিষয়ে আইনগত সহায়তার ওপর জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি। শিশু আইন, ২০১৩ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, সংশ্লিষ্টদের বিভিন্ন সেক্টরে বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান, সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের এতদসংক্রান্ত কারিকুলাম উন্নয়নে সহায়তা প্রদান। শিশু আইন, ২০১৩ এর প্রয়োগ বিষয়ে মনিটরিং এর জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিচারিক কর্মকর্তা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহ এবং প্রবেশন অফিসারদের মধ্যে সমন্বয় ও রিপোর্ট প্রদানের কৌশল প্রতিষ্ঠা। ইতোমধ্যে ৫টি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত	সমগ্র প্রকল্পের ব্যয় ২০%

		প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিচারক, আইনজীবী, প্রবেশন কর্মকর্তা, পুলিশ কর্মকর্তা শিশু আইন, ২০১৩ বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। এ প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ২টি ওয়ার্কসপ, ৩টি প্রশিক্ষণ, ১টি (টিওটি) প্রশিক্ষণদের প্রশিক্ষণ।	

৫.২ বাজেট অনুবিভাগের কাজ ঃ

(ক) বাজেট অনুবিভাগ আইন ও বিচার বিভাগ এবং এর অধীনস্থ দপ্তর/পরিদপ্তর/আদালত/ ট্রাইব্যুনালের বাজেট প্রস্তুত ও বাজেট ছাড়করণ করে থাকে। বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ও আপীল বিভাগ এবং হাইকোর্ট বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের পদ সৃজন, পদের মেয়াদ বৃদ্ধি, পদ স্থায়ীকরণ, অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের পদ সৃজন, পদের মেয়াদ বৃদ্ধি ও স্থায়ীকরণ, বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এর পদ সৃজন, পদের মেয়াদ বৃদ্ধি ও স্থায়ীকরণ সংক্রান্ত কাজ এ বিভাগের কর্মপরিধিভুক্ত। বাজেট ও উন্নয়ন অনুবিভাগ কর্তৃক ২০১৯-২০২০ সালে সম্পাদিত কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে তথ্য নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে উন্নয়নমূলক কাজ			
ক্র. নং	কাজের বিবরণ	সর্বশেষ অবস্থা	মন্তব্য
	বিভিন্ন অর্থ বছরে	২০১৯-২০২০	
	বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাগণের জন্য গাড়ী ক্রয় মাইক্রোবাস-১০টি সিডান কার-৯৭টি	সম্পন্ন হয়েছে	অতিরিক্ত জেলা জজ পদমর্যাদার কর্মকর্তাগণের জন্য ৬৬টি কার ক্রয় করা হয়েছে।
১	অনুন্নয়ন বাজেটের আওতায় ১০.০০(দশ কোটি) টাকা দেশের বিভিন্ন আদালত/ট্রাইব্যুনাল/বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের বাসভবন এবং জেলা রেজিস্ট্রার ও সাব-রেজিস্ট্রার অফিস সমূহের বিভিন্ন মেরামত ও সংস্কার করা হয়েছে। এজলাস সংকট নিরসনে ঢাকা জেলা জজ কোর্টের উত্তর ব্লক ভবনের বিদ্যমান ৫ম তলার উপর ৬ষ্ঠ তলা নির্মাণ কাজ অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, ঢাকায় বিচারকগণের ব্যবহারের জন্য লিফট স্থাপন সম্পন্ন করা হয়েছে।	--	*সম্পন্ন হয়েছে*
২	বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগের বিভিন্ন ক্যাটাগরীর পদ সংরক্ষণ করা হয়েছে ৭৪টি।	--	সম্পন্ন হয়েছে
৩	বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগের জন্য বিভিন্ন ক্যাটাগরীর পদের মেয়াদ সংরক্ষণ করা হয়েছে ২৮৩টি।	--	সম্পন্ন হয়েছে
৪	রীট মামলা বাস্তবায়ন (বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট ও আপীল বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন স্কেল ও পদমর্যাদা সংক্রান্ত)-৬টি।	০৬টি মামলার রায় বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে	-
৫	সাহায্য মঞ্জুরী খাতে বরাদ্দকৃত ৩.০০ কোটি টাকা (বই পুস্তক মঞ্জুরী খাতে বরাদ্দকৃত ১.০০ কোটি টাকা, বিশেষ অনুদান খাতে ২.০০ কোটি টাকা) দিয়ে দেশের বিভিন্ন জেলা আইনজীবী সমিতির বই পুস্তক ক্রয় ও ভবন নির্মাণে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।	--	--

(খ) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন ঃ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা অনুযায়ী বাগেরহাট জেলা আইনজীবী সমিতির ৬ তলা ভিত বিশিষ্ট ৬ তলা ভবন নির্মাণের জন্য ২,২৪,০০,০০০/-(দুই কোটি) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত কক্সবাজার জেলা আইনজীবী সমিতি ভবন বর্ধিতকরণ, এনেক্স ভবন নির্মাণের জন্য ৮০.০০ (আশি লক্ষ) টাকা এবং চকোরিয়া আইনজীবী সমিতিকে ভবন নির্মাণের জন্য ২০.০০ (বিশ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

ময়মনসিংহ জেলা আইনজীবী সমিতির ৭ম তলা বিশিষ্ট শহীদ অ্যাডভোকেট সৈয়দ নজরুল ইসলাম ভবন নির্মাণের জন্য ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৫.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট আইনজীবী সমিতি এবং পাবনা জেলা আইনজীবী সমিতিকে বই-পুস্তক ক্রয় বাবদ প্রতিটি আইনজীবী সমিতিকে ৩০.০০ লক্ষ টাকা করে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

৫.৩ প্রশাসন-২, অনুবিভাগের কার্যাবলী ঃ

(ক) নিবন্ধন অধিদপ্তর সংক্রান্ত প্রশাসনিক কাজের বিবরণ ঃ

নিবন্ধন অধিদপ্তরের প্রশাসনিক কার্যাবলী আইন ও বিচার বিভাগ-এর বিচার শাখা-৬ এর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। নিবন্ধন অধিদপ্তর সংক্রান্ত ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের সম্পাদিত কার্যাবলীর বিররণ নিম্নে প্রদান করা হলোঃ -

নিবন্ধন অধিদপ্তর ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয় হতে গৃহিত পত্র সংখ্যা ৫২০ টি, যার মধ্যে নিষ্পন্ন হয়েছে ৫০০টি এবং অনিষ্পন্ন রয়েছে ২০টি। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী নিম্নোক্ত ছকে উল্লেখ করা হলো ঃ

ক্রমিক নং	নিবন্ধন অধিদপ্তর হতে সম্পাদিত কাজের বিবরণী	২০১৯-২০২০ সালের নিষ্পন্ন কাজ
১।	নিবন্ধন অধিদপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তাদের পদ উন্নীতকরণ।	নিবন্ধন অধিদপ্তরের আই জি আর গ্রেড-৫ হতে গ্রেড-২, আই আর ও গ্রেড-৬ হতে গ্রেড-৫, জেলা রেজিস্ট্রার গ্রেড-৭ হতে গ্রেড-৬ এ উন্নীত করা হয়েছে
২।	সাব-রেজিস্ট্রার/জেলা রেজিস্ট্রার পদে বদলী	১২৯ জন সাব-রেজিস্ট্রার ও ২৫ জেলা রেজিস্ট্রার পদে বদলী আদেশ জারি করা হয়েছে।
৩।	পদোন্নতি	সাব-রেজিস্ট্রার হতে জেলা রেজিস্ট্রার পদে ০৯ জন, জেলা রেজিস্ট্রার হতে আইআরও পদে ০২ জনকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
৪ ।	আনীত অভিযোগের তদন্ত, বিভাগীয় মামলা ও বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ।	(ক) ০৬ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। (খ) ২ জন সাব-রেজিস্ট্রারের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা চলমান রয়েছে। (গ) ১ জন সাব-রেজিস্ট্রারকে দূর্নীতির অভিযোগে চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। (ঘ) ১ জন সাব-রেজিস্ট্রারকে তদন্ত সাপেক্ষে অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে। (ঙ) জনাব দুলাল চৌধুরী, সাব-রেজিস্ট্রার এর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা নং-০১/২০১৮ এর তদন্ত প্রতিবেদনের আলোকে চাকরি হতে বাধ্যতামূলক অবসর প্রদানের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশন সচিবালয়ের পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

৫	মুক্তিযোদ্ধা/মুজিবনগর কর্মচারীদের চাকুরির বয়স ১ বছর বৃদ্ধি	১৫ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বয়স ১ বছর বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৬	রেজিস্ট্রি অফিসসমূহের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ভবিষ্যৎ তহবিল/আনুতোষিক মঞ্জুরী	১৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর ভবিষ্যৎ তহবিল ও আনুতোষিক মঞ্জুরী প্রদান করা হয়েছে।
৭	রেজিস্ট্রেশনের বিদ্যমান ফি পুনঃনির্ধারণ	সম্পত্তি হস্তান্তর সংক্রান্ত দলিল রেজিস্ট্রেশনের বিদ্যমান ফি ২% হতে সংশোধনপূর্বক ১% পুনঃনির্ধারণ করে প্রজ্ঞাপন জারী করা হয়েছে।
৮	নবনিয়োগ	(ক) সরকারী কর্মকমিশনের সুপারিশকৃত ৩৭তম বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৩৪জন প্রার্থীকে সাব-রেজিস্ট্রার পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। (খ) ৩৮তম বিসিএস হতে আরও ৩৯ শুন্য পদ পূরণের জন্য ৩৯জন প্রার্থীর নাম সুপারিশ করে প্রেরণের জন্য কর্মকমিশনে চাহিদা পত্র প্রেরিত হয়েছে।
৯।	জমি বরাদ্দের আবেদন	নিবন্ধন অধিদপ্তরের নিজস্ব স্থাপনার লক্ষ্যে ঢাকা জেলার রমনা মৌজায় ০১নং খতিয়ানভূক্ত মহানগর জরিপের ৪৮২০নং দাগে ১.১২৮৪ একর সরকারী জমি বরাদ্দের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
১০।	বিভিন্ন সরকারি অফিস/সংস্থা/কর্পোরেশন/পাওয়ার প্লান্ট/সোলার প্লান্টের লীজ দলিলের ফি মওকুফ	মোট ৬ টি অফিসের লীজ দলিলের ফিস মওকুফ সংক্রান্ত অনুমোদন দেয়া হয়েছে।
১১।	চাকুরি হতে অব্যাহতি প্রদান	মোট ১১ জন সাব-রেজিস্ট্রারগণ অন্যাত্র চাকরি হওয়ায় তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে চাকুরি হতে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।
১২।	সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের ক্যাম্প স্থাপনের অনুমতি	৩ টি সাব-রেজিস্ট্রি ক্যাম্প অফিস স্থাপনের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।
১৩	পাসপোর্ট জন্য এনওসি প্রদান	মোট ০৫ জন কর্মকর্তাকে পাসপোর্ট করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।
১৪।	পেনশন, পি,আর, এল ,ভবিষ্য তহবিল ও অর্জিত ছুটি/শ্রান্তিবিনোদন ছুটি সংক্রান্ত	(ক) জেলা রেজিস্ট্রার/সাব-রেজিস্ট্রারদের পিআরএল সংক্রান্ত ১১ টি নথি নিস্পত্তি করা হয়েছে; (খ) জেলা রেজিস্ট্রার/সাব-রেজিস্ট্রার ভবিষ্য তহবিল সংক্রান্ত ০৬ টি নথি নিস্পত্তি করা হয়েছে; (গ) ৬০ জন জেলা রেজিস্ট্রার ও সাব-রেজিস্ট্রার এর বিদেশ ভ্রমন সংক্রান্ত অর্জিত ছুটি মঞ্জুর করা হয়েছে।
১৫।	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	আইন ও বিচার বিভাগ এবং রেজিস্ট্রেশন বিভাগের ১৮০জন কর্মকর্তা অষ্ট্রেলিয়া ও যুক্তরাজ্যে প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণ করেছে।
১৬।	শিক্ষা ছুটি মঞ্জুর	১জন সাব-রেজিস্টারকে ২ বছরের জন্য শিক্ষা ছুটি মঞ্জুর করা হয়েছে।
১৭।	সরকারি গাড়ী ক্রয়	নিবন্ধন অধিদপ্তরের জন্য ০২ টি সরকারি গাড়ী ক্রয়ের জন্য অর্থ বরাদ্দ চেয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
১৮।	মামলা পরিচালনা	(ক) সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ১৭ রিট পিটিশনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য সলিসিটর অফিসে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। (খ) সিভিল আপীল নং-১০৭/২০১১ এর রায়ের বিরুদ্ধে রিভিউ পিটিশন দায়ের করার জন্য সলিসিটর অফিসে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
১৯।	খতিয়ান প্রাপ্তির জন্য পত্র প্রেরণ	প্রত্যেক জেলা ও সাব-রেজিস্ট্রার কার্যালয়ে স্বত্বের খতিয়ান প্রেরণের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

২০।	ছাড়পত্র/অনুমতি প্রদান	(ক) ৩৮-তম বিসিএস মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ৮জন কর্মকর্তাকে ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে। (খ) ৪০ তম বিসিএস-এ লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ১২জন সাব-রেজিস্ট্রারকে অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।
২১।	অডিট আপত্তি	৪টি অডিট আপত্তি সংক্রান্ত ব্রডসিটের জবাব প্রদান করা হয়েছে।
২২।	টিওএন্ডটিভূক্ত করণ	নিবন্ধন অধিদপ্তরের জন্য ২টি জীপ গাড়ী টিওএন্ডটিভ-তে অর্ন্তভূক্ত করে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক পৃষ্ঠাংকন করার পর জি,ও জারী করা হয়েছে।
২৪।	অভিযোগ গ্রহণ ও নিস্পত্তির জন্য ফোকাল পয়েন্ট স্থাপন	জেলা রেজিস্ট্রার সংশ্লিষ্ট জেলার অধীন সাব-রেজিস্ট্রি অফিসগুলির অভিযোগ গ্রহণ ও নিস্পত্তির জন্য ফোকাল পয়েন্ট নিয়োগ করা হয়েছে।
২৫।	জেলা রেজিস্ট্রার অফিস ও সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের ওয়েবসাইট প্রস্তুত:	সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের নিবন্ধিত দলিলাদির নিবন্ধনের জন্য আবেদনের তারিখ ও নিস্পত্তির তারিখ উল্লেখসহ দাতা ও গ্রহীতার নাম পরিসংখ্যানগত তথ্য, নিবন্ধনের জন্য প্রয়োজনীয় দলিলাদির চেকলিস্ট এবং ধার্য্য ফি উল্লেখ করে তা প্রতিটি সাব-রেজিস্ট্রি ও জেলা রেজিস্ট্রারকে নির্দেশনা দিয়ে পত্র জারি করা হয়েছে।
২৬।	Online পদ্ধতির মাধ্যমে কর আদায়	Online পদ্ধতির মাধ্যমে স্থানীয় সরকার কর আদায়ের বিষয়টি চালু করা হয়েছে।

(খ) নোটারী পাবলিক নিয়োগ সংক্রান্ত কার্যাবলী ঃ

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ নোটারী পাবলিক নিয়োগ সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। নতুন ভাবে নোটারী পাবলিক নিয়োগ এবং পূর্বে নিয়োগকৃত নোটারী পাবলিকগণের সনদ নবায়নের কার্যক্রম আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত হয়। আইন ও বিচার বিভাগের উপ-সচিব (রেজিস্ট্রেশন) নতুনভাবে নোটারী পাবলিক সংক্রান্ত সুপারিশ প্রদান করে থাকেন। নিম্নে নোটারী সংক্রান্ত কার্যাবলীর উল্লেখ করা হলো ঃ

(ক) সারা বাংলাদেশে মোট নোটারীর সংখ্যা প্রায় ১৫০০ জন। ২০১৯-২০২০ বছরে মোট ৪৫ জন নোটারী পাবলিক নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে এবং ১২৫টি নোটারী লাইসেন্স নবায়ন করা হয়েছে।
(খ) প্রায় ১,০০,০০০ টি নোটারাইজড ডকুমেন্ট সত্যায়ন করা হয়েছে।

(গ) নিকাহ্ রেজিস্ট্রার ও হিন্দু বিবাহ নিবন্ধক সংক্রান্ত কার্যাবলী

আইন ও বিচার বিভাগের বিচার শাখা-৭ কর্তৃক নিকাহ্ রেজিস্ট্রার ও হিন্দু বিবাহ নিবন্ধক সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদিত হয়। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্যাবলী নিম্নোক্ত ছকে উল্লেখ করা হলোঃ

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	গৃহিত কাজের অগ্রগতির প্রতিবেদন
১।	নিকাহ্ রেজিস্ট্রার নিয়োগ	৫৩জন নিকাহ্ রেজিস্ট্রার নিয়োগ করা হয়েছে।
২।	হিন্দু বিবাহ নিবন্ধক	০১ জন হিন্দু বিবাহ নিবন্ধক নিয়োগ করা হয়েছে।
৩।	লাইসেন্স বাতিল	বাল্য বিবাহসহ নানাবিধ অভিযোগের কারণে সারাদেশে ৩জন মুসলিম নিকাহ রেজিস্ট্রারের লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে।
৪।	প্যানেল আহবান	৫৭টি অধিক্ষেত্রে নিকাহ্ রেজিস্ট্রার নিয়োগের জন্য প্যানেল আহবান করা হয়েছে।
৫।	অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান	১১ জন নিকাহ্ রেজিস্ট্রারকে অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।
৬।	অধিক্ষেত্র সৃজন	সারাদেশে নতুন ৬টি অধিক্ষেত্র সৃজন করা হয়েছে।
৭।	কারণ দর্শানো	বিভিন্ন অভিযোগে ১১জন নিকাহ্ রেজিস্ট্রারকে কারণ দর্শানোর নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।
৮।	তদন্তের জন্য পত্র প্রেরণ	বিভিন্ন অভিযোগের প্রেক্ষিতে ৩৮টি তদন্তের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
৯।	মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা	সরকার পক্ষে ৩২টি রিট পিটিশনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হয়েছে।
১০।	কনন্টেম্পট এর জবাব	সরকার পক্ষে ৩টি কনন্টেম্পট এর জবাব দেয়া হয়েছে।
১১।	সত্যায়ন	বিদেশগামীদের চাহিদা অনুযায়ী মোট ৯৩০০টি নোটারিয়ান ডকুমেন্টস সত্যায়ন করা হয়েছে।

(ঘ) বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে গৃহীত ব্যবস্থাঃ

বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিবাহ নিবন্ধনের পূর্বে বর ও কনের প্রকৃত বয়স যাচাই পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। মুসলিম বিবাহ নিবন্ধন বিধিমালা, ২০১২ এর ২৩ (ক) এবং হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন নীতিমালা, ২০১৩ এর ১৯ (১১) বিধি অনুযায়ী বিবাহ নিবন্ধনকে বর কনের বয়সের প্রমাণিক সার্টিফিকেট যাচাই করে বিবাহ নিবন্ধন সম্পন্ন করতে *১৬১০০# শর্টকোড ডায়াল করে এসএসসি, এইচএসসি, জন্ম সনদ এবং এনআইডির মাধ্যমে বর কনের বয়স যাচাই সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া পিএসসি, জেএসসি এবং পাসপোর্টের মাধ্যমে বয়স যাচাই সংক্রান্ত কার্যক্রমও প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে সহায়তা পেতে জাতীয় হেল্প লাইন ১০৯ চালু করা হয়েছে। জাতীয় হেল্প লাইন সম্পর্কে দেশের সকল কাজীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক পরীক্ষামূলকভাবে কুড়িগ্রাম জেলায় সেবাটি চালু করা হয়েছে।

০২। বাল্য বিবাহ বন্ধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অঙ্গীকার পূরণে 'বাল্য বিবাহ বন্ধ ও স্কুল থেকে ঝরে পড়া রোধ' শীর্ষক একটি প্রকল্পের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় বর ও কনের বয়স যাচাই করার সিস্টেমসহ ১৮ (আঠারো) বছরের নিচে মেয়েদের ডাটাবেজ, বিবাহ নিবন্ধন, জেলা রেজিস্ট্রার, শিক্ষক, ঘটক, ইমাম, পুরোহিত, স্থানীয় প্রশাসন ও প্রতিনিধি ইত্যাদি ব্যক্তিবর্গের ডাটাবেজ, ঝুঁকিপূর্ণ মেয়েদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার তথ্য এবং বিদ্যালয়ের জন্য একটি অ্যাটেন্ডেন্স সিস্টেম তৈরি করা হয়েছে। বর্ণিত উদ্যোগসমূহ বাস্তবায়নকালে ইলেক্ট্রনিক বিবাহ নিবন্ধন, বর কনের কাবিন নামার তথ্য, বালাম বইয়ের কপি, বিবাহ সনদ, বিবাহ নিবন্ধন পোর্টাল ইত্যাদি ফিচার স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

০৩। বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭ এর বিভিন্ন ধারা সম্পর্কে মুসলিম বিবাহ নিবন্ধকদের ওরিয়েন্টেশনের মাধ্যমে অবগত করানো হয়েছে। বাল্য বিবাহমুক্ত বাংলাদেশ গঠনের স্বার্থে বিবাহ নিবন্ধনের সময় সংশিষ্ট মুসলিম নিকাহ্ রেজিস্ট্রার ও হিন্দু পুরোহিতগণকে বর্তমানে প্রচলিত আইনের বিধি-বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালনের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি বাল্য বিবাহ বন্ধ ও বাল্য বিবাহ নিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। দেশের সকল নিকাহ্ রেজিস্ট্রারের কার্যালয় হতে **''গর্ভধারণ-পূর্ব সেবা বিষয়ক পরামর্শ''** প্রদান বাস্তবায়ন করার জন্য সকল জেলা রেজিস্ট্রারগণকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। একইসাথে **''সুস্থ মা-সুস্থ শিশু-সমৃদ্ধ দেশ-সকল গর্ভধারণ হোক পরিকল্পিত''** লাইনটি কাবিননামায় সীল মোহরদ্বারা যুক্ত করার জন্য সকল নিকাহ রেজিস্ট্রারগণ-কে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৯-২০২০ সময়কালে নিকাহ্ রেজিস্ট্রারদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রায় ৪৮৪ জন মুসলিম নিকাহ্ রেজিস্ট্রার ও হিন্দু বিবাহ নিবন্ধককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। নিকাহ্ রেজিস্ট্রারগণ যাতে কোন সহকারী বা প্রতিনিধি দিয়ে বিবাহ নিবন্ধন করতে না পারে সেজন্য নিকাহ্ রেজিস্ট্রারগণদের সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। নোটারী পাবলিকগণ যাতে এফিডেভিটের মাধ্যমে বিবাহ পড়ানো ও তালাক কার্যক্রম গ্রহণ করতে না পারে সে বিষয়টি তদারকির জন্য জেলা জজ, জেলা প্রশাসক ও আইনজীবী সমিতিকে অবগত করানো হয়েছে। সমগ্র বাংলাদেশ কর্মরত কাজীদের বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহপূর্বক তা ডাটাবেজ তৈরি করে প্রদর্শনের জন্য বিবাহ নিবন্ধক বাতায়ন সৃষ্টির বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

০৪। দেশে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের লক্ষ্যে বাল্যবিবাহ নিবন্ধনসহ বিভিন্ন অসদাচরণের দায়ে অভিযুক্ত হওয়ায় ২০১৯-২০২০ পর্যন্ত সময়কালে ৩ (তিন) জন মুসলিম নিকাহ্ রেজিস্ট্রারের লাইসেন্স বাতিল করা হয়।

(ঙ) চাকরি ও সুশাসন সংক্রান্ত ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ ঃ

নিম্নলিখিত কর্মকর্তাগণকে জনপ্রশাসন নীতিমালা অনুযায়ী ৬০(ষাট) **জনঘন্টা করে সুশাসন** ও **চাকরি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ** নিম্নোক্ত মতে প্রদান করা হয়েছে।

(ক) উপ-সচিব পর্যায়ে কর্মকর্তাগণকে ৪০ জন ঘন্টা করে সুশাসন সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছেঃ-

ক্র: নং	প্রশিক্ষণের বিষয়	তারিখ	সময়/ঘন্টা
১.	General Instruction and Object of the Training	১৭-১২-২০১৯	২
২.	Public Procurement Rules (PPR)	১৭-১২-২০১৯	২
৩.	Process of Post creation & retention in revenue heads	১৮-১২-২০১৯	২

৪.	Annual Performance Agreement (APA)	১৮-১২-২০১৯	২
৫.	Public Sector Innovation	১৯-১২-২০১৯	২
৬.	Preparation on Draft & Summary	১৯-১২-২০১৯	২
৭.	E-government	২২-১২-২০১৯	২
৮.	Service Discipline Rules	২২-১২-২০১৯	২
৯.	Quality Management for before service	২৩-১২-২০১৯	২
১০.	Rules of Business	২৩-১২-২০১৯	২
১১.	Citizen Charter and Right to Information	২৪-১২-২০১৯	২
১২.	Public Private Partnership	২৪-১২-২০১৯	২
১৩.	Vision, Mission, and Team Building	২৬-১২-২০১৯	২
১৪.	Sustainable Development	২৬-১২-২০১৯	২
১৫.	Preparation of Project Concept Paper	২৯-১২-২০১৯	২
১৬.	Leadership Development	২৯-১২-২০১৯	২
১৭.	Right to Information	৩০-১২-২০১৯	২
১৮.	Grievance Redress System (GRS)	৩০-১২-২০১৯	২
১৯.	National Integrity Strategy (NIS)	৩১-১২-২০১৯	২
২০.	Important Office Product	৩১-১২-২০১৯	২
		সর্বমোট কর্মঘন্টা	৪০

(খ) ২০১৯-২০ অর্থবছরে আইন ও বিচার বিভাগের সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের তালিকাঃ

ক্র: নং	প্রশিক্ষণের বিষয়	তারিখ	সময়/ঘন্টা
১.	Object of the Training	১৫-০৩-২০২০	২
২.	Honesty, Morality and Integrity	১৫-০৩-২০২০	২
৩.	Innovation and Development	১৬-০৩-২০২০	২
৪.	Project Management and Prepartion of Project Concept Paper	১৬-০৩-২০২০	২
৫.	Annual Performance Agreement (APA) and Sustainable Development Goal (SDG)	১৮-০৩-২০২০	২
৬.	National Integrity Strategy (NIS) and Grievance Redress System (GRS)	১৮-০৩-২০২০	২
৭.	Vision, Mission, Self Development and Team Building	১৯-০৩-২০২০	২
৮.	Process of post creation & retention under revenue heads	১৯-০৩-২০২০	২
৯.	Preparing for Recruitment & Promotion Documents in DPC	২২-০৩-২০২০	২
১০.	Public Procurement Act and Public Procurement Rules	২২-০৩-২০২০	২
১১.	Citizen Charter and Right to Information	২৩-০৩-২০২০	২
১২.	Writing Effective Meeting Minutes	২৩-০৩-২০২০	২
১৩.	Secretariat Instructions: Important Office Procedures	২৪-০৩-২০২০	২
১৪.	Duties of the Government officials and use of social media	২৪-০৩-২০২০	২
১৫.	Government Service Discipline Rules	২৫-০৩-২০২০	২
১৬.	Rules of Business and Allocation of Business	২৫-০৩-২০২০	২
১৭.	Preparing Draft and Summary	২৯-০৩-২০২০	২

১৮.	ICT in Government Office Management	২৯-০৩-২০২০	২
১৯.	Modern Office Management	৩০-০৩-২০২০	২
২০.	E-government	৩০-০৩-২০২০	২
		সর্বমোট কর্মঘন্টা	৪০

(গ) ২০১৯-২০ অর্থবছরে আইন ও বিচার বিভাগের ১০ম গ্রেড এর কর্মকর্তাদের চাকরি ও সুশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের বিবরণীঃ

ক্র: নং	প্রশিক্ষণের বিষয়	তারিখ	সময়/ঘন্টা
১.	প্রশিক্ষণের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য	১৬-০২-২০২০	২
২.	দাপ্তরিক কাজে ভদ্রতা, শিষ্টাচার, নৈতিকতা ও সেবাধর্মিতা	১৬-০২-২০২০	২
৩.	এপিএ, এসডিজি বিষয়ক আলোচনা ও অনলাইনে অভিযোগ নিষ্পত্তি	১৭-০২-২০২০	২
৪.	নিয়োগ ও পদোন্নতি বিধিমালা	১৭-০২-২০২০	২
৫.	আবাসন নীতিমালা	১৮-০২-২০২০	২
৬.	উদ্ভাবন ও উন্নয়ন	১৮-০২-২০২০	২
৭.	সরকারি কর্মচারি (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮	১৯-০২-২০২০	২
৮.	জাতীয় শুদ্ধাচার ও নৈতিকতা কমিটি	১৯-০২-২০২০	২
৯.	সিটিজেন চার্টার ও নাগরিক সেবা	২০-০২-২০২০	২
১০.	আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতির ব্যবহার ও দাপ্তরিক নিরাপত্তা	২০-০২-২০২০	২
১১.	দর্শনার্থী, সেবাপ্রার্থী এবং কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রতি আচরণ	০১-০৩-২০২০	২
১২.	বিভিন্ন রেজিস্ট্রার ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা	০১-০৩-২০২০	২
১৩.	বিভিন্ন রকম দাপ্তরিক পত্র লিখন ও প্রেরণ	০২-০৩-২০২০	২
১৪.	টেলিফোন নীতিমালা ও টেলিফোন ব্যবহার এবং মোবাইল ব্যবহারে সতর্কতা	০২-০৩-২০২০	২
১৫.	সরকারি কর্মচারীদের জন্য কল্যাণমূলক স্কীম	০৩-০৩-২০২০	২
১৬.	ওয়েব সাইট ও ই-মেইল ব্যবহার	০৩-০৩-২০২০	২
১৭.	নিয়মিত অফিসে উপস্থিতি ও শৃংখলা	০৪-০৩-২০২০	২
১৮.	বাংলা ভাষা ও বানার রীতি	০৪-০৩-২০২০	২
১৯.	জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদে সোশ্যাল মিডিয়ার প্রভাব	০৫-০৩-২০২০	২
২০.	নারী উন্নয়ন ও সহিংসতা প্রতিরোধে সচেতনতা	০৫-০৩-২০২০	২
২১.	কাজের অগ্রাধিকার নির্বাচন ও তথ্য প্রদান এবং আন্তঃসমন্বয়	০৮-০৩-২০২০	২
২২.	নোট ও প্রতিবেদন লিখন	০৮-০৩-২০২০	২
২৩.	দাপ্তরিক ক্রয় সম্পর্কে আলোচনা	০৯-০৩-২০২০	২
২৪.	ছুটি বিধি	০৯-০৩-২০২০	২
২৫.	সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, অপরাধ প্রতিরোধকল্পে সরকারি কর্মচারীদের ভূমিকা	১০-০৩-২০২০	২
২৬.	গ্যাস, পানি ও বিদ্যুৎ অপচয় রোধ	১০-০৩-২০২০	২
২৭.	ডাক ব্যবস্থাপনা ও পত্রের শ্রেণীবিভাগ	১১-০৩-২০২০	২
২৮.	হিসাব ব্যবস্থাপনা	১১-০৩-২০২০	২
২৯.	বেতন নির্ধারণ ও পেনশন প্রস্তুতি	১২-০৩-২০২০	২
৩০.	নাগরিকদের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার এবং তথ্য প্রদানে বাধ্যবাধকতা	১২-০৩-২০২০	২
		সর্বমোট কর্মঘন্টা	৬০

(ঘ) ২০১৯-২০ অর্থবছরে আইন ও বিচার বিভাগের (১১-১৯) তম গ্রেড এর কর্মকর্তাদের চাকরি ও সুশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের তালিকাঃ

ক্র: নং	প্রশিক্ষণের বিষয়	তারিখ	সময়/ঘন্টা
১.	দাপ্তরিক কাজে ভদ্রতা, শিষ্ঠাচার, নৈতিকতা ও সেবাধর্মিতা	২৩-০১-২০২০	২
২.	দাপ্তরিক কাজে টিম ওয়ার্ক	২৩-০১-২০২০	২
৩.	আবাসন নীতিমালা	২৬-০১-২০২০	২
৪.	উদ্ভাবন ও উন্নয়ন	২৬-০১-২০২০	২
৫.	এপিএ, এসডিজি বিষয়ক আলোচনা	২৭-০১-২০২০	২
৬.	জাতীয় শুদ্ধাচার ও অনলাইনে অভিযোগ নিষ্পত্তি	২৭-০১-২০২০	২
৭.	সরকারি কর্মচারি (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮	২৮-০১-২০২০	২
৮.	নিয়োগ ও পদোন্নতি বিধিমালা	২৮-০১-২০২০	২
৯.	নারী ও শিশু উন্নয়ন সম্পর্কে আলোচনা	২৯-০১-২০২০	২
১০.	আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতির ব্যবহার ও দাপ্তরিক নিরাপত্তা	২৯-০১-২০২০	২
১১.	নথি খোলা, সূচিকরণ, সংরক্ষণ ও বিনষ্টকরণ	৩০-০১-২০২০	২
১২.	বিভিন্ন রেজিস্ট্রার ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা	৩০-০১-২০২০	২
১৩.	বিভিন্ন রকম দাপ্তরিক পত্র লিখন ও প্রেরণ	০২-০২-২০২০	২
১৪.	টেলিফোন নীতিমালা ও টেলিফোন ব্যবহার	০২-০২-২০২০	২
১৫.	সরকারি কর্মচারীদের জন্য কল্যাণমূলক স্কীম	০৩-০২-২০২০	২
১৬.	পরিচ্ছন্নতা ও অফিস পরিবেশের উন্নয়ন	০৩-০২-২০২০	২
১৭.	নিয়মিত অফিসে উপস্থিতি ও শৃঙখলা	০৪-০২-২০২০	২
১৮.	বাংলা ভাষা ও বানান রীতি	০৪-০২-২০২০	২
১৯.	সন্ত্রাসবাদ ও সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার	০৫-০২-২০২০	২
২০.	নোট ও প্রতিবেদন লিখন সম্পর্কে আলোচনা	০৫-০২-২০২০	২
২১.	সভা সেমিনার আয়োজন ও ব্যবস্থাপনা	০৬-০২-২০২০	২
২২.	হিসাব ব্যবস্থাপনা ও ভান্ডার ব্যবস্থাপনা	০৬-০২-২০২০	২
২৩.	দাপ্তরিক ক্রয় সম্পর্কে আলোচনা	০৯-০২-২০২০	২
২৪.	ছুটি বিধি	০৯-০২-২০২০	২
২৫.	সিটিজেন চার্টার	১০-০২-২০২০	২
২৬.	গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎ অপচয় রোধ	১০-০২-২০২০	২
২৭.	গার্ড ফাইল ও ডাক ব্যবস্থাপনা	১১-০২-২০২০	২
২৮.	ই-ফাইলিং ও ওয়েব পোর্টালে তথ্য ব্যবস্থাপনা	১১-০২-২০২০	২
২৯.	বেতন নির্ধারণ ও পেনশন প্রস্তুতি	১২-০২-২০২০	২
৩০.	তথ্য অধিকার আইন	১২-০২-২০২০	২
		সর্বমোট কর্মঘন্টা	৬০

(ঙ) ২০১৯-২০ অর্থবছরে আইন ও বিচার বিভাগের ২০তম গ্রেড এর কর্মকর্তাদের চাকরি ও সুশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের তালিকাঃ

ক্র: নং:	প্রশিক্ষণের বিষয়	তারিখ	সময়/ঘন্টা
১.	অফিসে উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বা দপ্তরে আগত ব্যক্তিবর্গের সাথে আচরণ	০২-০১-২০২০	২
২.	নৈতিকতা ও সেবাপরায়ণতা	০২-০১-২০২০	২
৩.	সরকারি কর্মচারিদের জন্য কল্যাণমূলক পদক্ষেপ	০৫-০১-২০২০	২
৪.	জাতীয় শুদ্ধাচার ও নৈতিকতা কমিটির কার্যাবলী	০৫-০১-২০২০	২
৫.	পোষাক পরিচ্ছদ বিষয়ক দিক নির্দেশনা	০৬-০১-২০২০	২

৬.	অফিস সহায়কের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা	০৬-০১-২০২০	২
৭.	অফিস আদালতে সাধারণভাবে ব্যবহৃত শব্দাবলী সম্পর্কে আলোচনা	০৭-০১-২০২০	২
৮.	অফিস সহায়কের দায়িত্ব পালনের সীমা সম্পর্কে আলোচনা	০৭-০১-২০২০	২
৯.	অফিস সহায়কদের দায়িত্ব অবহেলা সম্পর্কে আলোচনা	০৮-০১-২০২০	২
১০.	অফিসের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে অফিস সহায়কদের ভূমিকা	০৮-০১-২০২০	২
১১.	সরকারি কর্মচারি (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮	০৯-০১-২০২০	২
১২.	সরকারি আচরণ বিধিমালা, ১৯৭৯	০৯-০১-২০২০	২
১৩.	নথি চলাচল সম্পর্কে আলোচনা	১২-০১-২০২০	২
১৪.	নথি গ্রহণ ও প্রেরণ সম্পর্কে সাধারণ ধারণা	১২-০১-২০২০	২
১৫.	পত্র গ্রহণ ও পত্র জারী সম্পর্কে আলোচনা	১৩-০১-২০২০	২
১৬.	অফিস সরঞ্জামাদির ব্যবহারে নৈতিকতা সম্পর্কে আলোচনা	১৩-০১-২০২০	২
১৭.	দাপ্তরিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা	১৪-০১-২০২০	২
১৮.	ছুটি গ্রহণ সম্পর্কে আলোচনা	১৪-০১-২০২০	২
১৯.	সন্ত্রাসবাদ ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার	১৫-০১-২০২০	২
২০.	কম্পিউটার খোলা, বন্ধ ও ব্যবহার বিষয়ক আলোচনা	১৫-০১-২০২০	২
২১.	টেলিফোন ব্যবহারে সৌজন্য সম্পর্কে আলোচনা	১৬-০১-২০২০	২
২২.	কর্মচারীদের স্বাস্থ্য বিধি সম্পর্কে আলোচনা	১৬-০১-২০২০	২
২৩.	কর্মচারীদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক আলোচনা	১৯-০১-২০২০	২
২৪.	টেলিফোন রিসিভ করা বিষয়ক আলোচনা	১৯-০১-২০২০	২
২৫.	গ্যাস, পানি ও বিদ্যুৎ অপচয় রোধ	২০-০১-২০২০	২
২৬.	অফিস সময় নিয়মিত উপস্থিতি	২০-০১-২০২০	২
২৭.	গণকর্মচারীদের শৃঙ্খলা (নিয়মিত হাজিরা) অধ্যাদেশ	২১-০১-২০২০	২
২৮.	অফিসে কর্মকতা ও অতিথি আপ্যায়নে করণীয় সম্পর্কে আলোচনা	২১-০১-২০২০	২
২৯.	প্রশাসনিক ও ব্যক্তিগত কর্মকর্তাদের সাথে আচরণ	২২-০১-২০২০	২
৩০.	ই-মেইল অগ্রসর ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আলোচনা	২২-০১-২০২০	২
		সর্বমোট কর্মঘন্টা	৬০

৫.৪ মতামত অনুবিভাগের কার্যাবলীঃ-

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের ৪টি অনুবিভাগের অন্যমত প্রধান হলো মতামত অনুবিভাগ। এ অনুবিভাগে ১ জন যুগ্ম-সচিব ও ৩ জন উপ-সচিব কর্মরত আছেন। Rules of Busssiness, ১৯৯৬ এর Rule-14 এবং Allocation of Busssiness এর Serial-29A অনুযায়ী বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, সরকারি দপ্তর ও সংস্থা কর্তৃক বিভিন্ন আইন, বিধি, প্রবিধানমালা, নীতিমালা, আদালতের রায় ইত্যাদি বিষয়ে মতামত চাওয়া হলে মতামত অনুবিভাগ উক্ত বিষয়ে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রীর অনুমোদন গ্রহণপূর্বক মতামত প্রদান করে থাকে।

মতামত অনুবিভাগ

০১ জুলাই, ২০১৯ হতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৯ সাল অর্থ বছরে আইন ও বিচার বিভাগের অনুবিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য নিম্নোক্ত ছকে প্রদর্শন করা হলো ঃ-

ক্রমিক নং	মতামত প্রত্যাশী মন্ত্রণালয়ের নাম	প্রদত্ত মতামত প্রদানে সংখ্যা ০১ জুলাই, ২০১৯ হতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত
১।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	২
২।	স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়	৬
৩।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	২
৪।	সুরক্ষা সেবা বিভাগ	৬
৫।	কৃষি মন্ত্রণালয়	২
৬।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	৫
৭।	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	৫
৮।	অর্থ মন্ত্রণালয়	৯
৯।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	২
১০।	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	৩
১১।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	৭
১২।	হিসাব মহানিয়ন্ত্রক কার্যালয়	১
১৩।	খাদ্য মন্ত্রণালয়	২
১৪।	দূর্যোগ ব্যবস্থাপন ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	৩
১৫।	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা	১
১৬।	এনজিও বিষয়ক ব্যুরো	৬
১৭।	জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	৩
১৮।	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১
১৯।	ভূমি মন্ত্রণালয়	২
২০।	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	২
২১।	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	২
২২।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	১
২৩।	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	১
২৪।	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	২
২৫।	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	২
২৬।	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	১
২৭।	মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়	২
২৮।	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, খুলনা	১
২৯।	তথ্য মন্ত্রণালয়	১

৩০।	স্বাস্থ্য ও সেবা বিভাগ	২
৩১।	শিল্প মন্ত্রণালয়	৩
৩২।	সমাজ সেবা অধিদপ্তর	১
৩৩।	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	৩
৩৪।	পানি সম্পদ	১
৩৫।	স্থলবন্দর	১
৩৬।	কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর	১
৩৬।	বাংলাদেশ কপিরাইট অফিস	১
৩৭।	মেট্রোপলিটন পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স	১
৩৮।	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	১
	মোট নিষ্পত্তিকৃত নথির সংখ্যা=	৯৮টি + ১৩=১১১
	মোট নথির সংখ্যা=	১২০টি
	অনিষ্পন্ন নথির সংখ্যা	৯টি
	নিষ্পত্তির হার=	৯১.৬৬%

৫.৫ সলিসিটর অনুবিভাগের কার্যাবলী ঃ

সলিসিটির অনুবিভাগ আইন ও বিচার বিভাগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রজাতন্ত্রের পক্ষে যে কোন মামলা দায়ের/পরিচালনা/পরামর্শ প্রদান এবং প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত যে কোন মামলা পরিচালনা কিংবা মামলার সংগে সম্পর্কিত বিষয়ে আইনগত পরামর্শ প্রদান সলিসিটর অনুবিভাগের কার্যপরিধির অন্তর্ভূক্ত। তাছাড়া, বিচারাধীন মামলা সংক্রান্ত যে কোন পরামর্শ প্রদান এবং উচ্চ আদালতে আপীল, রিভিশন, রিভিউ কিংবা অন্য যে কোন ধরণের আইনী পদক্ষেপ গ্রহণ করার সমর্থনে এ অনুবিভাগ হতে মতামত প্রদান করা হয়ে থাকে। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে সলিসিটর অনুবিভাগ হতে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী নিম্নে বর্ণিত হলোঃ

(ক) ফৌজদারী শাখা

ক্রমিক নং	নথির প্রকৃতি ও গতিবিধি	২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে প্রাপ্তি	২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে নিষ্পত্তি	মোট
১।	সুপ্রীমকোর্টের আপীল বিভাগে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলায় গৃহিত পদক্ষেপের সংখ্যা	১০৬ টি	১০৬ টি	১০৬ টি
২।	সুপ্রীমকোর্টের আপীল বিভাগে রাষ্ট্রের পক্ষে ক্রিমিনাল আপীল দায়েরের সংখ্যা	৭০ টি	৭০ টি	৭০ টি
৩।	রাষ্ট্রপক্ষে হাইকোর্ট বিভাগে আপীল দায়েরের সংখ্যা	২৮ টি	২৮ টি	২৮ টি
৪।	বিবিধ বিষয়ে সিদ্ধান্ত	২২ টি	২২ টি	২২ টি
৫।	নিজ দায়িত্বে ও খরচে আপীল/রিভিশন/মিস কেইস দায়েরের অনুমতি প্রদান	১৬১ টি	১৬১ টি	১৬১ টি
৬।	ডেথ রেফারেন্স মামলার শুনানীতে স্টেট ডিফেন্স আইনজীবী নিয়োগ প্রদান	৭৬ টি	৭৬ টি	৭৬ টি
৭।	ডেথ রেফারেন্স মামলার পেপারবুক এজি অফিসে প্রেরণ	১০০ টি	১০০ টি	১০০ টি
৮।	ফৌজদারী আপীল মামলার পেপারবুক এজি অফিসে প্রেরণ	৩৪৫ টি	৩৪৫ টি	৩৪৫ টি
৯।	হলফনামা সম্পাদনান্তে মেমো অব আপীল এজি অফিসে প্রেরণ	৩২ টি	৩২ টি	৩২ টি
১০।	এওআর এর রিকুইজেশন পাসকরতঃ হিসাব শাখায় প্রেরণ	১,১১০ টি	১,১১০ টি	১,১১০ টি
১১।	এওআর এর চূড়ান্ত বিল হিসাব শাখায় প্রেরণ	৭ টি	৭ টি	৭ টি
১২।	ক্রিমিনাল মামলার প্রাপ্ত দফাওয়ারী জবাব এজি অফিসে প্রেরণ	১৭২ টি	১৭২ টি	১৭২ টি
১৩।	স্টেট ডিফেন্স আইনজীবীর চূড়ান্ত বিল পাসের জন্য হিসাব শাখায় প্রেরণ	২২ টি	২২ টি	২২ টি

(খ) এ.টি./এ.এ.টি শাখা ঃ

এ.টি./এ.এ.টি শাখার ০১ জুলাই, ২০১৯ হতে ৩০ জুন, ২০২০ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিম্নলিখিত কাজ সম্পাদিত হয়।

ক্রমিক নং	নথির প্রকৃতি ও গতিবিধি	২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে প্রাপ্তি	২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে নিস্পত্তি	পেন্ডিং
১।	সল এ.টি/এ.এ.টি (সুপ্রীম) আপীল বিভাগে লিভ টু আপীল দায়ের সংক্রান্ত	১৬ টি	১৬ টি	০০
২।	সল এ.টি (মতামত) প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনালে আপীল দায়েরের প্রস্তাব সংক্রান্ত	৯৪ টি	৯৪ টি	০০
৩।	আপীল বিভাগে রিভিউ দায়ের সংক্রান্ত	৭ টি	৭ টি	০০
৪।	বিভিন্ন বিষয়ে আইনগত মতামত প্রদান	১০ টি	১০ টি	০০
৫।	প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল, প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনাল ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্টের আপীল বিভাগে আইনজীবী নিয়োগ	৩০৬ টি	৩০৬ টি	০০
৬।	আইনজীবীগণের বিল প্রদান	৩৭১ টি	৩৭১ টি	০০

(গ) দেওয়ানী শাখা ঃ

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে সিভিল শাখায় সম্পাদিত কাজের বিবরণী নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	সংখ্যা
১।	সিভিল রিভিশনের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে ব্যবস্থা গ্রহণ।	১৮১ টি
২।	প্রথম বিবিধ আপীল/প্রথম আপীলের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে ব্যবস্থা গ্রহণ	১৩২টি
৩।	সুপ্রীমকোর্টের আপীল বিভাগে আপীল/রিভিউ দায়েরের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে ব্যবস্থা গ্রহণ	১০১ টি
৪।	প্রথম বিবিধ আপীল/প্রথম আপীল/সিভিল রিভিশন- এ প্রতিদন্দ্বিতা করার পদক্ষেপ গ্রহণ	৯৯ টি
৫।	বিবিধ মতামতের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে ব্যবস্থা গ্রহণ	১৩ টি
	সর্বমোট=	৫২৬ টি

(ঘ) জিপি/পিপি শাখা ঃ

১ জুলাই, ২০১৯ হতে ৩০ জুন, ২০২০ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সলিসিটর অনুবিভাগের জিপি/পিপি শাখার সম্পাদিত কার্যাবলী নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

ক্রমিক নং	বিবরণী	পত্রের সংখ্যা	নিয়োগ/অব্যাহতির সংখ্যা
১।	সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল পদে নিয়োগ প্রদান	১টি	১০৫ জন
২।	ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল পদে নিয়োগ প্রদান	১টি	৭০ জন
৩।	ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেলগণের নিয়োগাদেশ বাতিল	৬ টি	৩১ জন
৪।	কুমিল্লা জেলাজজ আদালতে আইন কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান	২ টি	৭৮ জন
৫।	সাতক্ষীরা জেলাজজ আদালতে আইন কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান	১ টি	৩৮ জন
৬।	কক্সবাজার জেলাজজ আদালতে আইন কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান	১ টি	৩ জন
৭।	পাবনা জেলাজজ আদালতে আইন কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান	১ টি	৭৩ জন
৮।	ঝিনাইদহ জেলাজজ আদালতে আইন কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান	১ টি	৭৯ জন
৯।	লালমনিরহাট জেলাজজ আদালতে আইন কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান	১ টি	২২ জন
১০।	বরিশাল জেলাজজ আদালতে আইন কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান	১টি	১৪৯ জন
১১।	চুয়াডাঙ্গা জেলাজজ আদালতে আইন কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান	১ টি	৩৪ জন
১২।	কুষ্টিয়া জেলাজজ আদালতে আইন কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান	১ টি	৪৯ জন

১৩।	নোয়াখালী জেলাজজ আদালতে আইন কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান	১ টি	৯৮ জন
১৪।	ঝালকাঠি জেলাজজ আদালতে আইন কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান	১ টি	১২ জন
১৫।	রাজবাড়ী জেলাজজ আদালতে আইন কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান	১ টি	১৭ জন
১৬।	মাগুরা জেলাজজ আদালতে আইন কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান	১ টি	৪ জন
১৭।	নরসিংদী জেলাজজ আদালতে আইন কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান	১ টি	৪৫ জন
১৮।	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলাজজ আদালতে আইন কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান	১ টি	১০ জন
১৯।	যশোহর জেলাজজ আদালতে আইন কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান	১ টি	৬৬ জন
২০।	দিনাজপুর জেলাজজ আদালতে আইন কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান	১ টি	৭০ জন
২১।	সিলেট জেলাজজ আদালতে আইন কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান	১ টি	৮৬ জন
২২।	চাঁদপুর জেলাজজ আদালতে আইন কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান	১ টি	৩৫ জন
২৩।	মেহেরপুর জেলাজজ আদালতে আইন কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান	১ টি	৫ জন
২৪।	গোপালগঞ্জ জেলাজজ আদালতে আইন কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান	১ টি	১ জন
২৫।	আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর বেগম তুরিন আফরোজকে প্রসিকিউটর পদ হতে অপসারণ।	১ টি	১ জন
২৬।	আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর জনাব মোহাম্মদ আলী এবং জনাব সৈয়দ সায়েদুল হক-কে ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল পদ হতে অপসারণ।	২ টি	২ জন
২৭।	(ক) সুনামগঞ্জ জেলা জজ আদালতের এপিপির অব্যাহতি প্রদান। (খ) ঢাকা জেলা জজ আদালতের এপিপির অব্যাহতি প্রদান। (গ) কুমিল্লা জেলা জজ আদালতের অতিরিক্ত জিপির অব্যাহতি প্রদান। (ঘ) নোয়াখালী জেলা জজ আদালতের এপিপির অব্যাহতি প্রদান। (ঙ) ঢাকা জেলার সন্ত্রাস দমন ট্রাইব্যুনালের বিশেষ পিপির অব্যাহতি প্রদান।	৫টি	৫ জন
২৮।	ঢাকা প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল ও প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনালের প্যানেল আইনজীবীর পদ হতে জনাব মোঃ আব্দুল আজিজ মিয়াকে অব্যাহতি প্রদান।	১ টি	১ জন
২৯।	(ক) সুনামগঞ্জ জেলা জজ আদালতের পিপির নিয়োগাদেশ বাতিলক্রমে তদস্থলে পিপি নিয়োগ। (খ) গোপালগঞ্জ জেলা জজ আদালতের পিপির নিয়োগাদেশ বাতিলক্রমে তদস্থলে পিপি নিয়োগ (গ) ভোলা জেলা জজ আদালতের পিপির নিয়োগাদেশ বাতিলক্রমে তদস্থলে পিপি নিয়োগ (ঘ) কক্সবাজার জেলার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-০২ এর বিশেষ পিপির নিয়োগাদেশ বাতিলক্রমে তদস্থলে বিশেষ পিপি নিয়োগ প্রদান। (ঙ) নাটোর জেলা জজ আদালতের পিপির নিয়োগাদেশ বাতিলক্রমে তদস্থলে পিপি নিয়োগ। (চ) রাজবাড়ী জেলা জজ আদালতের পিপির নিয়োগাদেশ বাতিলক্রমে তদস্থলে পিপি নিয়োগ। (ছ) হবিগঞ্জ জেলা জজ আদালতের পিপির নিয়োগাদেশ বাতিলক্রমে তদস্থলে পিপি নিয়োগ।	৭ টি	৭ জন
৩০।	বিভিন্ন জেলা জজ আদালতে নিযুক্ত আইন কর্মকর্তাগণের নিজ খরচে বিদেশ ভ্রমনের অনুমতি প্রদান।	৯ টি	৯ জন
৩১।	সরকারী মামলা পরিচালনার জন্য বেসরকারী আইনজীবীর প্যানেল নিয়োগের অনাপত্তি প্রদান।	৭ টি	৭ জন
৩২।	বঙ্গভবনে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য আমন্ত্রিতব্য আইনজীবীগণের নামের তালিকা।	৪টি	৪ জন
৩৩।	বিভিন্ন সংস্থা/বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটে আইন	১৫ টি	৩২৩ জন

	কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ।		
৩৪।	দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল-১, ঢাকা এ বিচারাধীন দ্রুত বিচার মামলা নং-০২/২০২০ (চকবাজার থানার মামলা নং-১৪(১০)/২০১৯ তাং ০৭/১০/২০১৯ খ্রিঃ ধারা-৩০২/১০৯/১১৪/৩৪ ইতে উদ্ভুত) আবরার ফাহাদ রাব্বী হত্যা মামলা) পরিচালনার জন্য এডভোকেট জনাব মোশারফ হোসেন কাজল-কে চীফ স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর এবং এডভোকেট জনাব এহসানুল হক সমাজী ও এডভোকেট জনাব মোঃ আবু আব্দুল্লাহ ভূঞা-কে স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর হিসেবে নিয়োগ প্রদান প্রসঙ্গে।	১ টি	৩ টি
৩৫।	বিবিধ	৮ টি	৮টি

(ঙ) রিট শাখা-১

১ জুলাই, ২০১৯ হতে ৩০ জুন, ২০২০ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সলিসিটর অনুবিভাগের রিট শাখা-১ সম্পাদিত কার্যাবলী নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

ক্রমিক নং	সন	প্রত্যাশী সংস্থা/অফিসের চাহিদা মোতাবেক রিট মোকদ্দমায় সরকারের বিপদে মাননীয় হাইকোর্ট প্রদত্ত রায়/আদেশের বিরুদ্ধে মাননীয় আপীল বিভাগে আপীল (DP/CMP) দায়েরের প্রস্তাব সংখ্যা	মন্তব্য
১।	২০১৯-২০২০ অর্থ বৎসর	৯২০টি মামলার মাননীয় হাইকোর্ট প্রদত্ত রায়/আদেশের বিরুদ্ধে মাননীয় আপীল বিভাগে আপীল (CP/CMP) এবং মাননীয় আপীল বিভাগের প্রদত্ত রায়/আদেশের বিরুদ্ধে রিভিউ দায়ের করার জন্য অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।	৯২০ জন (CP/CMP) নিয়োগ পূর্বক আপীল/রিভিউ দায়ের করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য প্রত্যাশি দফতর কর্তৃক প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রেরণ না করায় কিছু আপীল দায়েরের প্রস্তাব গৃহিত হয়নি। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রেরণ করার জন্য তাগিদ দেয়া হয়েছে যা পাওয়া মাত্রই নিয়মিত আপিল/রিভিউ দায়েরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

১ জুলাই, ২০১৯ হতে ৩০ জুন, ২০২০ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত মাননীয় হাইকোর্টে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা, নিষ্পত্তিকৃত রিট মামলার সংখ্যার বিবরণী ঃ

ক্রমিক নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিরুদ্ধে মাস ওয়ারী রিট মামলা	দায়েরকৃত মোট রিট মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মোট রিট মামলার সংখ্যা
১।	জুলাই, ২০১৯	২০৪৭	১১৪১
২।	আগষ্ট, ২০১৯	৯৬৮	৬২৮
৩।	সেপ্টেম্বর, ২০১৯	৯৬৮	১৪২
৪।	অক্টোবর, ২০১৯	১৫৮৭	৬৮৮
৫।	নভেম্বর, ২০১৯	১৬০৭	১১৪৯
৬।	ডিসেম্বর, ২০১৯	১৬৭৬	১১৬০
৭।	জানুয়ারী, ২০২০	১৫১১	১২০৪
৮।	ফেব্রুয়ারী, ২০২০	১৫১১	১৩৪৮
৯।	মার্চ, ২০২০	৯৯৯	৭৩৫
১০।	এপ্রিল, ২০২০	০০০	০০০
১১।	মে, ২০২০	১০	০০
১২।	জুন, ২০২০	৩৯৬	১০
	মোট=	১৩২৮০	৮২০৫

(চ) রিট শাখা-২

১ জুলাই, ২০১৯ হতে ৩০ জুন, ২০২০ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত মাননীয় হাইকোর্টে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা, নিষ্পত্তিকৃত রিট মামলার সংখ্যার বিবরণী ঃ

ক্রমিক নং	নথির প্রকৃতি	প্রাপ্তি	নিষ্পত্তি	কাগজপত্র চেয়ে পত্র প্রেরণ	পূর্বের পেন্ডিং	মন্তব্য
১।	সরকারের বিভিন্ন সংস্থা হতে প্রাপ্ত পত্রের সংখ্যা	৯৬ টি	৪১ টি	১৪ টি	১২ টি	একই বিষয়ে মতামত চেয়ে পত্র গ্রহণ- ৩টি, ৪টি নথিতে সামিল এবং ২২টি অনুলিপি বিধায় কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি।

(ছ) ফৌজদারী মোকদ্দমা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য মনিটরিং সেল গঠনঃ

আমাদের দেশে তুচ্ছ কারণে বিভিন্ন সময় মামলা মোকদ্দমা হয়ে থাকে। তাছাড়া, জনগণের মধ্যে অপরাধ প্রবণতাও ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে দেশে বিশেষ করে ফৌজদারী মোকদ্দমার সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেলেও সেই তুলনায় বিচারকসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা খুবই অপ্রতুল। ফলে অনেক সময় ফৌজদারী মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। সে বিষয়টি উপলব্ধি করে ৫ থেকে ১০ বছরের বেশী পুরাতন মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সরকার এই বিভাগের সলিসিটর-কে প্রধান করে একটি মনিটরিং সেল গঠন করেছে। উক্ত সেল বর্ণিত বিষয় মনিটরিং করার জন্য নিয়মিত ভাবে মতবিনিময় সভা আয়োজন করে থাকে।

৫.৬ আইন ও বিচার বিভাগের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন অগ্রগতি

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অভিষ্ট ১৬.৩.১ এর নেতৃত্বদানকারী বিভাগ হিসেবে আইন ও বিচার বিভাগ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত রোডম্যাপে চিহ্নিত রয়েছে। উক্ত অভিষ্ট এর মূল বিষয় আইনের শাসন প্রবর্ধন এবং সভার জন্য আইনের সহজগম্যতার পদ্ধতি সম্প্রসারণ করা। উক্ত অভিষ্ট অর্জনে আইন ও বিচার বিভাগ সুনির্দিষ্ট কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। উক্ত কর্ম-পরিকল্পনার মধ্যে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা অর্ন্তভূক্ত রয়েছে। বর্ণিত কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ইতোমধ্যে এই বিভাগ সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ করে তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। নিম্নে এই বিভাগের বিগত ৩১-১২-২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অগ্রগতি প্রতিবেদন সংযুক্ত করা হলো।

SDG ADVANCEMENT REPORT (31.12.2019)

Law and Justice Division.

SDG Target	Global Indicators for SDG targets	Associate Ministries	7th FYP Goals/ Targets related to SDG Targets and Indicator	Relevant Laws, Rules and Policies	Future Activities and Timeline (Short Term= 2 years, Mid Term=6 Years and Long Term= 9 Years.	Implementing Authority	Advancement Report
1	2	3	4	5	6	7	8
16.3 Promote the rule of law at the national and international level) and ensure equal access to justice for all	16.3.1 Proportion of victims of violence in the previous 12 months who reported their victimization to competent authorities or other officially recognized conflict resolution mechanisms	NHRC; LOD; MoFA; MoHA; MoPA; SID: C&AG;	Number of access and usage of legal aid services by the poor and disadvantaged group compared to total litigants. Legal aid will be given to at least 37000 victims annually by 2020. The Government will ensure that the number of cases annually settled under ADR is at least 25000 by 2020 A separate tribunal for dealing with human trafficking cases would be formed.	1 Arbitration Act, 2001 2. Amendment of Civil Procedure Code 2001	*Short Term:* 1. Expansion of Legal Aid Service Network 2. Speedy disposal of cases affecting Women, Children and Disabled. 3. Facilitate ADR mechanism. 4 Reducing Case backlog by activating Co-ordination mechanism. Activities: a) Formation of National Justice Coordination Committee. b) Formation of District Justice Coordination Committee.	(LJD) (SC/LJD) (JICA/LJD) (Development Partner/LJD) (LJD/JICA) (SC/LJD)	1. MoU has been signed with GIZ and NLASO. 2. 41 Nari O Shishu Nirjatan Daman Tribunal has been established with existing 54 tribunals. 3. a. Four specialized training on ADR by JATI and LJD. b. One foreign training and one domestic training by JICA. 4.a) CCC has been formed in 64 districts. b) Foreign short term training is continuing under the project titled "Capacity Building of the Judges of Subordinate Judiciary."
					Mid Term: 1. Capacity Building of Mediators. Activities: a) Arrange training for newly appointed judges. b) Arrange training for Mediators. c) Arrange training for District Legal Aid Officers and Staff. d) Arrange training for Pleaders. e) Arrange refreshers training. 2 Monitoring and Supervision of ADR mechanism. Activities: a) Prepare monitoring and supervision guideline and framework for Judges, DLAC officers and mediators. 3. Preparation and promotion of guideline principles for appointment and renewal process of Mediators. 4 Mandatory provisions of ADR in pre-filing stages of family cases and commercial cases. Activities: a) Initiate step for reformation of relevant laws.	(LJD) (LJD) (JICA/LJD) LJD (E-Judiciary Project) LJD (E-Judiciary Project)	a) Mediators training is continuing. b) Training is arranged for newly appointed judges. c) Continuous training is on route for DLAO and Staffs by NLASO. d) Continuous training has been conducted by JATI and Development Partners for pleaders. e) Refreshers training is arranged by JATI.
					Long Term: 1. Establishment of ADR center in 64 districts. Activities: a) Obtain Policy Decision b) Build Infrastructure c) Appointment Manpower d) Arrange Logistic 2. Preparation of electronic database for all cases. 3. Filtration/deterrence of cases at the initial level.		• Feasibility study. • Pre-ECNEC has been passed for E-Judiciary project.

৫.৭ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন প্রতিবেদন ঃ-

আইন ও বিচার বিভাগের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের কর্মসম্পাদন চুক্তির কৌশলগত উদ্দেশ্য কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক ও পরিমাপকঃ

কর্মসম্পাদন চুক্তি সফলভাবে বাস্তবায়ন নির্ভর করে সঠিক কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objective) ও কৌশলগত উদ্দেশ্য অর্জনে নির্বাচিত কার্যসম্পাদন সূচকের (Key Performance Indicator) এর উপর। আইন ও বিচার বিভাগের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের কর্মসম্পাদন চুক্তি বিশ্লেষন করলে দেখা যায় এ বিভাগের রুপকল্পে 'আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় স্বল্পতম সময়ে ও ব্যয়ে সুবিচার প্রদান ' কল্পে (১) বিচার ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি, (২) বিচার প্রাপ্তিতে অভিগম্যতা (৩) ভূমি রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রমের দক্ষতা, (৪) আইনগত বিষয়ে সরকারকে সহায়তা প্রদান জোরদারকরণ, (৫) বাল্য বিবাহ বিষয়ে নিকাহ রেজিস্ট্রারদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং (৬) চীফ জুডিসিয়াল আদালত ভবন নির্মাণ কার্য সমাপ্ত ও হস্তান্তর বৃদ্ধি এর মতো কৌশলগত উদ্দেশ্য নির্বাচন করা হয় এবং এই ৬ টি কৌশলগত উদ্দেশ্যের অধীন ১৩ টি কার্যক্রম ও ২১ টি সূচক নির্বাচিত করা হয়। ২১টি সূচকের মধ্যে ১৯ টি সূচকের পরিমাপক 'সংখ্যা', ১ টি সূচকের সংখ্যা 'শতকরা হার' এবং ১ টি সূচকের সংখ্যা 'দিন' নির্ধারণ করা হয়েছে।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের প্রধান লক্ষ্যমাত্রা ছিল ঃ

- সম্ভাব্য ৯০,০০০ জন বিচারপ্রার্থীকে সরকারী খরচে আইনী সহায়তা প্রদান;
- বিকল্প পদ্ধতিতে বিরোধ নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধি করে মামলা জট হ্রাস;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাংবিধানিক ও আইনগত বিষয়ে চাহিত সকল মতামত স্বল্পতম সময়ে প্রদান;
- চীফ জুডিসিয়াল আদালত ভবন ও রেজিষ্ট্রি ভবন নির্মাণ ও হস্তান্তর এবং
- আদালতে ডিজিটাল কার্যক্রম সম্প্রসারণ।

রুপকল্প (Vision)

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় স্বল্পতম সময়ে ও ব্যয়ে সুবিচার প্রদান।

অভিলক্ষ্য (Mission)

বিচার ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে দ্রুততম সময়ে ও স্বল্পতম ব্যয়ে সুবিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করা।

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. বিচার ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি
২. বিচার প্রাপ্তিতে অভিগম্যতা
৩. ভূমি রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রমের দক্ষতা বৃদ্ধি
৪. আইনগত বিষয়ে সরকারকে সহায়তা প্রদান জোরদারকরণ
৫. বাল্যবিবাহ বন্ধে নিকাহ রেজিস্ট্রারদের প্রশিক্ষণ প্রদান
৬. চীফ জুডিসিয়াল আদালত ভবন নির্মাণ কার্য সমাপ্ত ও হস্তান্তর

আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. কার্যপদ্ধতি, কর্মপরিবেশ ও সেবার মানোন্নয়ন
২. আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন
৩. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন জোরদারকরণ
৪. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন জোরদারকরণ

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের আইন ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের প্রথম ষান্মাসিক অর্জন সন্তোষজনক হলেও পরবর্তী ০৬ মাসে বিশ্বব্যাপী বিরাজমান কোভিড মহামারীজনিত কারণে বাংলাদেশেও সাধারণ ছুটি ঘোষিত হয়। মার্চ-জুন মাসে স্বাভাবিক দাপ্তরিক কার্যক্রম বিঘ্নিত হওয়ায় অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মত আইন ও বিচার বিভাগে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা কিছুটা হ্রাস পেয়েছে।

আইন ও বিচার বিভাগের ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের কর্মসম্পাদন চুক্তির কর্মপরিকল্পনা

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৭-১৮	প্রকৃত অর্জন* ২০১৮-১৯	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৯-২০					প্রক্ষেপণ ২০২০-২১	প্রক্ষেপণ ২০২১-২০২২
									অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ															
[১] বিচার ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি	৩০	[১.১] বিচার কার্যে সংশ্লিষ্ট বিচারক, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	[১.১.১] প্রশিক্ষিত বিচারক-অভ্যন্তরীণ	সমষ্টি	সংখ্যা	৪	৩৭২	৫৫০	৪৯০	৪৭০	৪৩০	৪২০	৪০০	৪৯০	৫৫০
			[১.১.২] প্রশিক্ষিত বিচারক-বৈদেশিক	সমষ্টি	সংখ্যা	৩	০	০	১৬০	১৫০	১৪০	১৩০	১২০	১৬৫	১৬৫
			[১.১.৩] প্রশিক্ষিত কর্মকর্তা/ কর্মচারী	সমষ্টি	সংখ্যা	১	৪০	৪১	৪৫	৪২	৪০	৩৮	৩৫	৪৫	৪৫
		[১.২] পাবলিক প্রসিকিউটরগণের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ	[১.২.১] প্রশিক্ষিত পাবলিক প্রসিকিউটর	সমষ্টি	সংখ্যা	২	৩২	৪৫	৪৫	৪২	৪০	৩৮	৩৫	৪৫	৪৫
		[১.৩] দক্ষ ও যোগ্য প্রশিক্ষণার্থী মনোনয়ন	[১.৩.১] মনোনীত প্রশিক্ষণার্থী	সমষ্টি	সংখ্যা	১	০	০	৭৫০					৭৫০	৭৫০
		[১.৪] বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে মামলা নিষ্পত্তি	[১.৪.১] মামলা দায়েরের পূর্বে মীমাংসার মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত	সমষ্টি	সংখ্যা	৪	০	৪০০০	৪০০০	৩৫০০	৩০০০	২৫০০	২০০০	৪৫০০	৪৭৫০
			[১.৪.২] মামলা দায়েরের পর মীমাংসার মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত	সমষ্টি	সংখ্যা	৪	১৮০০০	১৯০০০	২০০৫০	১৮০৫০	১৭০০০	১৫০০০	১৪৫০০	২২০০০	২০০০০
		[১.৫] আদালত/ট্রাইব্যুনালে ডিজিটাল নেটওয়ার্ক স্থাপন	[১.৫.১] ডিজিটাল নেটওয়ার্কভুক্ত আদালত	সমষ্টি	সংখ্যা	৪	৫৮	৬৮	৮০	৭৫	৭০	৬৫	৬০	১০০	১০০
		[১.৬] চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ, সংস্কার ও মেরামত	[১.৬.১] নির্মাণকৃত আদালত ভবন	সমষ্টি	সংখ্যা	৪	৬	৭	৭	৬	৫	৪	৩	৭	৭
		[১.৭] শিশু আইন ২০১৩ ও তৎসম্পর্কিত আইনসমূহের উপর বিচারক এবং অন্যান্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান	[১.৭.১] প্রশিক্ষিত বিচারক/ অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারী	সমষ্টি	সংখ্যা	২	০	০	৩০০	২৮০	২৬০	২২০	২০০	৩২৫	৩৫০

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৭-১৮	প্রকৃত অর্জন* ২০১৮-১৯	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৯-২০ অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	প্রক্ষেপণ ২০২০-২১	প্রক্ষেপণ ২০২১-২০২২
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ															
[২] বিচার প্রাপ্তিতে প্রতিবন্ধকতা;	২০	[২.১] গরীব ও অসহায় ব্যক্তিদের সরকারী অর্থে আইনগত সহায়তা প্রদান	[২.১.১] সহায়তাপ্রাপ্ত আবেদনকারী	সমষ্টি	সংখ্যা	৪	৫৭০৫৮	৮০০০০	৯০০০০	৮৫০০০	৮২০০০	৮০০০০	৭০০০০	৯২০০০	৯৫০০০
		[২.২] আইন সহায়তা কার্যক্রম পরিবীক্ষণ।	[২.২.১] এ বিভাগ কর্তৃক জেলা পর্যায়ে প্রদত্ত সেবার মান পরিবীক্ষণের জন্য গৃহীত কর্মসূচির সংখ্যা	সমষ্টি	সংখ্যা	১	০	০	১০	৯	৮	৭	৬	১১	১২
		[২.৩] কল সেন্টারের / হট লাইনের মাধ্যমে আইনী পরামর্শ ও তথ্য সেবা প্রদান	[২.৩.১] প্রকৃত আইনী সহায়তা প্রাপ্ত সুবিধাভোগী	সমষ্টি	সংখ্যা	৪	৮০৫০	১২০০০	১৯০০০	১৭১০০	১৫০০০	১২০০০	১০০০০	১৬০০০	২০০০০
		[২.৪] আইনগত সহায়তা প্রদানের বিষয়ে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও ওয়ার্কশপ ইত্যাদি আয়োজন	[২.৪.১] আয়োজিত সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান	সমষ্টি	সংখ্যা	২	১২৮	২০০	৬০০	৫৫০	৩০০	২০০	১৫০	৪৫০	৪৭৭
		[২.৫] আইনগত সহায়তা প্রদানকারীগণের প্রশিক্ষণ	[২.৫.১] প্রশিক্ষিত কর্মকর্তা	সমষ্টি	সংখ্যা	৩	০	০	২৮০	২৫০	২২২	২০০	১৮০	৩০০	৩০০
			[২.৫.২] প্রশিক্ষিত কর্মচারী	সমষ্টি	সংখ্যা	২	০	০	৪৮	৪৫	৪২	৪০	৩৮	৫০	৫৫
		[২.৬] উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচী	[২.৬.১] প্যানেল আইনজীবীগণের দক্ষতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	সমষ্টি	সংখ্যা	২	০	০	৩৫০	৩২০	৩০০	২৮০	২৫০	৪০০	৪২০
		[২.৭] আইনের সাথে সম্পর্কিত ও সংঘাতে জড়িত শিশুদের আইনি সহায়তা প্রদান	[২.৭.১] আইনি সেবা প্রদানের হার	সমষ্টি	%	১	০	০	১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০	১০০	১০০
		[২.৮] শিশু-বান্ধব আদালতের কর্মপরিবেশ তৈরী	[২.৮.১] শিশু-বান্ধব কর্মপরিবেশ সম্পন্ন আদালতের সংখ্যা	সমষ্টি	সংখ্যা	১	০	০	১৫	১৪	১৩	১২	১০	১৮	২০

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৭-১৮	প্রকৃত অর্জন* ২০১৮-১৯	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৯-২০ অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	প্রক্ষেপণ ২০২০-২১	প্রক্ষেপণ ২০২১-২০২২
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ															
[৩] ভূমি রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রমের দক্ষতা বৃদ্ধি.	১১	[৩.১] জেলা রেজিস্ট্রার, সাব-রেজিস্ট্রার ও সহকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	[৩.১.১] প্রশিক্ষিত সাব-রেজিস্ট্রার	সমষ্টি	সংখ্যা	২	০	০	১৫০	১৪০	১৩০	১২৫	১২০	১৬০	১৭০
			[৩.১.২] প্রশিক্ষিত জেলা রেজিস্ট্রার	সমষ্টি	সংখ্যা	২	০	০	৪০	৩৫	৩২	৩০	২৮	৪৫	৫০
			[৩.১.৩] প্রশিক্ষিত সহায়ক কর্মচারী	সমষ্টি	সংখ্যা	২	০	০	১২০০	১১০০	১০০০	৯০০	৮০০	১২৫০	১৩০০
			[৩.১.৪] প্রশিক্ষিত দলিল লিখক	সমষ্টি	সংখ্যা	২	০	০	১২০০	১১০০	১০০০	৯০০	৮০০	১২৫০	১৩০০
		[৩.২] নিবন্ধনকার্য সম্পাদন এবং নিবন্ধিত দলিলের নকলকরণ	[৩.২.১] রেজিস্ট্রিকৃত দলিল	সমষ্টি	সংখ্যা	৩	১১৫০০	১২০০০	৬০০০০	৫৭০০০	৫৫০০০	৫৩০০০	৫০০০০	৬১০০০	৬২০০০
		[৩.৩] জেলা রেজিস্ট্রি ও সাব-রেজিস্ট্রি অফিস ভবন নির্মাণ ও হস্তান্তর	[৩.৩.১] হস্তান্তরিত রেজিস্ট্রি ভবন	সমষ্টি	সংখ্যা	২	০	০	১০	৯	৮	৭	৬	১২	১৫
		[৩.৪] জেলা রেজিস্ট্রি ও সাব-রেজিস্ট্রি অফিস পরিদর্শন	[৩.৪.১] পরিদর্শনকৃত জেলা রেজিস্ট্রি ও সাব-রেজিস্ট্রি অফিস	সমষ্টি	সংখ্যা	১	০	০	১০	৯	৮	৭	৬	১১	১২
			[৩.৪.২] সুপারিশকৃত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ব্যবস্থা নিশ্চিতকৃত	সমষ্টি	%	১	০	০	৮০	৭৫	৭২	৭০	৬৫	৮৫	৯০
[৪] বাল্যবিবাহ বন্ধে নিকাহ রেজিস্ট্রারদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং উদ্বুদ্ধকরণ;	৪	[৪.১] নিকাহ রেজিস্ট্রারদের প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণ	[৪.১.১] প্রশিক্ষিত নিকাহ রেজিস্ট্রার	সমষ্টি	সংখ্যা	২	০	০	৪০০	৩৫০	৩০০	২৮০	২৫০	৪৫০	৫০০
			[৪.১.২] আয়োজিত সভা	সমষ্টি	সংখ্যা	২	০	০	৪০০	৩৫০	৩০০	২৮০	২৫০	৪৫০	৫০০

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৭-১৮	প্রকৃত অর্জন* ২০১৮-১৯	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৯-২০					প্রক্ষেপণ ২০২০-২১	প্রক্ষেপণ ২০২১-২০২২
									অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ															
(৫) আইনগত বিষয়ে সরকারকে সহায়তা প্রদান জোরদারকরন;	৩	[৫.১] বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের চাহিদা মোতাবেক সাংবিধানিক ও আইনগত বিষয়ে সলিসিটর ও মতামত অনুবিভাগ হতে মতামত প্রদান	[৫.১.১] প্রদানকৃত মতামত	সমষ্টি	%	২	৮০	৮৫	৮৮	৮৭	৮১	৮৪	৮০	৯২	৯৪
		[৫.২] সাংবিধানিক ও আইনগত বিষয়াদী সম্পর্কে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সরকারী দপ্তরসমূহকে পরামর্শ প্রদান (এটর্নী জেনারেল অফিস হতে)	[৫.২.১] প্রদত্ত পরামর্শ	সমষ্টি	%	১	০	০	১০০	৯৫	৯০	৮৮	৮৫	১০০	১০০
[৬] আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সংবিধান ও বিদ্যমান আইনের ভূমিকা দীর্ঘকালস্থায়ীকরণে উপলক্ষে সময়োপযোগী পর্যালোচনা অনুষ্ঠান।	০	[৬.১] সংবিধান, বিদ্যমান সংস্কারমূলক ও আন্তর্জাতিক আইনের আলোকে বিষয়ভিত্তিক ও তথ্য নির্ভর সেমিনার অনুষ্ঠিত করা	[৬.১.১] আয়োজিত সেমিনার	সমষ্টি	সংখ্যা	০	০	০	১২	১১	১০	৯	৮		

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৭-১৮	প্রকৃত অর্জন* ২০১৮-১৯	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৯-২০					প্রক্ষেপণ ২০২০-২১	প্রক্ষেপণ ২০২১-২০২২
									অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ															
[১] কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি	১১	[১.১] মন্ত্রণালয়/বিভাগে ই-ফাইলিং পদ্ধতি বাস্তবায়ন	[১.১.১] সকল শাখায় ই-নথি ব্যবহার	গড়	%	১			১০০	৯০	৮০	৭০	৬০		
			[১.১.২] ই-ফাইলে নথি নিষ্পত্তিকৃত	গড়	%	১			৭০	৬৫	৬০	৫৫	৫০		
			[১.১.৩] ই-ফাইলে পত্র জারীকৃত	গড়	%	১			৬০	৫৫	৫০	৪৫	৪০		
		[১.২] মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক অনলাইন সেবা চালু করা	[১.২.১] ন্যূনতম একটি নতুন অনলাইন সেবা চালুকৃত	তারিখ	তারিখ	১			২৮.০২.২০	১৫.০৩.২০	৩১.০৩.২০	৩০.০৪.২০	৩০.০৫.২০		
		[১.৩] মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন	[১.৩.১] ন্যূনতম একটি নতুন উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প চালুকৃত	তারিখ	তারিখ	১			১১.০৩.২০	১৮.০৩.২০	২৫.০৩.২০	০১.০৪.২০	০৮.০৪.২০		
		[১.৪] প্রতিটি শাখার বিনষ্টযোগ্য নথির তালিকা প্রণয়ন ও বিনষ্ট করা	[১.৪.১] বিনষ্টযোগ্য নথির তালিকা প্রণীত	তারিখ	তারিখ	০.৫			১০.০৩.২০	১৭.০৩.২০	২৪.০৩.২০	৩১.০৩.২০	০৭.০৪.২০		
			[১.৪.২] প্রণীত তালিকা অনুযায়ী বিনষ্টকৃত নথি	সমষ্টি	%	০.৫			১০০	৯০	৮০	৭০	৬০		
		[১.৫] সেবা সহজিকরণ	[১.৫.১] ন্যূনতম একটি সেবা সহজিকরণ প্রসেস ম্যাপসহ সরকারি আদেশ জারিকৃত	তারিখ	তারিখ	০.৫			১৫.১০.১৯	২০.১০.১৯	২৪.১০.১৯	২৮.১০.১৯	৩০.১০.১৯		
			[১.৫.২] সেবা সহজিকরণ অধিক্ষেত্রে বাস্তবায়িত	তারিখ	তারিখ	০.৫			১৫.০৪.২০	৩০.০৪.২০	১৫.০৫.২০	৩০.০৫.২০	১৫.০৬.২০		
		[১.৬] পিআরএল শুরুর ২ মাস পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর পিআরএল ও ছুটি নগদায়নপত্র জারি করা	[১.৬.১] পিআরএল আদেশ জারিকৃত	গড়	%	০.৫			১০০	৯০	৮০				
			[১.৬.২] ছুটি নগদায়ন পত্র জারিকৃত	গড়	%	০.৫			১০০	৯০	৮০				
		[১.৭] শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগ প্রদান	[১.৭.১] নিয়োগ প্রদানের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারিকৃত	সমষ্টি	%	০.৫			৮০	৭০	৬০	৫০			
			[১.৭.২] নিয়োগ প্রদানকৃত	সমষ্টি	%	০.৫			৮০	৭০	৬০	৫০			
		[১.৮] বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি	[১.৮.১] বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তিকৃত	গড়	%	১			৯০	৮০	৭০	৬০			
		[১.৯] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ	[১.৯.১] মন্ত্রণালয়/বিভাগের সকল তথ্য হালনাগাদকৃত	গড়	%	১			১০০	৯০	৮০				

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৭-১৮	প্রকৃত অর্জন* ২০১৮-১৯	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৯-২০ অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	প্রক্ষেপণ ২০২০-২১	প্রক্ষেপণ ২০২১-২০২২
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ															
[১] দাপ্তরিক কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ	৮	[১.১] বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন	[১.১.১] সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সমষ্টি	জনঘণ্টা	১			৬০						
			[১.১.২] বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সকল ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ে অনলাইনে দাখিলকৃত	সমষ্টি	সংখ্যা	১			৪						
			[১.১.৩] এপিএ টিমের মাসিক সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত	গড়	%	০.৫			১০০	৯০	৮০				
			[১.১.৪] মন্ত্রণালয়/বিভাগ ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনান্তে ফলাবর্তক (feedback) প্রদত্ত	তারিখ	তারিখ	০.৫			৩১.০১.২০	০৭.০২.২০	১০.০২.২০	১১.০২.২০	১৩.০২.২০		
		[১.২] জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন	[১.২.১] জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	সমষ্টি	%	১			১০০	৯৫	৯০	৮৫			
			[১.২.২] ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	তারিখ	তারিখ	১			১৫.১০.১৯	১৫.১১.১৯	১৫.১২.১৯	১৫.০১.২০	৩১.০১.২০		
		[১.৩] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন	[১.৩.১] নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তিকৃত	গড়	%	০.৫			১০০	৯০	৮০	৭০			
			[১.৩.২] অভিযোগ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে দাখিলকৃত	সমষ্টি	সংখ্যা	০.৫			১২	১১	১০	৯			
		[১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি হালনাগাদকরণ ও বাস্তবায়ন	[১.৪.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি হালনাগাদকৃত	গড়	%	১			৯০	৮০	৭০	৬০			
			[১.৪.২] নির্ধারিত সময়ে ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে দাখিলকৃত	সমষ্টি	সংখ্যা	০.৫			৪	৩	২				
			[১.৪.৩] সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা চালুকৃত	তারিখ	তারিখ	০.৫			৩১.১২.১৯	১৫.০১.২০	০৭.০২.২০	১৭.০২.২০	২৮.০২.২০		

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৭-১৮	প্রকৃত অর্জন* ২০১৮-১৯	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৯-২০ অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	প্রক্ষেপণ ২০২০-২১	প্রক্ষেপণ ২০২১-২০২২
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ															
[৩] আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	৬	[৩.১] বাজেট বাস্তবায়নে উন্নয়ন	[৩.১.১] বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণীত	তারিখ	তারিখ	০.৫			১৬.০৮.১৯	২০.০৮.১৯	২৪.০৮.১৯	২৮.০৮.১৯	৩০.০৮.১৯		
			[৩.১.২] ত্রৈমাসিক বাজেট বাস্তবায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত	সমষ্টি	সংখ্যা	০.৫			৪	৩					
		[৩.২] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন	[৩.২.১] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়িত	সমষ্টি	%	২			১০০	৯০	৮০	৭০	৬০		
		[৩.৩] বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[৩.৩.১] ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়িত	সমষ্টি	%	০.৫			১০০	৯০	৮০	৭০	৬০		
		[৩.৪] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন	[৩.৪.১] ত্রিপক্ষীয় সভায় নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশকৃত অডিট আপত্তি	সমষ্টি	%	০.৫			৬০	৫৫	৫০	৪৫	৪০		
			[৩.৪.২] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত	সমষ্টি	%	০.৫			৫০	৪৫	৪০	৩৫	৩০		
		[৩.৫] টেলিফোন বিল পরিশোধ	[৩.৫.১] টেলিফোন বিল পরিশোধিত	সমষ্টি	%	০.৫			১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০		
		[৩.৬] বিপিডিবি/ডিপিডিসি-এর ইউটিলিটি বিল পরিশোধ	[৩.৬.১] ইউটিলিটি বিল পরিশোধিত	সমষ্টি	%	১			১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০		

*সাময়িক (provisional) তথ্য

৫.৮ শুদ্ধাচার কৌশলও বিচার বিভাগের শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা, ২০১৯-২০২০ পরিশিষ্ট ক

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের নাম: আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০১৯-২০২০ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০১৯-২০২০						অর্জিত মান	মন্তব্য
						লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	মোট অর্জন		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
১. প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা..................................৮													
১.১ নৈতিকতা কমিটির সভা	অনুষ্ঠিত সভা	৪	সংখ্যা	যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন) [illegible]	৪	লক্ষ্যমাত্রা	১	১	১	১			
						অর্জন							
১.২ নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত	৪	%	যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন) [illegible]	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%			
						অর্জন							
২. দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন..................................১০													
২.১ সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভা	অনুষ্ঠিত সভা	২	সংখ্যা	যুগ্ম-সচিব (প্র-২)	৪	লক্ষ্যমাত্রা	১	১	১	১			
						অর্জন							
২.২ অংশীজনের অংশগ্রহণে সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত	২	%	যুগ্ম-সচিব (প্র-২)	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%			
						অর্জন							
২.৩ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে চাকরি সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ আয়োজন	প্রশিক্ষণার্থী	৩	সংখ্যা	যুগ্ম-সচিব (প্র-২)	১২০	লক্ষ্যমাত্রা	৩০	৩০	৩০	৩০			
						অর্জন							
২.৪ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে সুশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন	প্রশিক্ষণার্থী	৩	সংখ্যা	যুগ্ম-সচিব (প্র-২)	১২০	লক্ষ্যমাত্রা	৩০	৩০	৩০	৩০			
						অর্জন							
৩. শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক আইন/বিধি/নীতিমালা/ম্যানুয়েল প্রণয়ন/সংস্কার/হালনাগাদকরণ ও প্রজ্ঞাপন/পরিপত্র জারি..............১০													
৩.১ বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের অবসর বিধিমালা প্রণয়ন ও প্রজ্ঞাপন জারি	প্রণীত বিধিমালা ও জারীকৃত প্রজ্ঞাপন	৬	তারিখ	যুগ্ম-সচিব (প্র-১)	[illegible] [illegible]	লক্ষ্যমাত্রা		[illegible]	[illegible]				
						অর্জন							
৩.২ প্রজ্ঞাপন/পরিপত্র জারি ১. ই-ফাইলিং সংক্রান্ত ২. অনলাইন রেকর্ড সংক্রান্ত ৩. নথি শ্রেণী বিন্যাস সংক্রান্ত ৪. বিদ্যুৎ, পানি ও জ্বালানির সাশ্রয় সংক্রান্ত	জারীকৃত	৪	সংখ্যা	যুগ্ম-সচিব (প্র-১)	৪	লক্ষ্যমাত্রা	১	১	১	১			
						অর্জন							

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০১৯-২০২০ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০১৯-২০২০						অর্জিত মান	মন্তব্য
						লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	মোট অর্জন		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
৪. ওয়েবসাইটে সেবাবক্স হালনাগাদকরণ..................................৮													
৪.১ সেবা সংক্রান্ত টোল ফ্রি নম্বরসমূহ স্ব স্ব তথ্য বাতায়নে দৃশ্যমানকরণ	তথ্য বাতায়নে দৃশ্যমানকৃত	১	তারিখ	যুগ্ম-সচিব (প্র-১)	৩০/৬/২০২০	লক্ষ্যমাত্রা	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
						অর্জন							
৪.২ স্ব স্ব ওয়েবসাইটে শুদ্ধাচার সেবাবক্স হালনাগাদকরণ	সেবাবক্স হালনাগাদকৃত	২	তারিখ	যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন) [illegible]	৩০/৬/২০২০	লক্ষ্যমাত্রা	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
						অর্জন							
৪.৩ স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা হালনাগাদ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ	হালনাগাদকৃত নির্দেশিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	১	তারিখ	যুগ্ম-সচিব (প্র-১)	৩০/৬/২০২০	লক্ষ্যমাত্রা	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
						অর্জন							
৪.৪ স্ব স্ব ওয়েবসাইটে তথ্য অধিকার সেবাবক্স হালনাগাদকরণ	সেবাবক্স হালনাগাদকৃত	২	তারিখ	যুগ্ম-সচিব (প্র-২)	৩০/৬/২০২০	লক্ষ্যমাত্রা	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
						অর্জন							
৪.৫ স্ব স্ব ওয়েবসাইটে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS) সেবাবক্স হালনাগাদকরণ	ওয়েবসাইটে হালনাগাদকৃত	২	তারিখ	যুগ্ম-সচিব (বাজেট)	৩০/৬/২০২০	লক্ষ্যমাত্রা	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
						অর্জন							
৫. সুশাসন প্রতিষ্ঠা..................................৬													
৫.১ উত্তম চর্চার তালিকা প্রণয়ন করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ	উত্তম চর্চার তালিকা প্রেরিত	৩	তারিখ	যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন) [illegible]	৩১/১২/২০১৯ ৩০/৬/২০২০	লক্ষ্যমাত্রা		[illegible]		[illegible]			
						অর্জন							
৫.২ বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার-এর ফোকাল পয়েন্ট ও বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নিয়োগ ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ	ফোকাল পয়েন্ট ও বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নিয়োগকৃত ও ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	২	তারিখ	যুগ্ম-সচিব (প্র-২	৩১/১২/২০১৯	লক্ষ্যমাত্রা	[illegible]	[illegible]					
						অর্জন							
৫.৩ জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) বিধিমালা, ২০১৭-এর বিধি ৪ অনুসারে "ডেজিগনেটেড অফিসার" নিয়োগ ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ	"ডেজিগনেটেড অফিসার" নিয়োগকৃত ও ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	১	তারিখ	যুগ্ম-সচিব (প্র-২	৩১/১২/২০১৯	লক্ষ্যমাত্রা	[illegible]	[illegible]					
						অর্জন							

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০১৯-২০২০ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০১৯-২০২০						অর্জিত মান	মন্তব্য
						লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	মোট অর্জন		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
৬. প্রকল্পের ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার……………………৯													
৬.১ প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন	অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনা	২	তারিখ	যুগ্ম-সচিব (বাজেট)	৩০/৯/২০১৯	লক্ষ্যমাত্রা	৩০/৯/২০১৯						
						অর্জন							
৬.২ এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি	অগ্রগতির হার	১	%	যুগ্ম-সচিব (বাজেট)	৯০%	লক্ষ্যমাত্রা	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%			
						অর্জন							
৬.৩ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিদর্শন/ পরিবীক্ষণ	দাখিলকৃত প্রতিবেদন	৩	সংখ্যা	যুগ্ম-সচিব, (প্র-১)	২	লক্ষ্যমাত্রা	০	১	০	১			
						অর্জন							
৬.৪. প্রকল্প পরিদর্শন/পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়ন	বাস্তবায়নের হার	৩	%	যুগ্ম-সচিব, (প্র-১)	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা	২৫%	৫০%	৭৫%	১০০%			
						অর্জন							
৭. ক্রয়ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার……………৭													
৭.১ পিপিএ ২০০৬-এর ধারা ১১(২) ও পিপিআর ২০০৮-এর বিধি ১৬(৬) অনুযায়ী ২০১৯-২০ অর্থ বছরের ক্রয়-পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশ	ক্রয়-পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	৩	তারিখ	যুগ্ম-সচিব, (প্র-১)	৩০/৯/২০১৯	লক্ষ্যমাত্রা	৩০/৯/২০১৯						
						অর্জন							
৭.২ ই-টেন্ডারের মাধ্যমে ক্রয় কার্য সম্পাদন	ই-টেন্ডারে ক্রয় সম্পন্ন	৪	%	যুগ্ম-সচিব (বাজেট)	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%			
						অর্জন							
৮. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি শক্তিশালীকরণ……………………১১													
৮.১ সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেনস্ চার্টার) বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণকৃত	২	%	যুগ্ম-সচিব, (প্র-২)	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা	২৫%	৫০%	৭৫%	১০০%			
						অর্জন							
৮.২ শাখা/অধিশাখা ও আওতাধীন/অধস্তন কার্যালয় পরিদর্শন	পরিদর্শন সম্পন্ন	২	সংখ্যা	যুগ্ম-সচিব, (প্র-১)	১২	লক্ষ্যমাত্রা	৩	৩	৩	৩			
						অর্জন							
৮.৩ শাখা/অধিশাখা ও আওতাধীন/অধস্তন কার্যালয় পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়ন	পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়িত	২	%	যুগ্ম-সচিব, (প্র-১)	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা	২৫%	৫০%	৭৫%	১০০%			
						অর্জন							
৮.৪ সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ অনুযায়ী নথির শ্রেণি বিন্যাসকরণ	নথি শ্রেণি বিন্যাসকৃত	২	%	যুগ্ম-সচিব, (প্র-২)	৮০%	লক্ষ্যমাত্রা	১০%	৩০%	৫০%	৮০%			
						অর্জন							
৮.৫ শ্রেণি বিন্যাসকৃত নথি বিনষ্টকরণ	নথি বিনষ্টকৃত	৩	%		১০০%	লক্ষ্যমাত্রা	২৫%	৫০%	৭৫%	১০০%			

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০১৯-২০২০ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০১৯-২০২০						অর্জিত মান	মন্তব্য
						লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	মোট অর্জন		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
						অর্জন							
৯. শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম……………১৬ (অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ন্যূনতম ৫টি কার্যক্রম)													
৯.১ পানি, বিদ্যুৎ ও গ্যাস অপচয়রোধে কর্মচারীদের উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচী	গৃহীত কর্মসূচী	৩	সংখ্যা	যুগ্ম-সচিব (প্র-১)	৪	লক্ষ্যমাত্রা	১	১	১	১			
						অর্জন							
৯.২ জাতীয় আইনগত সহায়তা সংস্থার অনলাইন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ	পরিবীক্ষণকৃত	৩	সংখ্যা	যুগ্ম-সচিব (প্র-১)	৪	লক্ষ্যমাত্রা	১	১	১	১			
						অর্জন							
৯.৩ বিবাহ রেজিস্ট্রারদের জেলাওয়ারী তালিকা প্রস্তুতকরণ এবং অনলাইনে প্রদান	প্রস্তুতকৃত তালিকা	৩	সংখ্যা	যুগ্ম-সচিব (প্র-২)	৬৪	লক্ষ্যমাত্রা	১৫	১৫	১৫	১৯			
						অর্জন							
৯.৪ বিচারকদের শুদ্ধাচার ও নৈতিকতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	প্রশিক্ষণার্থী	৩	সংখ্যা	যুগ্ম-সচিব (প্র-১)	১২০	লক্ষ্যমাত্রা	৩০	৩০	৩০	৩০			
						অর্জন							
৯.৫ জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার জন্য এ্যাপস্ তৈরী ও কার্যকরকরণ	প্রস্তুতকৃত এ্যাপস্	৩	তারিখ	যুগ্ম-সচিব (প্র-২)	৩০/৯/২০১৯ ৩০/৬/২০২০	লক্ষ্যমাত্রা	৩০/৯/২০১৯			৩০/৬/২০২০			
						অর্জন							
১০. শুদ্ধাচার চর্চার জন্য পুরস্কার প্রদান……………………৫													
১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান	প্রদত্ত পুরস্কার	৩	তারিখ	সচিব	৩০/০৬/২০২০	লক্ষ্যমাত্রা				৩০/৬/২০২০			
						অর্জন							
১০.২ আওতাধীন/অধস্তন কার্যালয়ে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানের নিমিত্ত ৩২১১১৩০১ কোডে অর্থ বরাদ্দ	অর্থ বরাদ্দকৃত	২	তারিখ	যুগ্ম-সচিব (বাজেট)	৩১/০৩/২০২০	লক্ষ্যমাত্রা			৩১/০৩/২০২০				
						অর্জন							
১১. অর্থ বরাদ্দ……………………………………৩													
১১.১ শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের আনুমানিক পরিমাণ	বরাদ্দকৃত অর্থ	৩	লক্ষ টাকা	যুগ্ম-সচিব (বাজেট)	৭ লক্ষ টাকা	লক্ষ্যমাত্রা	১ লক্ষ	২ লক্ষ	২ লক্ষ	২ লক্ষ			
						অর্জন							
১২. পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন……………………………৮													
১২.১ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণীত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা, ২০১৯-২০ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে দাখিল ও স্ব স্ব ওয়েবসাইটে	প্রণীত কর্ম-পরিকল্পনা দাখিলকৃত ও আপলোডকৃত	২	তারিখ	যুগ্মসচিব (সমন্বয়) [illegible]	১৭/০৬/২০১৯	লক্ষ্যমাত্রা	১৭/০৬/২০১৯						
						অর্জন							

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০১৯-২০২০ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০১৯-২০২০							মন্তব্য
						লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	মোট অর্জন	অর্জিত মান	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
আপলোডকরণ													
১২.২ নির্ধারিত সময়ে ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে দাখিল ও স্ব স্ব ওয়েবসাইটে আপলোডকরণ	ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিলকৃত ও আপলোডকৃত	২	তারিখ	ফোকাল পয়েন্ট (সমন্বয়) [illegible]	[illegible]	লক্ষ্যমাত্রা	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
						অর্জন							
১২.৩ আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) কর্তৃক দাখিলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের ওপর ফিডব্যাক প্রদান	ফিডব্যাক সভা/কর্মশালা অনুষ্ঠিত	৪	তারিখ	ফোকাল পয়েন্ট (সমন্বয়) [illegible]	[illegible]	লক্ষ্যমাত্রা	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
						অর্জন							

বি:দ্র:- কোন ক্রমিকের কার্যক্রম প্রযোজ্য না হলে তার কারণ সংশ্লিষ্ট আইন/বিধি/নীতিমালা পর্যালোচনাপূর্বক মন্তব্য কলামে উল্লেখ করতে হবে।

৫.৯ আইসিটি সেল

সাফল্যের ৮ম বছরঃ আইসিটি সেল, আইন ও বিচার বিভাগ

ভার্চুয়াল কনফারেন্স ও ই-নথি ব্যবহার

এক নজরে ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নে আইন ও বিচার বিভাগঃ

(E-Governance Establishment by Law and Justice Division at a Glance)

- ই-ফাইলিং
- ভিডিও/ভার্চুয়াল কনফারেন্সিং
- সিআরভিএস ব্যবস্থাপনা
- আইনি সহায়তার জন্য ডায়াল নম্বর/শর্টকোড ১৬৪৩০
- জাজে' স সার্ভিস ট্র্যাকিং সিস্টেম

আইন ও বিচার বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) অনুসারে আইসিটি সেল (ICT Cell) দপ্তরের ২০১৯-২০ সনের কার্যাবলী নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

কার্য পরিধি	২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের কার্যাবলী												
জুডিসিয়াল এমআইএস প্রতিবেদন (Judicial MIS Report)	আইন ও বিচার বিভাগের বার্ষিক ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ও তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী মাসিক হারে উল্লিখিত সংখ্যক সার্কুলার, বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়ঃ												
	সাধারণ	জুলাই '১৯	আগস্ট '১৯	সেপ্টেম্বর '১৯	অক্টোবর '১৯	নভেম্বর '১৯	ডিসেম্বর '১৯	জানুয়ারি '২০	ফেব্রুয়ারি '২০	মার্চ '২০	এপ্রিল '২০	মে '২০	জুন '২০
		১৬৮	১৭৩	২৮৮	১৮৬	৩১২	২৩৫	১৩১	১৪৪	৮৯	১	১৩	৪৫
	বাজেট ও উন্নয়ন	জুলাই '১৯	আগস্ট '১৯	সেপ্টেম্বর '১৯	অক্টোবর '১৯	নভেম্বর '১৯	ডিসেম্বর '১৯	জানুয়ারি '২০	ফেব্রুয়ারি '২০	মার্চ '২০	এপ্রিল '২০	মে '২০	জুন '২০

<table>
<tr><td></td><td></td><td>২৮</td><td>৫৬</td><td>৯১</td><td>২২৬</td><td>১৪৩</td><td>২২৩</td><td>২০৮</td><td>১৬১</td><td>১৪৪</td><td>১</td><td>১</td><td>৩২</td></tr>
<tr><td>এমআইএস চার্ট
(MIS Chart)</td><td colspan="13">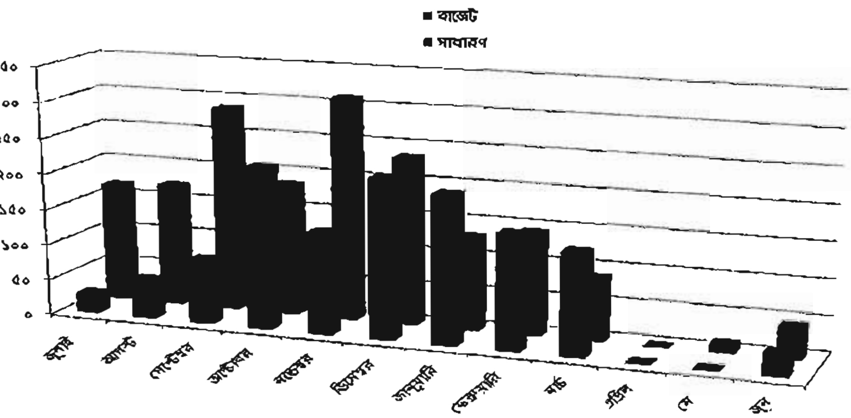
</td></tr>
</table>

ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়ন

(E-Governance Establishment)

২০১৯-২০২০

ভিডিও কনফারেন্স: আইন ও বিচার বিভাগের ভিডিও কনফারেন্স সিস্টেম সক্রিয় অবস্থায় রয়েছে।

ই-ফাইলিং/নথি ব্যবস্থাপনা:

আইন ও বিচার বিভাগের ই-নথি বাস্তবায়নের ২০১৯-২০ অর্থ বছরের তথ্যের ছক নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

মাস	ডাক		নথি			পত্রজারিতে নিস্পন্ন নোট			পত্রজারির সংখ্যা
	গৃহীত	নিস্পন্ন	স্ব-উদ্যোগে সৃজিত নোট	ডাক থেকে সৃজিত নোট	নোটে নিস্পন্ন	অনলাইন সিস্টেম	ই-মেইল ও অন্যান্য	মোট	
জুলাই	১৯৫	৪	০	৩	১	০	০	০	০
আগস্ট	১৮৯	২	০	১	০	০	০	০	০
সেপ্টেম্বর	১৮৫	৪	৩	০	৪	০	৩	৩	৩
অক্টোবর	১৯১	০	০	০	০	০	০	০	০
নভেম্বর	১৭৮	০	০	০	০	০	০	০	০
ডিসেম্বর	১৫২	৩	০	০	২	০	০	০	০
জানুয়ারি	২৬০	১৩	৫	৫	০	৩	৪	৭	৮
ফেব্রুয়ারী	২৮৬	৩৭	৩	১৯	৪	১৪	০	১৪	১৪
মার্চ	২০৬	২৬	০	৩	০	২	২	৪	৪
এপ্রিল	২৪	০	২	০	০	০	০	০	০
মে	৫৩	০	০	০	০	০	০	০	০
জুন	১৬২	১	০	১	১	০	০	০	০

ডিজিটাল সার্ভিস রোডম্যাপ:

অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আইন ও বিচার বিভাগের ডিজিটাল সার্ভিস রোডম্যাপ মোতাবেক ই-সিস্টেম তালিকাঃ

১. ডিজিটাল লিগ্যাল সাপোর্ট টু দ্য গভর্ণমেন্ট
২. ডিজিটাল নিকাহ্ রেজিস্ট্রার সার্টিফিকেট ম্যানেজমেন্ট
৩. ডিজিটাল নোটারী অ্যাটেসটেইশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম
৪. ডিজিটাল নোটারী পাবলিক অ্যাপয়ন্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

ই-জুডিসিয়ারি:

সংশোধিত ডিপিপি প্রণয়ন করার জন্য কমিটি কর্তৃক কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং জনবল সংক্রান্ত প্রস্তাবনা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

এছাড়াও ভার্চুয়াল কনফারেন্স বিষয়ক শীর্ষ স্থানীয় অনলাইন অ্যাপিপ্লকেশন Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Cisco Webex ইত্যাদি ব্যবহার করে সভা আয়োজন,

<table>
<tr>
<td>সুশাসন এবং ওয়েব-পোর্টাল

(Good Governance & Web-Portal)</td>
<td>২০১৯-২০২০</td>
<td>সরকারের সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সময় সময় গৃহীত পদক্ষেপের তথ্যসমূহ আইন ও বিচার বিভাগের ওয়েব-পোর্টালে লিংক আকারে সংযোজন করা হয়েছে। সংযোজিত লিংকসমূহের তালিকাঃ

➤ তথ্য অধিকার (Right to Information)
➤ কর্ম সম্পাদন ব্যবস্থাপনা (Annual Performance Management)
➤ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (National Integrity Strategy)
➤ অভিযোগ গ্রহণ ও নিস্পত্তি (Grievance Redress System)
➤ ইনোভেশন (Innovation)
উক্ত লিংক সমূহে বিষয়ভিত্তিক নীতিমালা, পরিপত্র, কমিটি, কর্ম-পরিকল্পনা, কার্যক্রম, প্রতিবেদনসহ বিভিন্ন তথ্যাদি সংযোজন করা হয়েছে।</td>
</tr>
<tr>
<td>জনবল ও প্রশিক্ষণ

(Manpower & Training)</td>
<td>২০১৯-২০২০</td>
<td>আইসিটি সেল দপ্তরে ০৩টি ক্যাটাগরির ০৪টি অনুমোদিত পদের মধ্যে প্রোগ্রামার, সহকারী প্রোগ্রামার ও ০২ জন ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর সহ মোট ০৪ জন জনবল কর্মরত রয়েছে।

জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ নীতিমাল (পিএটিপি) -২০০৩ এর আওতায় কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে।</td>
</tr>
<tr>
<td>আইসিটি সরঞ্জাম সংগ্রহ
(ICT Equipment Collection)</td>
<td>২০১৯-২০২০</td>
<td>আইসিটি সেল দপ্তরে নিম্নলিখিত সরঞ্জামাদি হস্তান্তর ও সংরক্ষণ করা হয়ঃ

<table><tr><th colspan="2">সরঞ্জাম তালিকা</th></tr><tr><td>নেটওয়ার্ক ক্যাবল (UTP LAN Cable)</td><td>০২ বক্স/ ৬০০ মিটার</td></tr></table></td>
</tr>
</table>

৫.১০ বঙ্গবন্ধু জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে এ বিভাগের গৃহিত কর্মপরিকল্পনা ঃ

সরকার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে ২০২০ সালের ১৭ মার্চ হতে ২০২১ সালের ১৭ মার্চ পর্যন্ত সময়কে মুজিব বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করেছে। মুজিববর্ষ উপলক্ষে আইন ও বিচার বিভাগ লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সংগে যৌথভাবে বছরটি উদযাপনের জন্য একটি উদযাপন কমিটি গঠন করে বছর ব্যাপী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। আইন ও বিচার বিভাগ হতে সুনির্দিষ্টভাবে মুজিব বর্ষ উপলক্ষে কিছু বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে, যা মুজিববর্ষ উদযাপন কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। উক্ত কর্মসূচীর অন্তর্ভূক্ত বিষয়সমূহের মধ্যে প্রধান দুটি বিষয় হচ্ছে ঃ

(ক) বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার রায় বাংলাদেশের বিচার বিভাগের এক ঐতিহাসিক অর্জন। কিন্তু কিভাবে শত চড়াই উৎরাই পার হয়ে এই বিচার কার্যক্রম শুরু হলো, সাক্ষ্য -প্রমাণ গ্রহণপূর্বক আদালতে এই মামলা কিভাবে নিষ্পত্তি করা হলো, আদালতে রায়ের বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ, রায় পরবর্তী বাস্তবায়ন-প্রত্যেকটি বিষয় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যা মামলা বাস্তবায়নের একটি ঐতিহাসিক দলিল, যা বাঙ্গালী জাতির জন্য শিক্ষণীয় ও সংরক্ষণযোগ্য। অথচ বিচার প্রক্রিয়ার এই ঐতিহাসিক অধ্যায়, সাফল্য, প্রসিকিউশন প্যানেলের গবেষণা, অধ্যবসায়, সাক্ষ্য-প্রমাণ এই বিষয়সমূহ একজন আইন শিক্ষাবিদের কাছে এখনও সহজলভ্য নয়। এই সাফল্যের সাথে জড়িত ব্যক্তি, সংস্থা ও প্রসিকিউশন সদস্যদের অভিজ্ঞতা ও বক্তব্য প্রজন্মের পর প্রজন্মের কাছে এক অনন্য শিক্ষার মাধ্যম হতে পারে। তাই এই সাফল্য গাঁথাকে যুগের পর যুগ সংরক্ষণের জন্য ভিডিও প্রামান্যচিত্র নির্মাণ একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষায় নির্মিতব্য এই প্রামাণ্যচিত্র আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও রাখবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান। উল্লিখিত কারণসমূহে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যা মামলার উপর আইন-আদালত ভিত্তিক তথ্যনির্ভর আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন একটি প্রামান্যচিত্র এ বিভাগ কর্তৃক নির্মিত হবে। ইতোমধ্যে উক্ত প্রামাণ্য চিত্রের ধারণাগত প্রস্তাবনা তৈরী করা হয়েছে।

(খ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে বিজয় অর্জনের এক বৎসরের মধ্যেই নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ সংবিধানের খসড়া প্রস্তুত করেন, যা ১৯৭২ সালের ৪ঠা নভেম্বর, গণপরিষদে গৃহীত ও পাস হয় এবং একই বৎসরের ১৬ই ডিসেম্বর কার্যকর হয়। তাছাড়া, তার যোগ্য নেতৃত্বে ও নির্দেশনায় স্বাধীনতার পর ন্যুনতম সময়ের মধ্যে তিনি বাংলাদেশের অধিকাংশ আইন প্রণয়ন, সংশোধন ও সংযোজন করিয়েছেন। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার সদস্য পদ লাভ করেছেন। আইন অঙ্গনে তাঁর এ দুরদর্শী এবং বিচক্ষণ ভূমিকার বিষয়ে এ বিভাগ হতে বছর ব্যাপী বিভিন্ন সেমিনার ও সভা আয়োজন করার পরিকল্পনা গৃহিত হয়েছে।

এ বিভাগের অধিনস্ত দপ্তর, সংস্থা মুজিববর্ষ উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ঃ-

(১) ইতোমধ্যে বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটে গ্রন্থাগার সংলগ্ন পৃথক **বঙ্গবন্ধু কর্ণার** স্থাপন করা হয়েছে এবং ৪০তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারী ৪৪জন প্রশিক্ষনার্থী বিচারককে মুজিব বর্ষের লোগো সম্বলিত কোট পিন ও ক্রেস্ট বিতরণ করা হয়েছে।

(২) জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা মুজিব বর্ষ উপলক্ষে জনহিতকর কার্যক্রম হিসেবে জেলা পর্যায়ে আইনগত সহায়তা সম্পর্কে স্কুল/কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষামূলক সেশন পরিচালনার এবং আইন সম্পর্কিত বিতর্ক বা কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে। একই সাথে বছর ব্যাপী লিগ্যাল এইড সেবাকে জনগণের কাছে সহজে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে অনলাইন প্লাটফর্মে আইনগত সেবা প্রদান করে যাচ্ছে।

আইন ও বিচার বিভাগের সংযুক্ত দপ্তর/অধিদপ্তর-এর ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্যাবলী ও অর্জিত সাফল্য

৬. নিবন্ধন অধিদপ্তর

বাংলাদেশ তথা উপমহাদেশে হস্তান্তরিত সম্পত্তির মালিকানা নিরুপিত হয় নিবন্ধীকৃত দলিলের ভিত্তিতে। দলিল নির্ভুল থাকলে ভূমির মালিকানা স্বত্ব অক্ষুন্ন থাকে। দেশের নিম্ন আদালত হতে উচ্চতর আদালত পর্যন্ত অর্জিত ভূমির মালিকানা স্বত্ত্বের বিচারে দলিলকে প্রামাণ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। দলিল রেজিষ্ট্রেশনের কার্যক্রম ১৯০৮খ্রিঃ সালের রেজিষ্ট্রেশন আইন ও অন্যান্য বিধিবিধান অনুসরণ করে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের অধীন নিবন্ধন অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে থাকে।

গৃহিত কার্যক্রম ঃ

০১। ২৬-০৩-২০২০ খ্রিঃ হতে ৩০-০৫-২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত "কোভিড-১৯" মহামারি কালীন সরকারি সাধারণ ছুটি সময়ে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের মধ্যেও মাননীয় আইনমন্ত্রী মহোদয়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ২৭-০৪-২০২০ খ্রিঃ হতে ১৩-০৫-২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত আইন মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত বরাদ্দ রেজিস্ট্রেশন বিভাগের সকল জেলার কর্মকর্তা/কর্মচারীসহ সকল খাতে মহা পরিদর্শক, নিবন্ধন কয়েকজন কর্মচারীসহ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বরাদ্দ বিভাজন পূর্বক সকল জেলা রেজিস্ট্রার ও হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা বরাবর বিদ্যমান কাগজ ভিত্তিক পদ্ধতির পাশাপাশি নিবন্ধন অধিদপ্তরের নিজস্ব ওয়েবসাইট (www.rd.gov.bd) এ বরাদ্দ প্রেরণ করেছেন।

করোনা ভাইরাসে সংক্রমণের মধ্যেও আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, আইন ও বিচার বিভাগের অধিনস্থ নিবন্ধন অধিদপ্তরের সাব-রেজিস্ট্রি অফিস সমূহে ৩১/০৫/২০২০ খ্রিঃ তারিখ ও জুন ২০২০ খ্রিঃ মাসে সর্বমোট ৫২৯,৮১,৫১, ৩৩৯/৫২ (পাঁচশত উনত্রিশ কোটি একাশি লক্ষ একান্ন হাজার তিনশত উনচল্লিশ টাকা বায়ান্ন পয়সা) রাজস্ব আদায় করা হয়। "কোভিড-১৯" সংক্রান্ত "শারিরীক দূরত্ব"সহ সরকার নির্দেশিত "স্বাস্থ্য বিধি" পালন করে জরুরী অর্থবরাদ্দ সহ অন্যান্য সরকারি জরুরী দায়িত্ব পালন করেছেন এবং রেজিস্ট্রেশন বিভাগের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারিকে উক্ত বিধি মেনে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করেছেন।

২। ২৬/১২/২০১৯খ্রি. হতে স্ট্যাম্প শুল্ক ৩% হতে ১.৫% হ্রাস করার প্রজ্ঞাপনের বিষয়ে সকল জেলা রেজিস্ট্রার বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে এবং একই ভাবে রেজিস্ট্রেশন ফি ২% হতে হ্রাস পূর্বক ১% করার প্রজ্ঞাপন বহুল প্রচারের ব্যবস্থা করে সেবা প্রার্থী জনগণের গোচরীভূত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

০৩। ২০১৯-২০২০অর্থবছরে মোট রাজস্ব আদায় করা হয়েছে ৭৮৪৮,১২,০৩,৫৯১/- ,(সাতহাজার আটশত আটচল্লিশ কোটি বার লক্ষ তিনহাজার পাঁচশত একানব্বই) টাকা, ২৫,৫৩,২৭৫ (পচিঁশ লক্ষ তেপান্ন হাজার দুইশত পঁচাত্তর) টি দলিল নিবন্ধন কার্য সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ২০,৬৭,১৯৭ (বিশ লক্ষ সাতষট্টি হাজার একশত সাতানব্বই) টি দলিলের সহি মোহর নকল পক্ষগণকে সরবরাহ করা হয়েছে।

০৪। উন্নত দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশের নিমিত্ত উন্নত মানব সম্পদ গড়তে সম্ভাব্য সকল কার্যে পর্যায়ক্রমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা হচ্ছে। বাধ্যতামূলকভাবে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ই-মেইল ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তি, সার্কুলার ও চিঠিপত্র সমূহের কপি সাধারণ ডাকে প্রেরণের পাশাপাশি ই-মেইলের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে। সরকারি রেকর্ড সংরক্ষনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান কাগজ ভিত্তিক পদ্ধতির পাশাপাশি ইলেক্ট্রনিক ব্যবস্থায় সফটকপি যথা- গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন তথ্য -উপাত্ত ধারণ করা হয়।

০৫। "দেশের বিভিন্ন জেলার জেলা রেজিস্ট্রি অফিস ও সাব রেজিস্ট্রি অফিস ভবন নির্মাণ (১ম পর্যায়)"শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৪৫ টি জেলা রেজিস্ট্রি অফিস ও ২০৩ টি সাব-রেজিস্ট্রি অফিস ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছিল এবং "(২য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১৪ টি জেলা রেজিস্ট্রি অফিস ও ৯৮ টি সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের মধ্যে ০২ টি জেলা রেজিস্ট্রি কার্যালয় ও ২২ টি সাব-রেজিস্ট্রি অফিস ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে এবং অবশিষ্ট ১৮১ টি অফিসের জমি অধিগ্রহণসহ ভবন নির্মাণ, ০৯ টি অফিসের জমি আছে ভবন নির্মাণের নিমিত্ত অফিসসমূকে "(৩য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় উচচ তে অন্তর্ভূক্ত করণের কাজ চলমান রয়েছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে আর কোন জেলা রেজিস্ট্রার ও সাব রেজিস্ট্রারকে পরিত্যাক্ত জজ আদালত ভবন কিংবা ভাড়া অফিসে কাজ করতে হবে না।

৬। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় কর্মকর্তা ১৩৮ জন, কর্মচারী ২১৯ জন, নিকাহ রেজিস্ট্রার ৫৩২ জন, দলিল লেখক ৬৯২ জন, নকল নবীশ (সহায়ক কর্মচারী) ৯৯ জন কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। সকল জেলা রেজিস্ট্রার ও সাব-রেজিস্ট্রারদের কে "বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে "পর্যায়ক্রমে স্বল্প মেয়াদী বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে এই বিভাগের কর্মকর্তাদেরকে 'বাংলাদেশ লোক প্রশাসণ প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট' সহ উন্নত বিশ্বের সংগে সামঞ্জস্য রেখে অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ডে ১৪৩ জন জেলা রেজিস্ট্রার ও সাব-রেজিস্ট্রারকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

৭। নিবন্ধন অধিদপ্তর হতে প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে আইন,বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, আইন ও বিচার বিভাগ ,বিচার শাখা-৬ এর স্মারক নং আর-৬/১এম-২/২০০৫-৯৮ তারিখঃ-৩১/০৫/২০২০খ্রিস্টাব্দ বলে নিবন্ধন অধিদপ্তরের আই জি আর গ্রেড-৫ হতে গ্রেড-২, আই আর ও গ্রেড-৬ হতে গ্রেড-৫, জেলা রেজিস্ট্রার গ্রেড-৭ হতে গ্রেড-৬ এ উন্নীত করা হয়েছে।

০৮। বাংলাদেশ সরকার ২০২০-২০২১ সালকে মুজিব বর্ষ হিসাবে পালনের ঘোষণা দিয়েছে এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন "মুজিব শতবর্ষ" উপলক্ষ্যে জাতীয়ভাবে লোগো প্রকাশ করা হয়েছে। জাতির পিতা এর জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক উক্ত (মুজিব শতবর্ষ) লোগোটি যথাযথ নিয়ম অনুসরণক্রমে সকল দাপ্তরিক কাজে ব্যবহার নিশ্চিত করণ এবং "মুজিব বর্ষে মোদের পণ, জনবান্ধব নিবন্ধন" শ্লোগান সম্বলিত ব্যানার টাঙ্গানোর জন্য নিবন্ধন অধিদপ্তরের ১৩/০২/২০২০ খ্রিঃ তারিখের নিঅঃ/ রেজিঃশাঃ-৪ (ঢাঃবিঃ)/৩৫(৬১) নং স্মারকে রেজিস্ট্রেশন বিভাগের সকল দপ্তরে বিষয়টি অবশ্যই পালনীয় মর্মে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

০৯। দেশে বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিতকরণে রেজিস্ট্রেশন বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটির মধ্যেও নিবন্ধন অধিদপ্তরের ১৩/০৫/২০২০খ্রিঃ তারিখের নিঅ/রেজিঃশাঃ-২(চঃবিঃ)/২০৫/১(৫) নং স্মারকে জেলা রেজিস্ট্রার, ঢাকা ও চট্টগ্রাম কে এই বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ তরান্বিত ও বেগবান করার উদ্দেশ্যে প্রাপ্ত নির্দায়পত্রের (Non Encumbrance certificate)আবেদন অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিস্পত্তির লক্ষ্যে ০২ (দুই) কর্মদিবসের মধ্যে ইস্যুকরণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

১০। নিবন্ধন অধিদপ্তরের ০৪ টি আই আর ও শূন্য পদে এবং রেজিস্ট্রেশন বিভাগের বিভিন্ন জেলার ১৭ টি জেলা রেজিস্ট্রারের শূন্য পদে পদোন্নতি বিবেচনার জন্য সাব-রেজিস্ট্রারের নামের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

১১। নিবন্ধন অধিদপ্তরের ০৬-০২-২০২০ খ্রিঃ তারিখের ৬ (৬১) নং স্মারকে সকল জেলা রেজিস্ট্রারগণকে ছক অনুযায়ী তথ্য প্রেরণের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

১২। মাননীয় আইন মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক এম.পি মহোদয়ের নির্দেশনার আলোকে দ্রুততার সঙ্গে মান সম্পন্ন বালাম বহি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ফরমগুলো সরকারি প্রকাশনা ও মুদ্রণালয়ের ব্যবস্থাপনায় ছাপানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় বিগত ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রাপ্ত বরাদ্দ ৮,০০,৯০,০০০/- (আট কোটি নব্বই হাজার টাকা) মাত্র ব্যয় একলক্ষ বহিসহ আরো ১২ (বার) প্রকারের ফরম প্রস্তুত পূর্বক সরবরাহের জন্য আদেশ প্রদান করা হয়েছে।

১৩। নিবন্ধন অধিদপ্তর জনগণকে দ্রুততম সময়ে ভূমি নিবন্ধনের সেবা নিশ্চিত করার জন্যে নিম্নে বর্ণিত লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছেঃ-

(ক) জনবান্ধব হস্তান্তর দলিল নিবন্ধন পদ্ধতির উদ্ভাবন।
(খ) দক্ষ ও টেকসই হস্তান্তর দলিল নিবন্ধনের মাধ্যমে ভূমি মালিকানার তথ্যের বিশুদ্ধতা নিশ্চিতকরণ।
(গ) দেশের সকল জেলা রেজিস্ট্রার ও সাব রেজিস্ট্রারগণের শৃঙ্খলা সংক্রান্ত কার্যক্রম।
(ঘ) দেশের সকল জেলা রেজিস্ট্রার ও সাব রেজিস্ট্রারগণের অবসর ও আনুতোষিক সংক্রান্ত কার্যক্রম।
(ঙ) দেশের সকল জেলা রেজিস্ট্রার ও সাব রেজিস্ট্রারগণের এবং প্রধান সহকারী/অফিস সহকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান।
(চ) বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে নিকাহ রেজিস্ট্রারদের উদ্বুদ্ধ করণের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান।
(ছ) ভূমি রেজিস্ট্রেশন ব্যবস্থাপনা সহজীকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন নীতিমালা বাস্তবায়ন করা।
(জ) পর্যায়ক্রমে সারাদেশে নিবন্ধন কার্যক্রম ডিজিটাল পদ্ধতির আওতায় আনায়ন ।
(ঝ) ডিজিটাল পদ্ধতিতে নিবন্ধিত দলিলের তথ্য সংরক্ষণ।

<u>অর্জিত সাফল্যঃ</u>

০১। "কোভিড-১৯" সংক্রান্ত 'শারিরীক দূরত্ব'সহ অত্র বিভাগে কর্মরত সকল কর্মকর্তা কর্মচারীগণকে উক্ত বিধি মেনে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করার ফলে নিবন্ধন অধিদপ্তরের অধিনস্থ কর্মকর্তা কর্মচারীদের আক্রান্তের সংখ্যা অত্যন্ত নগন্য ও আরোগ্য লাভের সংখ্যাও সমান।

২। রেজিস্ট্রেশন ফি ও স্ট্যাম্প শুল্ক হ্রাস করার কারণে জনগণ অধিকহারে দলিল নিবন্ধনে উৎসাহিত হয়েছে।

৩। নিবন্ধন অধিদপ্তরের নিজস্ব ওয়েবসাইট (www.rd.gov.bd) হতে বিজ্ঞপ্তি, সার্কুলার ও চিঠিপত্র সেবা প্রার্থী জনগণ সরাসরি অবগত হওয়ার কারনে ব্যবহারকারীদের সাথে নিবন্ধন অধিদপ্তরের যোগসূত্র রক্ষা হচ্ছে।

৪। নিবন্ধন অধিদপ্তর কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্দ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৬। নিবন্ধন অধিদপ্তরের আই জি আর গ্রেড-৫ হতে গ্রেড-২, আই আর ও গ্রেড-৬ হতে গ্রেড-৫, জেলা রেজিস্ট্রার গ্রেড-৭ হতে গ্রেড-৬ এ উন্নীত করা হয়েছে ফলে কর্মকর্তাগণের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৭। দেশে বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ আরো ত্বরান্বিত ও বেগবান করার উদ্দেশ্যে প্রাপ্ত নির্দায় পত্রের আবেদন অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিষ্পত্তি করার নিমিত্ত নিবন্ধন অধিদপ্তরের ১৩/০৫/২০২০ খ্রিঃ তারিখের ২০৫/1 (৫)নং স্মারকে জেলা রেজিস্ট্রার, ঢাকা ও চট্টগ্রাম- কে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

৮। অ-স্বাক্ষরিত বালাম বহি স্বাক্ষর করার কার্যক্রম গ্রহণের ফলে বিচারিক আদালতে মামলা নিষ্পত্তিতে জটিলতা নিরসনসহ জনগণের বর্ণণাতীত দুর্ভোগ লাঘব হবে।

৯। পর্যাপ্ত বালাম বহি সরবরাহের কার্যক্রম থাকায় দেশের সব এলাকায় মানুষ অল্প সময়ের মধ্যে তাদের মূল দলিল ফেরত পাচ্ছে এবং জনগণের মহামূল্যবান রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে।

৭. বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ কর্তৃক ২ ডিসেম্বর ১৯৯৯ খ্রিঃ তারিখে সিভিল আপীল নম্বর ৭৯/১৯৯৯ এ প্রদত্ত রায়ে বর্ণিত নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন বিধিমালা, ২০০৪ প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তীতে বিগত ১৬ জানুয়ারি ২০০৭ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন বিধিমালা,২০০৭ জারীর মাধ্যমে পূর্বের বিধিমালাটি বাতিল করা হয় | আবার ০৮ নভেম্বর, ২০১২ খ্রিঃ তারিখে উক্ত বিধিমালাটির অধিকতর সংশোধনক্রমে কমিশনের সদস্য সংখ্যা ১০-এ নির্ধারণ করা হয়। বর্তমানে কমিশন নিম্নরূপ সদস্য সমন্বয়ে গঠিত;

(ক) প্রধান বিচারপতির সাথে পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের একজন বিচারক, যিনি এর চেয়ারম্যান ও হবেন;
(খ) প্রধান বিচারপতির সাথে পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের দুইজন বিচারক;
(গ) অ্যাটর্নি জেনারেল, পদাধিকারবলে;
(ঘ) সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, পদাধিকারবলে;
(ঙ) সচিব, অর্থ বিভাগ, পদাধিকারবলে;
(চ) সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পদাধিকারবলে;
(ছ) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত যেকোন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের একজন ডীন অথবা অধ্যাপক;
(জ) রেজিস্ট্রার জেনারেল, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, পদাধিকারবলে;
(ঝ) জেলা জজ, ঢাকা, পদাধিকারবলে;

কমিশনের দায়িত্বঃ

√ বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের প্রবেশপদ অর্থাৎ সহকারী জজ পদে নিয়োগদানের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিগণকে মনোনয়নের উদ্দেশ্যে যাচাই ও পরীক্ষা পরিচালনা এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট প্রার্থীদের নাম সুপারিশ করা ।

√ মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের প্রবেশপদে নিয়োগ অথবা তদসংক্রান্ত অন্য কোন বিষয়ে কমিশনের পরামর্শ চাওয়া হলে কিংবা কমিশনের দায়িত্ব সংক্রান্ত অন্য যেকোন বিষয় কমিশনের নিকট প্রেরণ করা হলে, সে সম্পর্কে মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে উপদেশ প্রদান করা।

√ শিক্ষানবিস সহকারী জজ/জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটগণের বিভাগীয় পরীক্ষা আয়োজন করাসহ প্রচলিত আইন বা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১১৫ বা ১৩৩ অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা ।

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে গৃহিত কার্যক্রম ও অর্জিত সাফল্য

১। আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের চাহিদাপত্রের প্রেক্ষিতে ১২শ বিজেএস পরীক্ষা, ২০১৮-এ সাময়িকভাবে উত্তীর্ণ ১০০ জন প্রার্থীর নাম বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের প্রবেশ পদে (সহকারী জজ) মনোনয়ন ও নিয়োগ নিমিত্ত গত ০১/০৭/২০১৯ খ্রিঃ তারিখ আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বরাবর সুপারিশ করা হয়।

২। আইন ও বিচার বিভাগের ১৬/০১/২০১৯ খ্রিঃ তারিখের চাহিদাপত্রের প্রেক্ষিতে সহকারী জজের ১০০ টি শূন্যপদের বিপরীতে নিয়োগ দিতে যোগ্য প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য ১৩শ বিজেএস পরীক্ষা, ২০১৯ এর প্রাথমিক বাছাই পরীক্ষা গত ০৮/১১/২০১৯ খ্রিঃ গ্রহণ করা হয়। প্রাথমিক বাছাই পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ৬,৯৪৭ জন প্রার্থীর মধ্যে উত্তীর্ণ১,৪৭৬ জন প্রার্থীর লিখিত পরীক্ষা গত ১৭/১২/২০১৯ খ্রিঃ তারিখ হতে ২৯/১২/২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত গ্রহণ করা হয় । ১৩শ বিজেএস পরীক্ষা, ২০১৯ এর লিখিত পরীক্ষার ফলাফল এবং মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচী সম্বলিত বিজ্ঞপ্তি গত ১১.০৩.২০২০ খ্রিঃ তারিখ প্রকাশ করা হয়। উক্ত ফলাফল অনুযায়ী প্রিলিমিনারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ১,৪৭৬ জন পরিক্ষার্থীর মধ্যে লিখিত পরীক্ষায় মোট ৫৮০ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়। পরবর্তীতে বিশ্বব্যাপী Covid-19 মহামারীর কারণে ২৬.০৩.২০২০ খ্রিঃ তারিখ হতে বাংলাদেশ সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটি চলমান থাকায় বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সময়ে মৌখিক পরীক্ষা আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। সাধারণ ছুটি ইতোমধ্যে শেষ হওয়ায় এবং দাপ্তরিক কার্যক্রম ক্রমশঃ স্বাভাবিক হওয়ায় কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান এর সদয় নির্দেশনা মোতাবেক অচিরেই মৌখিক পরীক্ষার কার্যক্রম শুরু করা হবে।

৩। গত ১৭.১১.২০১৯ খ্রিঃ ও ১৮.১১.২০১৯ খ্রিঃ তারিখে কমিশন সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত নবনিযুক্ত সহকারী জজ/জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটগণের ২০১৯ সালের ১ম অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষার ফলাফল গত ১৯.০২.২০২০ খ্রিঃ তারিখে কমিশন সচিবালয়ের নোটিশ বোর্ডে ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয় এবং পরবর্তীতে উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের তালিকা বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যায় গত ০১.০৬.২০২০ খ্রিঃ তারিখে প্রকাশ করা হয়।

৪। সার্ভিসের প্রবেশ পদে কোটা বিষয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত সর্বশেষ সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বিগত ১৭/০১/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের ১১১ তম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে গত ১৮/০১/২০২০ খ্রিঃ তারিখ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিধি-৫ শাখা কর্তৃক বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত প্রজ্ঞাপন (এস,আর, ও, নং ১১-আইন/২০২০) মাধ্যমে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের প্রবেশ পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বিদ্যমান কোটা সংস্কারের বিষয়ে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (সার্ভিস গঠন, সার্ভিস পদে নিয়োগ এবং সাময়িক বরখাস্তকরণ, বরখাস্তকরণ ও অপসারণ) বিধিমালা, ২০০৭ এর বিধি ৫ (১)(ক), ৫(৮) সংশোধন করা হয়েছে এবং বিধি ৫ এর উপ-বিধি (৯), (১০),(১১),(১২) ও (১৩) বিলুপ্ত হয়েছে।

৫। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীকে সামনে রেখে তাঁর সমাধি সৌধ জিয়ারতের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, আপীল বিভাগের মাননীয় বিচারপতি জনাব হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী, কমিশনের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, সচিব এবং কমিশন সচিবালয়ে কর্মরত বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাগণ গত ২৯.০২.২০২০ খ্রিঃ তারিখে সড়কপথে ঢাকা হতে গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গীপাড়ায় গমন করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধি সৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ, মিলাদ ও দোয়া মাহফিল এবং জিয়ারত করেন।

৬। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মানের অন্যতম অনুষঙ্গ হিসেবে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন কর্তৃক গৃহীতব্য বিজেএস পরীক্ষাসহ অন্যান্য নিয়োগ পরীক্ষার আবেদনপত্র অনলাইনে গ্রহণের নিমিত্ত বিদ্যমান ই-অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার ব্যবস্থাপনা উন্নতীকরণের প্রয়োজনে বাংলাদেশ সরকারের সুনামধারী প্রতিষ্ঠান টেলিটক বাংলাদেশ লি. এর সাথে গত ০৯.১০.২০১৯ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। ১৩শ বিজেএস পরীক্ষায় অনলাইনে জমা দেয়া আবেদনপত্রের ফি বাবদ টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড অত্র কমিশনের অনুকূলে ১৯.১১.২০১৯ খ্রিস্টাব্দ তারিখ ৭৫,০২,৭৬০/- (পঁচাত্তর লক্ষ দুই হাজার সাতশত ষাট) টাকার একটি চেক প্রদান করে যা গত ১০.০২.২০২০ খ্রিঃ তারিখ সোনালী ব্যাংক, সুপ্রীম কোর্ট শাখায় অনলাইন চালানযোগে (চালান নং:T-1) রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।

৭। বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়ে ০১ জন গাড়ীচালক নিয়োগ প্রদানের জন্য ০৪/১০/২০১৯ খ্রিঃ তারিখ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়। গত ২১/১১/২০১৯ খ্রিঃ নিয়োগ পরীক্ষার কার্যক্রম সম্পন্ন করে ০১ জন গাড়ীচালককে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

৮। কমিশনের ২০১৯ সালে সম্পাদিত কার্যাবলি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সমীপে পেশ করার উদ্দেশ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় অনুমোদন গ্রহণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সচিব, আইন ও বিচার বিবাগ, আইন, বিচার ও সংসদ ও বিষয়ক মন্ত্রণালয় বরাবর পত্রসহ বার্ষিক প্রতিবেদন গত ১১.০৩.২০২০ খ্রিঃ তারিখে প্রেরণ করা হয়। সে প্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় অনুমোদনসহ সার-সংক্ষেপের ছায়ালিপি গত ৩১.০৫.২০২০ খ্রিঃ তারিখে পাওয়া যায়। উল্লেখ্য যে, Covid-19 মহামারীর কারণে ২৬.০৩.২০২০ খ্রিঃ তারিখ হতে বাংলাদেশ সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটি চলমান থাকায় কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ও সম্মানিত সদস্যগণের পক্ষে বার্ষিক প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উপস্থাপন করা সম্ভব না হওয়ার বিষয়টি অবগত করে সচিব, জনবিভাগ, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বঙ্গভবন, ঢাকা বরাবর ই-মেইল প্রেরণ করা হয়। ইতোমধ্যে সাধারণ ছুটি শেষ হওয়ায় এবং দাপ্তরিক কার্যক্রম ক্রমশঃ স্বাভাবিক হওয়ায় কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান এবং সম্মানিত সদস্যবৃন্দের সদয় নির্দেশনা মোতাবেক অচিরেই কমিশনের ২০১৯ খ্রিস্টাব্দের বার্ষিক প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতি সমীপে পেশ করার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

৯। বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাস (Covid-19) এর বিস্তার ও সংক্রমণ প্রতিরোধকল্পে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচীর অংশ হিসাবে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাঝে ব্যাপক সচেতনতা তৈরীর লক্ষ্যে গত ১৯.০৩.২০২০ খ্রিঃ তারিখ বেলা ১.৩০ ঘটিকা হতে ২.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত কমিশন সচিবালয়ে সরকারি কর্মচারী হাসপাতালের মনোনীত কনসালট্যান্ট এর মাধ্যমে কোভিড পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ক সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৮

১০। বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয় ভবনের ৮ম তলায় একটি কক্ষ বিজেএস পরীক্ষার মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের জন্য নির্ধারিত আছে। মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ পরবর্তী সময়ে উক্ত কক্ষটি আরবিট্রেশন কার্যক্রমের জন্য ভাড়া দেয়া হয়ে থাকে। উক্ত কক্ষটি আরবিট্রেশন সেন্টারহিসাবে ভাড়া দিয়ে ০১/০৭/২০১৯ খ্রিঃ থেকে ৩০/০৬/২০২০ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত মোট ৪,২২,০০০/- (চার লক্ষ বাইশ হাজার মাত্র) টাকা আদায় হয়েছে এবং আদায়কৃত সমুদয় টাকা অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক সৃজিত অর্থনৈতিক কোড "২১১১-ভাড়া আবাসিক"এ বিধি মোতাবেক জমা প্রদান করা হয়েছে।

১১। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয় কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচী বাস্তবায়নের নিমিত্ত অতিরিক্ত অর্থ দাবীর প্রস্তাব স্পষ্টিকরণ, যৌক্তিকিকরণ এবং খাতওয়ারি বিভাজনের সার-সংক্ষেপ কমিশন সচিবালয়ের গত ০৫.০৩.২০২০ খ্রিঃ তারিখের ১০.০৩.০০০০.০০১.০৭.০০৯.১৮-৫৮০ নং স্মারকমূলে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

১২। রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে দুর্নীতি নির্মূলে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকার একটি সমন্বিত উদ্যোগ হিসেবে 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' প্রণয়ন করেছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনে একটি 'নৈতিকতা কমিটি' গঠন করা হয়েছে।

১৩। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়ের অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে।

১৪। দাপ্তরিক কাজের গতিশীলতা ও উদ্ভাবনী ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং নাগরিকসেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজীকরনের পন্থা উদ্ভাবন ও চর্চার লক্ষ্যে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়ে একটি 'ইনোভেশন টিম' গঠন করা হয়েছে।

১৫। মুজিব বর্ষকে (২০২০) সামনে রেখে পরিচ্ছন্ন বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে 'পরিচ্ছন্ন গ্রাম-পরিচ্ছন্ন শহর' কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত সমন্বিত ও সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা অনুসারে অফিস ভিত্তিক পরিচ্ছন্নতা, পরিবেশ দূষণ রোধে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তোলা, রোগ বালাই হতে পরিত্রাণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয় কর্তৃক পরিস্কার পরিচ্ছন্নতামূলক বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে এবং গৃহীত পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়ন প্রতিবেদন প্রতি মাসে আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হচ্ছে।

১৬। সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্সের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কমিশন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থেকে সহকারী জজ পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে বাছাই কার্যক্রম সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বজায় রেখে পরিচালনা করে আসছে। তাছাড়া আর্থিক স্বচ্ছতা রক্ষায় সরকারি ক্রয় নীতিমালার অনুসরণ এবং অফিস ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধি নিশ্চিতকল্পে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

৮। বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট

বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ১৯৯৫ ইং সনের ১৫ নং আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান। বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা-কর্মচারী ও আইনে বর্ণিত পেশাজীবীদের পেশাগত মানোন্নয়নে এ প্রতিষ্ঠান নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। প্রতি বছরের ন্যায় গত ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরেও ইনস্টিটিউট বিভিন্ন পর্যায়ের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা, সরকারী কৌশুলী ও পাবলিক প্রসিকিউটরসহ আদালতের সহায়ক কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। অধিকন্তু, ইনস্টিটিউটকে আরো আধুনিক ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে গত অর্থ বছরে বেশ কিছু কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ইনস্টিটিউটের গত অর্থ বছরে গৃহীত কার্যক্রম ও অর্জিত সাফল্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম :

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে সহকারী জজ, যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ, জেলা ও দায়রা জজ এবং বিভিন্ন স্তরের জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটগণ ছাড়াও কোর্ট সাপোর্ট স্টাফ, অত্র ইনস্টিটিউটের কর্মচারীবৃন্দ এবং পাবলিক প্রসিকিউটর ও সরকারি কৌশুলীদের জন্য অত্র প্রতিষ্ঠান ১৫ টি প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করে। উক্ত কোর্সসমূহের মাধ্যমে ৩৮৯ জন পুরুষ ও ৮৭ জন মহিলাসহ মোট ৪৭৬ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে যার মধ্যে ৩০৯ জন বিচারক, ৫৯ জন পাবলিক প্রসিকিউটর ও সরকারি কৌশুলী, ৪৩ জন বেঞ্চ সহকারী ও ৬৫ জন ইনস্টিটিউটের স্টাফ ছিলেন।

অনলাইন প্রশিক্ষণ প্রদান :

করোনাজনিত কারণে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ইনস্টিটিউট গত অর্থ বছরে তার নিজস্ব কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য অনলাইন ও ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে দু'টি অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কোর্স ও একটি বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করেছে।

পরিচালক পদের বিপরীতে গাড়ি ও গাড়ী চালকের পদ সৃজন :

ইনস্টিটিউটের পরিচালনা বোর্ডের ২৭তম সভার ৭নং আলোচ্যসূচীর সিদ্ধান্ত মোতাবেক ইনস্টিটিউটের ০৩টি পরিচালকের পদের বিপরীতে ০৩টি গাড়ী টিওএন্ডইতে অন্তর্ভুক্তসহ ০৩টি গাড়ী চালকের পদ সৃজনের জন্য পত্র প্রেরণ করা হলে সরকার গত ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ইনস্টিটিউটের ০৩টি পরিচালকের পদের বিপরীতে ০৩টি গাড়ী টিওএন্ডইতে অন্তর্ভুক্তসহ ০৩টি গাড়ী চালকের পদ সৃজনে সরকারি মঞ্জুরী জ্ঞাপন করেছেন।

বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ইনস্টিটিউটের গ্রন্থাগার সংলগ্ন পৃথক বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন করা হয়েছে।

মুজিব জন্মশতবার্ষিকী পালন উপলক্ষে সম্পাদিত কার্যক্রম :

১) ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা ও প্রশিক্ষণার্থী বিচারকসহ মোট ৬৫ জন ইনস্টিটিউট ভবন হতে টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মস্থান ও সমাধিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

২) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকীকে স্মরণীয় করে রাখার লক্ষ্যে ৪০তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারী ৪৪ জন প্রশিক্ষণার্থী বিচারককে ক্রেস্ট ও মুজিববর্ষের লোগো সম্বলিত কোট পিন বিতরণ করা হয়।

৩) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রচিত জীবনীভিত্তিক পুস্তক 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী', 'কারাগারের রোজনামচা' ও 'আমার দেখা নয়াচীন' সহ তাঁর জীবনীভিত্তিক অন্যান্য পুস্তকসমূহ ৪০তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থী বিচারকগণের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

৪) বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মডিউল প্রণয়ন ও পরিচালনা করা হচ্ছে।

৫) ইনস্টিটিউট ভবনের সম্মুখভাগে ইনস্টিটিউট ও মুজিববর্ষের লোগো সম্বলিত একটি বিলবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে।

প্রবিধানমালা সংশোধন :

নব সৃজিত ১০ টি পদের মধ্যে ০৫ টি নতুন ধরনের পদ থাকায় তা প্রবিধানমালার তফসিলে অন্তর্ভুক্তকরণের লক্ষ্যে ইনস্টিটিউটের প্রবিধানমালা সংশোধন করা হয়েছে।

আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় সেবাক্রয়ে সম্মতি প্রাপ্ত :

২০১৮ সালের আউটসোর্সিং নীতিমালা অনুযায়ী ইনস্টিটিউটে ১০ টি জনবলের সেবা ক্রয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি পাওয়া গিয়েছে।

সাময়িকী প্রকাশ ঃ

ইনস্টিটিউট কর্তৃক ১৫০০ কপি JATI Journal প্রকাশ করা হয়েছে যার Vo1.No. XIX.

কম্পিউটার ক্রয় ঃ

ইনস্টিটিউটের কম্পিউটার ল্যাবের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারি অর্থায়নে ইনস্টিটিউটে ১৩ টি কম্পিউটার ও ১৩ টি ইউপিএস ক্রয় করা হয়েছে।

৯ . মহাপ্রশাসক, সরকারী অছি এবং সরকারী রিসিভার

মহাপ্রশাসক, সরকারি অছি এবং সরকারি রিসিভার অফিসের ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে অফিসিয়াল রিসিভার এ্যাক্ট, ১৯৩৮ এর বিধান এবং মাননীয় সুপ্রীমকোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগের কোম্পানী কোর্টের আদেশ অনুযায়ী ২ (দুই) টি অবলুপ্ত কোম্পানী যথা ঃ-

১। কোম্পানী ম্যাটার নং-২২৩/২০১৪, প্রাইম ফুড কোং লিঃ (অবলুপ্ত)।

২। কোম্পানী ম্যাটার নং-৩১৭/২০১৪, ইন্টারন্যাশনাল রাইটিং ইন্সট্রুমেন্টস লিঃ (অবলুপ্ত) এর স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়লব্ধ অর্থের ৫% কমিশন এবং অন্যান্য বাবদ সর্বমোট - ১,৪০,৩৪৩/= (এক লক্ষ চল্লিশ হাজার তিন শত তেতাল্লিশ) টাকা সরকারি কোষাগার বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকাতে জমা করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট-এর মাননীয় হাইকোর্ট কোম্পানী কোর্টের-

১ । ১২/০৩/২০১৫ ইং তারিখের আদেশে কোম্পানী ম্যাটার নং-২০৭/২০১০, অরনেট সার্ভিসেস লিঃ।
২ । ১১/১১/২০১৫ ইং তারিখের আদেশে কোম্পানী ম্যাটার নং-২০৯/২০১৪, পূরবী ফেমস লিঃ।
৩ । ১১/১২/২০১৫ ইং তারিখের আদেশে কোম্পানী ম্যাটার নং-৩১৭/২০১৪, ইন্টারন্যাশনাল রাইটিং ইন্সট্রুমেন্টস লিঃ।
৪। ২৯/০৪/২০১৩ ইং তারিখের আদেশে কোম্পানী ম্যাটার নং-৪৩/২০০৭, ভ্যানটেইজ ইন্টারন্যাশনাল লিঃ এবং
৫ । ১২/০৪/২০১৭ ইং তারিখের আদেশে কোম্পানী ম্যাটার নং- ১০৫/২০০০, ইসলামিক ট্রেড এন্ড কমার্স লিঃ কে অবলুপ্ত ঘোষনা করতঃ অফিসিয়াল রিসিভারকে উক্ত অবলুপ্ত ৬ (ছয়) টি কোম্পানীর অফিসিয়াল লিকুইডেটর নিয়োগ করে তার কার্যক্রম পরিচালনা করার আদেশ প্রদান করেন। বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট-এর মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগের কোম্পানী কোর্টের আদেশ অনুযায়ী ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরেও বর্ণিত প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম রিসিভারের মাধ্যমে চলমান ছিল।

এ্যাডমিনিস্ট্রেটর জেনারেল এ্যাক্ট, ১৯১৩, অফিসিয়াল ট্রাষ্টি এ্যাক্ট, ১৯৩৮ এর বিধান অনুযায়ী এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট- এর মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগের আদেশ মোতাবেক পরিচালিত হয়। বর্তমানে ৭ (সাত) টি এষ্টেট এবং ৪ (চার) টি ট্রাষ্ট এর কার্যক্রম চলমান আছে। এসব এষ্টেট এবং ট্রাষ্টের মোট আয়ের উপর সরকারি ২% কমিশন ১,৬৪১.৮০ (এক হাজার ছয় শত একচল্লিশ টাকা আশি পয়সা) টাকা সরকারি কোষাগার, বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা করা হয়েছে।

হেমেন্দ্রলাল হোমিওপ্যাথি দাতব্য চিকিৎসালয় হতে স্থানীয় জনগনের আর্থিক সাহায্য সহোযোগিতায় প্রায় ১৪,০০০ (চৌদ্দ হাজার) গরিব ও দুঃস্থ জনসাধারণকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়।

১০. জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থাঃ-

আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার প্রাপ্তিতে অসমর্থ জনগোষ্ঠীর আইনি অধিকার নিশ্চিতকল্পে তাদেরকে আইনগত সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০০০ সালে "আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০" প্রণয়ন করে।

এ আইনের আওতায় সরকার "জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা" প্রতিষ্ঠা করে। "জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা" আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের আওতাধীন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। দরিদ্র, অসহায় মানুষের আইনের আশ্রয় লাভ ও আইনি কাঠামোয় প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে এ সংস্থার অধীনে প্রত্যেক জেলার জজকোর্ট প্রাঙ্গণে জেলা লিগ্যাল এইড অফিস প্রতিষ্ঠা করেছে। দেশের সর্বোচ্চ আদালতে আইনি সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য স্থাপন করা হয়েছে সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিস। এছাড়া উপজেলা পর্যায়ে লিগ্যাল এইড কমিটি এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন লিগ্যাল এইড কমিটি গঠন করা হয়েছে। চৌকি আদালতে ও শ্রম আদালতে গঠিত হয়েছে বিশেষ কমিটি। সরকার জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার তত্ত্বাবধানে এসব কমিটি ও লিগ্যাল এইড অফিসের মাধ্যমে দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত ও বিচার পেতে অসমর্থ প্রান্তিক পর্যায়ের বিচারপ্রার্থী ও শ্রমজীবি জনগণকে সরকারি খরচে আইনগত সহায়তা প্রদান করছে।

সরকারি আইনি সেবাসমূহ

- সরকারি খরচে অসহায় ও দরিদ্র ব্যক্তিদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য মামলা দায়েরের প্রয়োজন হলে সরকারি খরচে মামলা দায়ের ও পরিচালনা করা;
- আদালত থেকে প্রেরিত মামলাসমূহ মধ্যস্থতা করা;
- বিনামূল্য ওকালতনামা সরবরাহ;
- মামলা পরিচালনার জন্য আইনজীবী নিয়োগ;
- আইনজীবীর ফি পরিশোধ;
- মধ্যস্থতাকারী বা সালিশকারীর সম্মানী পরিশোধ;
- বিনামূল্যে রায় কিংবা আদেশের অনুলিপি সরবরাহ;
- ডিএনএ টেস্টের যাবতীয় ব্যয় পরিশোধ;
- ফৌজদারী মামলায় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ব্যয় পরিশোধ;
- মামলার সাথে সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক সকল ব্যয় পরিশোধ।

মামলায় আইনি সহায়তা:

জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে দেশের ৬৪টি জেলা জজকোর্টে অবস্থিত ৬৪টি জেলা লিগ্যাল এইড অফিস, সুপ্রীমকোর্ট লিগ্যাল এইড অফিস, ০২(দুই)টি শ্রমিক আইনগত সহায়তা সেল এবং জাতীয় হেল্প লাইন কল সেন্টারের মাধ্যমে ৯২,৫৮৫ জন সুবিধাভোগী অসহায়,দুস্থ মানুষকে মামলায় আর্থিক সহায়তা দিয়েছে।

আইনি পরামর্শ ও বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি'র কেন্দ্রস্থলঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার আইনগত সহায়তা প্রদান আইন-২০০০ এর মাধ্যমে লিগ্যাল এইড অফিসারকে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি পদ্ধতিতে মামলা নিষ্পত্তির আইনগত ক্ষমতা প্রদান করে। ২০১৫ সালের ০৯ ফেব্রুয়ারী আইনি পরামর্শ ও বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি প্রবিধানমালা প্রজ্ঞাপন আকারে জারি করে। এর মাধ্যমে লিগ্যাল এইড অফিসারগণ ২০১৫ সালের জুলাই মাস হতে জেলা পর্যায়ে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি পদ্ধতি প্রয়োগ শুরু করেন। সরকারি এ সেবার মাধ্যমে জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার মামলা পূর্ব বিরোধ (প্রি-কেইস) এবং চলমান মামলায় (পোস্ট কেইস) মধ্যস্থতার মাধ্যমে নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকেন। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে সর্বমোট ৮,১১৫ টি (প্রি কেইস+পোস্ট কেইস) উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে ২৪,০৬৪ জন উপকারভোগীকে সফলভাবে বিরোধ ও মামলা নিষ্পত্তিতে সহায়তা করতে পেরেছে এবং ক্ষতিগ্রস্থ পক্ষের আইনগত দাবী/পাওনার প্রেক্ষিতে মধ্যস্থতার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে সর্বমোট ১৬,৯১,৭৫,৫১১/- (ষোল কোটি একানব্বই লক্ষ পঁচাত্তর হাজার পাঁচশত এগার) টাকা আদায় করে দিতে সক্ষম হয়েছে। এ বছর লিগ্যাল এইড অফিসারের মধ্যস্থতায় সফল বিরোধ নিষ্পত্তি হওয়ার পরবর্তীতে উপকারভোগী পক্ষগণ আদালত থেকে ২৪৩টি মামলা উত্তোলন করেছে।

কারাবন্দীদের আইনগত সহায়তা লাভঃ

আর্থিক অস্বচ্ছলতা ও প্রচলিত বিচার ব্যবস্থার জটিলতায় অনেক কারাবন্দি কারাগারে অসহায় জীবনযাপন করছে। জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে কারাগারে আটকে থাকা ৯৫৩০ জন অসহায় কারাবন্দিকে সরকারি আইনি সহায়তা প্রদান করে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে কার্যকরি ভুমিকা পালন করেছে।

জাতীয় হেল্পলাইন কলসেন্টারঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার অসহায়, দরিদ্র, নির্যাতিত সকল শ্রেণীর মানুষের বিচারে প্রবেশ অধিকারকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করে সর্বোত্তম সহজ পন্থায় আইনি সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে "সরকারি আইনি সেবার মানোন্নয়নে সহায়তা প্রদান" প্রকল্পের আওতায় সরকারী অর্থায়নে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে সংস্থার কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সরকারি আইনি সহায়তায় জাতীয় হেল্পলাইন ১৬৪৩০ কলসেন্টার স্থাপন করে। ২৮ এপ্রিল, ২০১৬ খ্রিঃ জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবসে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা "সরকারি আইনি সহায়তায় জাতীয় হেল্পলাইন -১৬৪৩০"এর শুভ উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনের পর থেকেই উক্ত টোল ফ্রী ১৬৪৩০ হেল্পলাইন নম্বরে সারা দেশ হতে অগণিত অসহায় ও সাধারণ মানুষ আইনি পরামর্শ ও তথ্যের জন্য ফোন কল করে যাচ্ছে। এ কলসেন্টার হতে বর্তমানে অফিস চলাকালীন সময়ে আইনগত পরামর্শ, তথ্যসেবা ও লিগ্যাল কাউন্সিলিং সেবাসমূহ দেয়া হচ্ছে যা অসহায় মানুষের আইনি অধিকার সুরক্ষায়

কার্যকর অবদান রাখছে। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে এ কলসেন্টার থেকে ৬৫৫৫ জন নারী ও ১৭৩৩০ জন পুরুষ, ৩৮২ জন শিশু এবং ৪ জন তৃতীয় লিঙ্গের মানুষসহ মোট ২৪,২৭১ জনকে আইনগত সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। উক্তরূপ পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে বিভিন্ন আইনগত সমস্যা সমাধান করা হয়েছে।

শ্রমিক আইন সহায়তা সেলঃ দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত শ্রমিকদের আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠায় জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা ২০১৩ সালে ঢাকার শ্রম আদালতে ও ২০১৬ সালে চট্টগ্রামস্থ শ্রম আদালতে শ্রমিক আইন সহায়তা সেল স্থাপন করেছে। এ দু'টি সেল থেকে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ১৫১০ জনকে আইনগত সহায়তা প্রদান করে, ৩১৬টি শ্রম মামলায় আইনগত সহায়তা প্রদান করা হয়। তাছাড়া, শ্রমিক ও মালিকপক্ষের ৩৩৯ টি বিরোধ বিকল্প পদ্ধতিতে নিষ্পত্তি এবং ক্ষতিপূরণ বাবদ শ্রমিকদের পক্ষে ৫৮,৪৭,১৯৯/- (আটান্ন লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার একশত নিরানব্বই) টাকা আদায় করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে দেশে বিদ্যমান সকল শ্রম আদালতে শ্রমিক আইন সহায়তা সেল স্থাপিত হবে।

সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিসঃ ২০১৫ সালের পূর্বে সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিস থেকে শুধুমাত্র জেল আপীল মামলায় আইনগত সহায়তা প্রদান করা হতো। ২০১৫ সালের ৮ সেপ্টেম্বর সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিস উদ্বোধন করা হয়। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিস থেকে ১৩৩টি মামলা দায়ের ও পরিচালনায় সরকারি খরচে আইনি সহায়তা দেয়া হয়েছে এবং এ অফিস থেকে ১৮০৫ জনকে আইনি পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

সরকারী আইনগত সহায়তা কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানঃ সরকারি আইনি সেবা তৃণমূল পর্যায়ে পৌছে দেয়ার নিমিত্তে সংস্থা ৬৪ টি জেলায় প্রচারণামূলক সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজন করে থাকে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থায় লিগ্যাল এইড অফিসার ও সংস্থার কর্মকর্তাগণকে দক্ষতা বৃদ্ধি, নৈতিকতা ও সুশাসন, অফিস ম্যানেজম্যান্ট, আইসিটি, অর্থ ব্যবস্থাপনা, মেডিয়েশন ইত্যাদি বিষয়ে ধারাবাহিকভাবে নিয়মিত প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। এ অর্থ বছরে ১৯২জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

লিগ্যাল অফিস স্টাফদের প্রশিক্ষণ প্রদান ঃ কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী ও বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থার সহযোগিতায় চাকরি ও সুশাসন সংক্রান্ত বিষয়ে মোট ১৩৬জন কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণ ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে এবং ঢাকা কেন্দ্রিয় কার্যালয়ে সম্পন্ন হয়।

প্যানেল আইনজীবীগণকে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচী ঃ- লিগ্যাল এইড কার্যক্রমকে গতিশীল করার লক্ষ্যে প্যানেল আইনজীবীগণকে দক্ষতা বৃদ্ধি, নৈতিকতা ও সুশাসন সংক্রান্ত বিষয়ে জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন সভা ও প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়ে থাকে। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে সারাদেশে ২৩৬জন আইনজীবীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ই-লিগ্যাল এইড সেবা

❖ "ই-লিগ্যাল এইড সার্ভিস" গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের "ডিজিটাল বাংলাদেশ" গড়ার অঙ্গীকার বাস্তবায়নের এক অন্যতম উদাহরণ। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক, এম.পি মহোদয় বিগত ০৩ অক্টোবর উদ্বোধন করেন "লিগ্যাল এইড অফিস ম্যানেজম্যান্ট সফটওয়্যার এবং বিডি লিগ্যাল এইড এ্যাপস "। এরই ধারাবাহিকতায় আইন ও বিচার বিভাগের অধীনে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা ১ লা নভেম্বর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ তারিখ থেকে এর ৬৭ টি কার্যালয়ে একযোগে চালু করেছে ই-লিগ্যাল এইড সার্ভিস এবং অনলাইন অফিস অটোমেশন সিস্টেম। সকল লিগ্যাল এইড অফিসের :

আইনি পরামর্শ কার্যক্রম;
আপোস মিমাংসা কার্যক্রম;
মামলায় আর্থিক সহায়তা কার্যক্রম;
আইন সচেতনতামূলক কার্যক্রম;
প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ ও অর্থ ব্যয়-

সর্বোপরি লিগ্যাল এইড অফিসের সমস্ত কার্যক্রম অনলাইন সিস্টেমে সংরক্ষণ করা হচ্ছে এবং কেন্দ্রীয় কার্যালয় তার অধীনস্থ সকল দপ্তরের সার্বিক কার্যক্রম দেখতে পারছে, গুণগত মান বজায় রাখতে পারছে, কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পারছে । এর ধারাবাহিকতায় সরকারী আইনী সেবার যাবতীয় তথ্য ও কার্যক্রম ডিজিটাল মাধ্যমে সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে লিগ্যাল এইড অফিস ম্যানেজম্যান্ট সফটওয়ার নির্মাণ করা হয়েছে। এই সফটওয়ারের অন্যতম ফিচার হচ্ছে অটোমেটিক এসএমএস প্রেরণ, যাই-রেসপন্স সিস্টেমের অন্যতম উদাহরণ।

ই-রেসপন্স (এসএমএস) সিস্টেম প্রয়োগের ক্ষেত্রসমূহ ঃ

(ক) **আবেদন প্রক্রিয়ায় ক্ষেত্রে ঃ**

আইনগত সহায়তা প্রাপ্তির আবেদন দাখিল
↓
আবেদন অনুমোদন/আবেদন অননুমোদন
↓
প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ
↓
মামলার পরবর্তী কার্যক্রম।

প্রত্যেকটি ধাপে আবেদনকারী (বিচারপ্রার্থী) এসএমএস এর মাধ্যমে তথ্য প্রাপ্ত হয়

(খ) **বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি বা এডিআর প্রয়োগের ক্ষেত্রেঃ**

বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে নোটিশ প্রেরণ
↓
মিমাংসা সভার ধার্য তারিখ নির্ধারণ
↓
মিমাংসা সভার সিদ্ধান্ত

(গ) **কল সেন্টারের মাধ্যমে আইনী পরামর্শ ক্ষেত্রে ঃ**

১৬৪৩০ নম্বরে আইনগত সমস্যা এসএমএস এর মাধ্যমে প্রেরণ
↓
১৬৪৩০ নম্বর থেকে এসএমএস এর মাধ্যমে আইনগত সমস্যার উত্তর প্রদান
↓
কলসেন্টারে সেবা গ্রহীতা কোন অফিসের মোবাইল নম্বর বা লোকেশন জানতে চাইলে এসএমএস এর মাধ্যমে তথ্য প্রদান।

ই-সেবার অংশ হিসেবে এ সফটওয়্যারের মাধ্যমে ঃ

- যে কোন ব্যক্তি (প্রয়োজনে বা সরকারের ডিজিটাল তথ্য কেন্দ্রের সহায়তা) নির্ধারিত এ্যাপস বা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে আইনগত সহায়তার জন্য আবেদন করতে পারবে।
- অনলাইনে আইনী পরামর্শ চাইতে পারবে।
- লিগ্যাল এইড অফিসে আবেদন অনুমোদনের সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর মোবাইলে ম্যাসেজ চলে যাবে।
- ক্লাইন্ট তার মামলা সংক্রান্ত তথ্য মোবাইল এ্যাপস ও ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জানতে পারবে।
- ওামলার তারিখ বা মিমাংসা সভার তারিখ নির্ধারণের সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ক্লাইন্ট ও প্যানেল আইনজীবীর মোবাইলে ম্যাসেজ চলে যাবে।
- এ সফটওয়্যার মাধ্যমে সংস্থার অধীনস্থ সকল লিগ্যাল এইড অফিসে সরকারী আইনী সেবা সংক্রান্ত যা যা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবে, সে সকল কার্যক্রমের যাবতীয় তথ্য, উপাত্ত, পরিসংখ্যান ও বিবরণ অনলাইন সিস্টেমে সংরক্ষিত হচ্ছে এবং সংস্থার কেন্দ্রীয় কার্যালয় অনলাইন সিস্টেমের মাধ্যমে সকল লিগ্যাল এইড অফিসের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা যাচ্ছে।

❖ **"লিগ্যাল এইড অফিস ম্যানেজমেন্ট"** শীর্ষক সফটওয়্যারে কাজের সুবিধার্থে প্রতিটি জেলা লিগ্যাল এইড অফিসে ০১ টি করে ল্যাপটপ, প্রিন্টার, স্ক্যানার, ওয়েবক্যাম, প্রজেক্টর, কম্পিউটার টেবিল এবং হটলাইন হিসেবে ব্যবহারের জন্য সিমকার্ডসহ একটি অত্যাধুনিক মোবাইল ফোন প্রদান করা হয়েছে।

❖ BD Legal Aid এ্যাপস সফটওয়্যারটি তৈরী করা হয়েছে। যা আইনগত সহায়তা কার্যক্রমের প্রচার ও প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ডিজিটাল মাধ্যম হিসেবে কাজ করছে। Google Play Store থেকে যে কেউ এই এ্যাপসটি ডাউনলোড করতে পারবে।

❖ ২০১৮ সালে সংস্থার প্রধান কার্যালয়সহ ৬৪টি জেলা লিগ্যাল এইড অফিস, সুপ্রীমকোর্ট লিগ্যাল এইড অফিস এবং ঢাকা ও চট্টগ্রামে স্থাপিত ০২টি শ্রমিক আইন সহায়তা সেলে BTCL এর মাধ্যমে উচ্চগতি সম্পন্ন ইন্টারনেট কানেকশন সংযোগ দেয়া হয়েছে।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক সংস্থার প্রধান কার্যালয়সহ অধীনস্থ সকল অফিসের দাপ্তরিক কাজে ব্যবহারের জন্য বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (BCC) এর সহায়তায় অফিসিয়াল ই-মেইল ডোমেইন তৈরী করা হয়েছে।

সরকারি আইনি সহায়তা কার্যক্রমের তথ্য পরিসংখ্যান

সময়ঃ (২০১৯-২০ অর্থ বছর)

সেবা প্রদানকারী অফিসের নাম	আইনি পরামর্শ সেবা	মামলায় সহায়তা	বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি সেবা	হট লাইনের মাধ্যমে তথ্য সেবা প্রদান	মোট (জন)	ক্ষতিপূরণ আদায় (টাকা)
৬৪ টি জেলা লিগ্যাল এইড অফিস	২৪৭৩৫	২৫৫১৩	১৩৯৬৩	২৪২৭১	৮৮৪৮২	১৬,৯১,৭৫,৫১১/-
সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিস	১৮০৫	১৩৩			১৯৩৮	
ঢাকা ও চট্টগ্রাম শ্রমিক আইনগত সহায়তা সেল	১৫১০	৩১৬	৩৩৯		২১৬৫	৫৮,৪৭,১৯৯/-
লিগ্যাল এইড প্রাপকের সর্বমোট সংখ্যা					৯২৫৮৫ (বিরানব্বই হাজার পাঁচ শত পঁচাশি)	৯,১৪,০৮,৪৭৫/- (নয় কোটি চৌদ্দ লক্ষ আট হাজার চারশত পঁচাত্তর) টাকা

লিগ্যাল এইড অফিস, সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিস এবং শ্রমিক আইন সহায়তা সেল এর মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত মামলার পরিসংখ্যানঃ

অর্থ বছর	কার্যালয়	লিগ্যাল এইড মামলা দায়েরের সংখ্যা	নিষ্পত্তির সংখ্যা
২০১৯-২০২০	জেলা লিগ্যাল এইড অফিস	২৫,৫১৩ টি	২০৫৫৭
	সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিস	১৩৩টি	০
	শ্রমিক আইন সহায়তা সেল	৩১৬ টি	৩৯
	মোট =	২৫,৯৬২ টি	২০৫৯৬

১১। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা:

The International Crimes (Tribunals) Act, 1973 (Act No. XIX of 1973) এর ৬ ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকার অফিসিয়াল গেজেটের মাধ্যমে ২৫/০৩/২০১০ ইং তারিখে একজন চেয়ারম্যান ও দুইজন সদস্যের সমন্বয়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করে। প্রতিষ্ঠাকালীন চেয়ারম্যান হিসেবে বিচারপতি মোঃ নিজামুল হক এবং সদস্য হিসেবে বিচারপতি এ,টি,এম, ফজলে কবীর ও অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ এ,কে,এম, জহির আহমেদ নিয়োগপ্রাপ্ত হন। পরবর্তীতে মাননীয় সদস্য এ,কে,এম, জহির আহমেদ স্বাস্থ্যগত কারণে ২৯/০৮/২০১২ ইং তারিখে পদত্যাগ করলে একই তারিখেই বিচারপতি মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেনকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের সদস্য হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়।

২২/০৩/২০১২ ইং তারিখে অফিসিয়াল গেজেটের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ নামে আরও একটি ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হলে বিদ্যমান ট্রাইব্যুনালটিকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ হিসেবে নামকরণ করা হয়। পূর্বে নিয়োগপ্রাপ্ত সদস্য বিচারপতি এ,টি,এম, ফজলে কবীর মহোদয়কে ট্রাইব্যুনাল-২ এর চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয় এবং ২৫/০৩/২০১২ ইং তারিখে বিচারপতি আনোয়ারুল হককে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এর সদস্য হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ এর অপর দুইজন সদস্য হিসেবে বিচারপতি ওবায়দুল হাসান ও ট্রাইব্যুনালের রেজিস্ট্রার (জেলা জজ) মোঃ শাহিনুর ইসলামকে নিয়োগ প্রদান করা হয়। অতঃপর মাননীয় সদস্য মোঃ শাহিনুর ইসলাম ৩১/০৭/২০১৩ ইং তারিখে বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হলে পুণরায় তাকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ এর সদস্য হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ১ ও ২ নামে দুটি ট্রাইব্যুনালে পৃথক পৃথক Rules of Procedure এর মাধ্যমে বিচারকার্য পরিচালিত হচ্ছে।

পরবর্তীতে ব্যক্তিগতকারন উল্লেখে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি মোঃ নিজামুল হক পদত্যাগ করলে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ এর চেয়ারম্যান এ,টি,এম, ফজলে কবীর মহোদয়কে ১৩/১২/২০১২ ইং তারিখে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এর চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয় এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ এর সদস্য বিচারপতি ওবায়দুল হাসানকে উক্ত ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয় এবং একই তারিখে বিচারপতি মোঃ মজিবুর রহমান মিয়াকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ এর সদস্য হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়।

এমতাবস্থায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এর চেয়ারম্যান হিসেবে বিচারপতি এ,টি,এম, ফজলে কবীর এবং সদস্য হিসেবে বিচারপতি মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন ও বিচারপতি আনোয়ারুল হক এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ এর চেয়ারম্যান হিসেবে বিচারপতি ওবায়দুল হাসান এবং সদস্য হিসেবে বিচারপতি মোঃ মজিবুর রহমান মিয়া ও বিচারপতি মোঃ শাহিনুর ইসলাম কর্মরত থাকেন। অতঃপর বিচারপতি এ,টি,এম, ফজলে কবীর গত ৩১/১২/২০১৩ ইং তারিখে হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি হিসেবে অবসর গ্রহণ করায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এর চেয়ারম্যানের পদটি শূন্য হয়। গত ২৪/০২/২০১৪ ইং তারিখে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এর চেয়ারম্যান হিসেবে মাননীয় বিচারপতি জনাব এম, ইনায়েতুর রহিম কে নিয়োগ প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশ সরকার অফিসিয়াল গেজেট প্রকাশের মাধ্যমে গত ১৫/০৯/২০১৫ ইং তারিখে চেয়ারম্যান হিসাবে মাননীয় বিচারপতি জনাব আনোয়ারুল হক এবং অপর দুইজন সদস্য হিসেবে যথাক্রমে মাননীয় বিচারপতি জনাব মোঃ শাহিনুর ইসলাম ও মাননীয় বিচারপতি জনাব মো: সোহরাওয়ারদী সমন্বয়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ গঠন করে। বর্তমানে চেয়ারম্যান হিসাবে মাননীয় বিচারপতি জনাব মোঃ শাহিনুর ইসলাম এবং অপর দুজন সদস্য হিসাবে যথাক্রমে মাননীয় বিচারপতি জনাব আমির হোসেন এবং বিচারপতি জনাব মোঃ আবু আহমেদ জমাদার সমন্বয়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ পরিচালিত হচ্ছে এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ বর্তমানে অগঠিত অবস্থায় রয়েছে।

রেজিস্ট্রার দপ্তরঃ

সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী উভয় ট্রাইব্যুনালের জন্য একজন রেজিস্ট্রার, ০২ (দুই) জন ডেপুটি রেজিস্ট্রার এবং ০৩ (তিন) জন সিনিয়র আইন গবেষণা কর্মকর্তার পদ রয়েছে। উক্ত কর্মকর্তাগণ সকলেই অধস্তন আদালতের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা। তাঁরা প্রেষণে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে নিয়োগপ্রাপ্ত। জেলা ও দায়রা জজ জনাব মোঃ আলী হায়দার গত ২৭/১১/২০১৮ খ্রিঃ তারিখ হতে রেজিস্ট্রার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ডেপুটি রেজিস্ট্রার-১ হিসাবে যুগ্ম জেলা জজ জনাব অমিত কুমার দে এবং ডেপুটি রেজিস্ট্রার-২ হিসাবে যুগ্ম জেলা জজ জনাব মোঃ মাহমুদুল হাসান কর্মরত রয়েছেন। সিনিয়র আইন গবেষণা কর্মকর্তার ০৩ (তিন) টি পদের বিপরীতে ০১ (এক) জন সিনিয়র সহকারী জজ বেগম তাহেরা আনোয়ার ও ০২ (দুই) জন সহকারী জজ যথাক্রমে জনাব শেখ সাদী রহমান এবং বেগম রুবাইয়া আক্তার কর্মরত রয়েছেন।

সহায়ক কর্মচারীঃ

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের নিয়োগবিধি অনুযায়ী বছর বছর সংরক্ষণের শর্তে সৃজিত মোট ৮৩ টি পদের মধ্যে ৫৩ টি পদে সরাসরি নিয়োগ প্রদানের ছাড়পত্র পাওয়া গেলেও তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির পদে মোট ৪৫ জনের নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। তন্মধ্যে ০১ (এক) জন কর্মচারী মৃত্যুবরণ করায় এবং ডেসপাস রাইডারসহ ০৩ জন কর্মচারী ইস্তফা প্রদান করায় বর্তমানে উক্ত ০৪ (চার) টি পদসহ মোট ১২ (বার) টি পদ শূণ্য রয়েছে।

প্রসিকিউশনঃ

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে একজন চীফ প্রসিকিউটরসহ মোট ১৯ (উনিশ) জন প্রসিকিউটর মামলা পরিচালনা করেন। চীফ প্রসিকিউটরসহ মোট ০৩ (তিন) জন অ্যাটর্নী জেনারেল, ০৯ (নয়) জন অতিরিক্ত অ্যাটর্নী জেনারেল এবং ০৭ (সাত) জন সহকারী অ্যাটর্নী জেনারেল এর পদমর্যাদা সম্পন্ন।

তদন্ত সংস্থাঃ

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে আনুষ্ঠানিক চার্জ দাখিলের পূর্বে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে দায়েরকৃত মামলাসমূহ তদন্তের জন্য একজন কো-অর্ডিনেটর এবং একজন কো-কো-অর্ডিনেটরসহ মোট ২০ (বিশ) জন তদন্তকারী কর্মকর্তার সমন্বয়ে গঠিত একটি তদন্ত সংস্থা রয়েছে। তদন্ত সংস্থার ০২ (দুই) জন আইজিপি পদমর্যাদায়, ০১ (এক) অতিঃ আইজিপি পদমর্যাদায়, ০৫ (পাঁচ) জন এডিঃএসপি পদমর্যাদায়, ০৮ (আট) জন এএসপি পদমর্যাদায় এবং ০৪ (চার) জন পুলিশ পরিদর্শক পদমর্যাদা সম্পন্ন।

অবকাঠামো ও নিরাপত্তাঃ

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচারকার্যক্রম পরিচালনা এবং এর রেজিষ্ট্রার দপ্তরের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে ঐতিহাসিক এবং গৌরবোজ্জল স্থাপত্যকলার নিদর্শন সুপ্রাচীন পুরাতন হাইকোর্ট ভবনটি ব্যবহৃত হচ্ছে। সার্বিক নিরাপত্তার জন্য মূল ভবনের বাইরে ট্রাইব্যুনাল চত্বরের নিরাপত্তা বেষ্টনী ঘেঁষে নিরাপত্তা চৌকি বিদ্যমান। পুলিশ সদস্যগণের সার্বক্ষণিক অবস্থান এবং অস্ত্রসমূহ সংরক্ষণের জন্য রয়েছে পুলিশ ব্যারাক ও অস্ত্রাগার। নিরাপত্তার জন্য পুলিশ কর্তৃপক্ষের চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম লাগানো রয়েছে। ট্রাইব্যুনাল এলাকায় প্রবেশের জন্য দুইপাশে রয়েছে দুটি গেট । পুলিশের সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালনের জন্য রয়েছে তিনটি গোল ঘর এবং দশটি সেন্ট্রি পোস্ট। এছাড়াও ট্রাইব্যুনালের মূল ভবন, দুটি এজলাশকক্ষ (মাননীয় বিচারকগণ ও কর্মকর্তাগণের ব্যক্তিগত কক্ষসমূহ ব্যতিত) এবং পুরো এলাকাটি সিসি ক্যামেরার আওতাভুক্ত। সিসি ক্যামেরাসমূহ সার্বক্ষণিক চালু রয়েছে এবং একটি কন্ট্রোলরুম হতে এগুলি তত্ত্বাবধান করা হয়। সিসি ক্যামেরায় ধারনকৃত তথ্যাবলী একটি কেন্দ্রীয় হার্ডডিস্কে রেকর্ডকৃত ও সংরক্ষিত থাকে।

মামলা ও রায় সংক্রান্তঃ

মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে দায়েরকৃত মামলাসমূহের মধ্যে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত রায়সমূহের প্রেক্ষিতে দায়েরকৃত আপিল মামলাসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের মহামান্য আপিল বিভাগ কর্তৃক ২০১৮-২০১৯ ইং পর্যন্ত কোন মামলা চূড়ান্তরুপে নিস্পন্ন হয়নি।

তদন্ত সংস্থা কর্তৃক তদন্ত শেষে প্রসিকিউশন কর্তৃক আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে ফরমাল চার্জ দাখিলের মধ্য দিয়ে বিচারকার্যক্রম শুরু হয়ে মননীয় ট্রাইব্যুনাল-১ কর্তৃক ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সর্বমোট ০৪ (চার) টি মামলা নিস্পত্তি হয়েছে এবং বর্তমানে ৩৫ (পয়ঁত্রিশ) টি মামলার বিচারকার্যক্রম চলমান আছে (বিডি কেস ২৯ টি, মিস কেস ০৬ টি)।

প্রতিবেদনাধীন সময়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ কর্তৃক প্রদত্ত রায়ের তালিকাঃ

ক্রমিক নং	মামলা নম্বর	পক্ষগণের নাম	প্রদত্ত রায়ের বিবরণ ও রায় প্রদানের তারিখ	মন্তব্য
০১.	আই,সি,টি-বিডি কেস নং-০৮/২০১৬	চীফ প্রসিকিউটর বনাম মোঃ মাহাবুবুর রহমান @ মাহবুব @ মাহেবুল	মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করা হয়েছে। ২৭/৬/২০১৯ খ্রিঃ	আপীল বিভাগে ক্রিমিনাল আপীল বিচারাধীন রয়েছে।
০২.	আই,সি,টি-বিডি কেস নং-১০/২০১৬	চীফ প্রসিকিউটর বনাম মোঃ আব্দুস সামাদ @ মুসা @ ফিরোজ খান	সকলকেই মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করা হয়েছে। ২৭.০৮.২০১৯	আপীল বিভাগে ক্রিমিনাল আপীল বিচারাধীন রয়েছে।
০৩.	আই সিটি বিডি কেস নং ৫/১৬ (আই সিটি বিডি মিস কেস নং ৭/২০১৫ হতে উদ্ভুত)	চীফ প্রসিকিউটর বনাম ১। মোঃ আব্দুল জব্বার মন্ডল ২। মোঃ জাছিজার রহমান @ খোকা ৩। মোঃ আব্দুল ওয়াহেদ মন্ডল ৪। মোঃ মনতাজ আলী বেপারী @ মমতাজ ৫। মোঃ রঞ্জু মিয়া	সকলকেই মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করা হয়েছে। ১৫.১০.২০১৯	আপীল হয়নি
০৪.	আই সিটি বিডি কেস নং ৭/১৬ (আই সিটি বিডি মিস কেস নং ৫/১৫ হতে উদ্ভুত)	চীফ প্রসিকিউটর বনাম মোঃ আব্দুস সাত্তার @ টিপু @ টিপু সুলতান (৬৬)	মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করা হয়েছে। ১১.১২.২০১৯	আপীল হয়নি

৫. অবকাঠামোগত ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত উন্নয়নঃ

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের সার্বিক নিরাপত্তার জন্য মূল ভবনের বাইরে পুলিশ ব্যারাক নির্মাণ করা হয়েছে ।

পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি সুরক্ষিত অস্ত্রাগার নির্মাণ করা হয়েছে, যা বর্তমানে ব্যবহৃত হচ্ছে। এতে একশত (১০০) টি আগ্নেয়াস্ত্র সংরক্ষন করা যায়।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের সার্বিক নিরাপত্তার জন্য মূল ভবনের বাইরে নিরাপত্তা বেষ্টনী ঘেঁষে নিরাপত্তা চৌকি নির্মাণ করা হয়েছে। নিরাপত্তার জন্য পুলিশ কর্তৃপক্ষের চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম লাগানো হয়েছে। ট্রাইব্যুনাল এলাকায় প্রবেশের জন্য দুইপাশে দুটি গেট নির্মাণ করা হয়েছে, যা দূরনিয়ন্ত্রিত ডিজিটাল বারগেট দ্বারা নিয়ন্ত্রন করা হয়ে থাকে। মূল গেটে একটি এবং মূল ভবনের প্রবেশমুখে একটিসহ মোট চারটি অত্যাধুনিক আর্চওয়ে গেট স্থাপিত হয়েছে। পুলিশের সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালনের জন্য তিনটি গোল ঘর এবং দশটি সেন্ট্রি পোস্ট নির্মাণ করা হয়েছে।

নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণার্থে ট্রাইব্যুনালের মূল ভবন, দুটি এজলাসকক্ষ (মাননীয় বিচারকগণ ও কর্মকর্তাগণের ব্যক্তিগত কক্ষসমূহ ব্যতিত) এবং পুরো ট্রাইব্যুনাল চত্বর প্রয়োজনীয় সংখ্যক সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে সার্বক্ষণিক নজরদারীর আওতায় আনয়ন করা হয়েছে। সিসি ক্যামেরাসমূহ সার্বক্ষণিক চালু রয়েছে এবং একটি কন্ট্রোলরুম হতে এগুলি তত্ত্বাবধান করা হয়। সিসি ক্যামেরায় ধারনকৃত তথ্যাবলী একটি কেন্দ্রীয় হার্ডডিস্কে রেকর্ডকৃত ও সংরক্ষিত থাকে।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের ভবন ও সংলগ্ন স্থাপনাসমূহের নিরাপত্তায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠার পর থেকে সার্বক্ষণিক (দিবা ও নৈশ) তদারকি অফিসার হিসেবে ০৪ (চার) জন পুলিশ পরিদর্শক (সশস্ত্র) এবং ০৩ (তিন) জন উপ-পুলিশ পরিদর্শক (সশস্ত্র) কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে উল্লিখিত কর্মকর্তাদের মধ্যে ০৩ (তিন) জন উপ-পুলিশ পরিদর্শক (সশস্ত্র) পদোন্নতিসূত্রে বদলি হন, ০২ (দুই) জন পুলিশ পরিদর্শক (সশস্ত্র) অবসরে যান। কিন্তু তাদের স্থলে অপর কোনো কর্মকর্তাকে ট্রাইব্যুনালে পদায়ন করা হয়নি। ফলত বর্তমানে ০২ (দুই) জন পুলিশ পরিদর্শক (সশস্ত্র) কর্মরত আছেন। এই ০২ (দুই) জন সশস্ত্র কর্মকর্তার পক্ষে ট্রাইব্যুনালে বর্তমানে পদায়িত প্রায় ১০০ (একশত) জন পুলিশ ও এপিবিএন ফোর্সের দেখভালসহ ট্রাইব্যুনালের সার্বক্ষনিক তদারকি যথাযথভাবে পালন করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে অত্র ট্রাইব্যুনাল একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর স্থাপনা হওয়া সত্বেও ট্রাইব্যুনালের নিরাপত্তা ব্যবস্থা হুমকির মুখে পড়েছে।

এমতাবস্থায়, উপরোক্ত পর্যালোচনা ও বিষয়ের প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ভবন ও এর স্থাপনাসমূহের সার্বক্ষণিক নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে পূর্বের ন্যায় পুলিশ কর্মকর্তা ও সদস্য নিয়োজিত করে মানবতাবিরোধী অপরাধের চলমান বিচার কার্যক্রমে সহায়তা করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও বর্তমান সরকারের সুদৃঢ় রাজনৈতিক অঙ্গীকার পূরণে পুলিশ প্রশাসনের যথাযথ ভূমিকা প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

৬. আইন প্রণয়ন সংক্রান্তঃ

চলমান বিচারকার্যক্রমকে আরো গতিশীল, সময়োপযোগী এবং আন্তর্জাতিক বিধিবিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার উদ্দেশ্যে 'আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল-১) কার্যপ্রণালী বিধিমালা, ২০১০' এবং 'আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল-২) কার্যপ্রণালী বিধিমালা, ২০১২' এর উল্লেখযোগ্য সংশোধনী আনয়ন করা হয়েছে।

৭.আর্কাইভ স্থাপনঃ

'আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল-১) কার্যপ্রণালী বিধিমালা, ২০১০' ও 'আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল-২) কার্যপ্রণালী বিধিমালা, ২০১২' এর ২৮(২) বিধিতে ট্রাইব্যুনাল-১ ও ২ কর্তৃক নিষ্পত্তিকৃত মামলাসমূহের নথি ও সংশ্লিষ্ট কাগজাদি সরকার কর্তৃক আয়োজিত স্থান ও প্রক্রিয়ায় চিরদিনের জন্য সংগ্রহন ও সংরক্ষন (Preservation and Archiving) এর কথা বলা হয়েছে। মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে বিচারে নিষ্পত্তিকৃত মামলাসমূহের নথি, রায়ের কপি ও মামলা সংশ্লিষ্ট কাগজাদিসমূহ এখন ঐতিহাসিক দলিল এবং রাষ্ট্রের অন্যতম স্পর্শকাতর ও গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। এই ধরনের কাগজাদি সংরক্ষণের জন্য যে ধরনের কক্ষ ও বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় তা ট্রাইব্যুনাল এর রেকর্ডরুমে নাই।ফলে আর্কাইভ স্থাপন বিলম্বিত হলে উক্ত দলিলাদি ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এগুলো সংরক্ষণ করার জন্য একটি অত্যাধুনিক আর্কাইভ স্থাপন করা অত্যন্ত জরুরী। নিষ্পত্তিকৃত মামলাসমূহের নথি ও সংশ্লিষ্ট কাগজাদি সরকার কর্তৃক যথাযথ স্থান ও প্রক্রিয়ায় চিরদিনের জন্য সংগ্রহন ও সংরক্ষন (Preservation and Archiving) এর নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অনুরোধ করে রেজিষ্ট্রার দপ্তর হতে স্মারক নং আন্ত: অপ:ট্রাই:-১/৩০০/২০১৩ মূলে গত ২৩/০৭/২০১৩ খ্রি: তারিখে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগেএকটি পত্র প্রেরন করা হয়।

১২। বাংলাদেশ বার কাউন্সিল ঃ

বাংলাদেশ বার কাউন্সিল, Bangladesh Legal Practitioners and Bar Council Order, 1972 (President's Order No. 46 of 1972) - দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি সংস্থা। বাংলাদেশের অ্যাটর্নি জেনারেল পদাধিকারবলে বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যান। তাছাড়া, আরও ১৫জন নির্বাচিত বিজ্ঞ আইনজীবী প্রতিনিধি উক্ত কাউন্সিলের মেম্বার। বিজ্ঞ আইনজীবীগণের পেশাগত সনদ প্রদান, তাদের অসদাচরণ সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ, পেশাগত শিষ্টাচার ও আচরণ নির্ধারণ এবং পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা এ প্রতিষ্ঠানের অন্যতম লক্ষ্য। বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে অর্জিত সাফল্য সম্পর্কিত কার্যাবলি নিম্নে দেওয়া হল।

১। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের নিম্ন আদালতের MCQ পরীক্ষায় ৮৭৬৪জন পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয় এবং উচ্চ আদালতে ১৩৯৪ জন (এক হাজার তিনশত চুরানব্বই) জন আইনজীবীকে হাইকোর্টে আইন পেশা পরিচালনার সনদ প্রদান করা হয়।

২। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক গৃহীত মোট মামলা সংখ্যা ৭৬ (ছিয়াত্তুর)টির মধ্যে ১৩ (তের)টি মামলা নিষ্পত্তি হয়।

৩। আগামী ২০১২ সালের নির্বাচনের জন্য ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা প্রণয়নের কাজ শেষ পর্যায়ে।
৪। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের পর সরকারী অর্থায়নে ১৫(পনের) তলা বিশিষ্ট বার কাউন্সিলের ভবন নির্মানের প্রক্রিয়া চলমান।
৫।সাম্প্রতিক কালীন করোনার ভয়াবহতায় সাধারণ জনগণের আর্থিক নিরাপত্তার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কল্যাণ তহবিলে ১(এক) কোটি টাকা অনুদান এবং করোনাকালীন সময়ে আইনজীবীদের আর্থিক সহায়তার জন্য বিভিন্ন আইনজীবী সমিতির মাধ্যমে ০৫(পাঁচ) কোটি টাকা অনুদান দেয়া হয়।
৬। বাংলাদেশের সকল আইনজীবী সমিতিতে করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত মনিটরিং কমিটি গঠন এবং বাংলাদেশ কাউন্সিলে বিজ্ঞ আইনজীবীগণ করোনায় আক্রান্ত হলে তাদের সহযোগিতা করার জন্য একটি করোনা মনিটরিং সেল গঠন করা হয়েছে।

১৩. অ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয়ঃ-

অ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয়ে কর্মরত সরকারি আইন কর্মকর্তারা বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ ও আপীল বিভাগে সরকারের পক্ষে-বিপক্ষে দায়েরকৃত গুরুত্বপূর্ণ মামলাসহ বিপুল সংখ্যক মামলা নিষ্পত্তিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছেন। সরকারের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আইনগত মতামত ও পরামর্শ দিয়েছেন। অ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয়ে কর্মরত অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল, ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল, ও সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল যে কোন গুরুত্বপূর্ণ আইন ও বিধি তৈরী/সংশোধনীর প্রাক্কালে গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদান করে থাকেন।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে অ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয়ের অর্জন

বিগত ২০১৯-২০ অর্থ বছর পর্যন্ত অ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয়ে কর্মরত সরকারি আইন কর্মকর্তারা বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ ও আপীল বিভাগে সরকারের পক্ষে-বিপক্ষে দায়েরকৃত গুরুত্বপূর্ণ মামলাসহ বিপুল সংখ্যক মামলা নিস্পত্তিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছেন। সরকারের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আইনগত মতামত ও পরামর্শ দিয়েছেন। অ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয়ে কর্মরত অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল ও ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেলবৃন্দ যে কোন গুরুত্বপূর্ণ আইন ও বিধি তৈরী/সংশোধনীর প্রাক্কালে গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদান করে থাকেন। বিগত সালের কতিপয় যুদ্ধাপরাধীর মামলা সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে নিস্পত্তি হয়েছে। এছাড়া সরকারের বিভিন্ন সিদ্ধান্তকে তর্কিত করে দায়েরকৃত মামলাসমূহ নিস্পত্তিতে অত্র অফিসের আইন কর্মকর্তাগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। এছাড়াও কতিপয় চাঞ্চল্যকর ফৌজদারী মামলাসমূহ হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক নিস্পত্তি হয় এবং অত্র অফিসের আইন কর্মকর্তাগণ যথাযথ গুরুত্ব সহকারে মোকদ্দমা সমূহ পরিচালনা করেন এবং আদালতে বিচার কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করেন। শুল্ক ফাঁকি দেওয়া সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ মামলাসহ মানি লন্ডারিং সংক্রান্ত, ভয়ংকর অপরাধ সংক্রান্ত (আন্তর্জাতিক অপরাধসহ) মামলার তদন্ত, অপরাধী বিনিময় চুক্তি, তথ্য আদান-প্রদান স্বাক্ষ্য সংগ্রহের নিমিত্তে আন্তর্জাতিক সেমিনার, সিম্পোজিয়াম-এ যোগদানসহ গুরুত্বপূর্ণ মামলা পরিচালনা করে থাকেন। সাম্প্রতিক সময়ে বর্ষীক মহামারি কোভিড-১৯ এর দরুন সারাদেশের স্বাভাবিক কার্যক্রমের ন্যায় উচ্চ আদালতের কার্যক্রমও বিঘ্নিত হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জারীকৃত "তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার অধ্যাদেশ ২০২০ (অধ্যাদেশ নং-১/২০২০)" (যাহা পরবর্তীতে আইন হিসাবে প্রণয়ন করা হয়) অনুযায়ী বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতি কয়েকটি ভার্চুয়াল আদালত গঠন করেন এবং অত্র দপ্তরের আইন কর্মকর্তাগণ উক্ত আদালত সমূহে শুনানী কার্যক্রমে নিয়মিত অংশগ্রহণ করেন এবং বিচার প্রক্রিয়ায় সহায়তা প্রদান করেন। আইন কর্মকর্তাগণ সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে চাহিদা মোতাবেক তাৎক্ষনিক মতামত বা সিদ্ধান্ত প্রদান করে থাকে। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের আইন উপদেষ্টা বা প্যানেল আইনজীবি নিয়োগ প্রদানের ক্ষেত্রে অ্যাটর্নি জেনারেল এর কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণ সিদ্ধান্ত প্রদান করে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।